পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 234 Wednesday, 24 July, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ২৩৪ সংখ্যা ❋ ৮ শ্রাবণ ১৪৩১, বুধবার, ২৪ জুলাই, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

ঝুলি ভরল শরিকদের!

কেন্দ্রীয় বাজেট ৩.০

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাইঃ ২০২৪-২৫ বাজেট ২৩ জুলাই সংসদে পেশ করেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। মোদি ৩.০ সরকারের এইটিই প্রথম বাজেট। এই নিয়ে সংসদে সপ্তমবার বাজেট পেশ করেন নির্মলা। পর পর এতবার বাজেট পেশের রেকর্ড এর আগে ছিল মোরারজি দেশাইয়ের। মোরানরজি দেশাই ৬ বার পর পর বাজেট পেশ করেছিলেন। এদিকে, মঙ্গলবার ২৩ জুলাই বাজেটের শুরুর দিকেই শিক্ষা ক্ষেত্র নিয়ে বড় প্রস্তাবনা সামনে রাখলেন নির্মলা সীতারামন। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এদিন তাঁর বাজেটে শিক্ষা বিষয়ে যে প্রস্তাবনাগুলি দেন, তারমধ্যে রয়েছে, দেশের প্রতিষ্ঠানগুলিতে উচ্চ শিক্ষায় পড়ুয়াদের ১০ লাখ পর্যন্ত ঋণ দেওয়ার আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা। এজন্য ই ভাউচারের প্রস্তাবনা রয়েছে। উচ্চ শিক্ষায় এই ঋণ প্রতি বছর ১ লাখ পড়ুয়াকে দেওয়া হবে। আর এই ঋণ খুবই অল্পসুদে দেওয়া হবে। মাত্র ৩ শতাংশ সুদের হারে এই ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হবে, বলে ঘোষণা করেন নির্মলা সীতারামন। নির্মলা সীতারামনের পেশ করা বাজেটে যে সমস্ত বিষয়গুলি আলাদা করে নজর কেড়েছে, তা হল, বিহার ও অন্ধ্র প্রদেশের প্রতি সরকারের বিশেষ নজর। বিহারে বিভিন্ন সড়ক প্রকল্পের জন্য ২৬ হাজার কোটি টাকা ব্যায় বরাদ্দের ঘোষণা করেছেন নির্মলা সীতারামন। এছাড়াও অন্ধ্রপ্রদেশ রি অর্গানাইজেশন অ্যাক্ট ঘিরেও পদক্ষেপ করেছেন নির্মলা। ওই রাজ্যের পুর্নগঠনে জন্য যে মূলধন প্রয়োজন, তাকে মান্যতা দিয়ে অন্ধ্রকে বিশেষ আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা নির্মলার। নির্মলা ঘোষণা করেন, বর্তমান আর্থিক বছরে ১৫,০০০ কোটি আয়োজন করা হবে, এই আর্থিক সহায়তায়। পরে আরও বাকি আর্থিক সাহায্য অন্ধ্র পেতে চলেছে। মহিলা শ্রমশক্তির দিকে নজর দিয়ে নির্মলা সীতারামন ঘোষণা করেন, ''কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানোকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এটি করা হবে হোস্টেল স্থাপনের মাধ্যমে এবং অংশীদারিত্বের মাধ্যমে নারী নির্দিষ্ট দক্ষতামূলক কর্মসূচি আয়োজন হবে।'' এদিন লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির উপস্থিতিতে বাজেট পেশ করেন নির্মলা। স্পিকারের চেয়ারে আছেন ওম বিড়লা। এখানে প্রধানমন্ত্রী জনজাতীয় উন্নত গ্রাম অভিযান প্রকল্পের কথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। এই প্রকল্পে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজনের সামাজিক-আর্থিক উন্নয়ন হবে বলে দাবি করা হয়েছে। আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে এবং জেলায় এই প্রকল্প বাস্তবায়িত করা হবে। যে সমস্ত আদিবাসী-জনজাতি পরিবার এখনও অনুন্নয়নের মধ্যে রয়েছে তাদেরকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হবে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। তিনি বলেন, ''এই প্রধানমন্ত্রী জনজাতীয় উন্নত গ্রাম অভিযান প্রকল্পের জেরে ৬৩ হাজার গ্রামের উন্নতি ঘটবে। আর ৫ কোটি আদিবাসী মানুষের সামাজিক আর্থিক উন্নতি ঘটবে।'' চলতি অর্থবর্ষে সম্ভাব্য রাজকোষ ঘাটতি হতে পারে ৪.৯ শতাংশ। রাজকোষ ঘাটতি ক্রমশ কমানোর কথা জানান নির্মলা সীতারামন। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য, ''মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য খোলা হবে বিশেষ হস্টেল, মায়েদের সুবিধার জন্য রাখা হবে ক্রেশের ব্যবস্থাও। বেকারত্ব দূরীকরণে ইপিএফওতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর প্রত্যেক কর্মীকে এক মাসের বেতন এবং পিএফের টাকা দেবে কেন্দ্র। ইন্টার্নশিপ স্কিম চালু করবে কেন্দ্র। মাসে ৫ হাজার টাকা দেওয়ার ফলে উপকৃত হবেন ১ কোটি যুবক-যুবতী। সরকারের লক্ষ্য থাকবে গরিব, মহিলা, যুব এবং অন্নদাতাদের প্রতি।'' এছাড়া দেশের চার শ্রেণীকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। গরিব, মহিলা, কৃষক এবং যুবক। দেশের ক্ষুদ্রশিল্প এবং মধ্যবিত্তের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব বাজেটে ঘোষণা করা হয়। কর্মসংস্থান ও দক্ষতায় বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। বিকশিত ভারতের জন্য রোডম্যাপ ঘোষণা করেন অর্থমন্ত্রী। দেশের অর্থনীতিতে বিকাশের হার উর্ধ্বমুখী করা হবে। আর কৃষিক্ষেত্রে সংস্কার ও গবেষণায় বিশেষ জোর দেওয়া হবে। অর্থমন্ত্রীর কথায়, ''এই প্রস্তাবে সরকার ৯টি বিষয়কে প্রাধান্য দিয়েছে। সেগুলি হল- কৃষি উৎপাদন ও কৃষিতে স্থিতিশীলতা, কর্মসংস্থান ও দক্ষতার উন্নয়ন বৃদ্ধি, মানবসম্পদ বৃদ্ধি ও সামাজিক ন্যায়বিচার, কলকারখানা ও পরিষেবা বৃদ্ধি, চাকরির সুযোগ তৈরি, নগরোন্নয়ন, বিদ্যুৎ, পরিকাঠামো, গবেষণা ও আগামী প্রজন্মের জন্য সংস্কার।'' পুরনো ব্যবস্থায় (ওল্ড রেজিম) আয়করের ক্ষেত্রে কোনও পরিবর্তন করা হল না এ বছরের কেন্দ্রীয় বাজেটে। তবে নতুন ব্যবস্থায় (নিউ রেজিম) আয়করের ক্ষেত্রে বেশ কিছু পরিবর্তনের কথা ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মল সীতারামন। লোকসভা নির্বাচনের আগে 'ভোট অন অ্যাকাউন্ট' বা অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ করেছিল দ্বিতীয় নরেন্দ্র মোদির সরকার। সেই অন্তর্বর্তী বাজেটে আয়কর কাঠামোয় কোনও পরিবর্তনের কথা ঘোষণা করেনি দ্বিতীয় মোদি সরকার। কিন্তু তৃতীয় বারের জন্য মোদি সরকার ক্ষমতায় আসতেই বাজেটে আয়করের কোনও পরিবর্তন হয় কি না, তা নিয়ে জল্পনা ছিল তুঙ্গে। মঙ্গলবার বাজেট পেশ করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। আয়করের ক্ষেত্রে বেশ কিছু ছাড়ের কথা ঘোষণা করেছেন তিনি। পুরনো ব্যবস্থায় (ওল্ড রেজিম) আয়করের ক্ষেত্রে কোনও পরিবর্তনের কথা ঘোষণা না করলেও, নতুন ব্যবস্থায় (নিউ রেজিম) বেশ কিছু বদল আনা হয়েছে। নতুন ব্যবস্থায় স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন ৫০ হাজার থেকে বাড়িয়ে ৭৫ হাজার করা হল। নতুন ব্যবস্থায় (নিউ রেজিম) ১৭,৫০০ টাকা পর্যন্ত বাঁচাতে পারবেন করদাতারা। এবারের বাজেটে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো প্রকল্পের জন্য বড় ঘোষণা করেছেন নির্মলা সীতারামন। এই প্রকল্পে বাজেট বরাদ্দ এক লাফে ৬০০ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৯০৬ কোটি করা হয়েছে। কলকাতার জোকা-বিবাদিবাগ ভায়া মাঝেরহাট মেট্রো প্রকল্পের জন্য ৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। গতবার এই প্রকল্পে বরাদ্দ ছিল ৮০০ কোটি টাকা। এবার সেটা বেড়ে হল ১২০৮.৬১ কোটি টাকা। করমণ্ডল থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ভয়ংকর দুর্ঘটনা। চলতি মাসে ডিব্রুগড় এক্সপ্রেসের দুর্ঘটনা। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো বলছে, গত দশ বছরে স্রেফ রেল দুর্ঘটনাতেই প্রাণ হারিয়েছেন আড়াই লক্ষের বেশি মানুষ! তবু এই রেল ব্যবস্থাই দেশের সিংহভাগ মানুষের নির্ভরযোগ্য গণপরিবহণ। ফলে রেল যাত্রায় আতঙ্ক বাড়লেও তা এড়ানো কঠিন। এই অবস্থায় তৃতীয় মোদি সরকারের বাজেটের দিকে তাকিয়ে ছিল আমজনতা। মনে করা হচ্ছিল, একের পর এক দুর্ঘটনার কথা মাথায় রেখে যাত্রী সুরক্ষায় বিশেষ বরাদ্দ হতে পারে। যদিও হতাশ করল তৃতীয় মোদি সরকারের বাজেট। মূল্যবৃদ্ধির বাজারে সামান্যই বাড়ানো হল রেলের বরাদ্দ। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ নিয়ম মাফিক ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে রেলে বরাদ্দ ঘোষণা করলেন। সেই পরিমাণ হল ২ লক্ষ ৭৮ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। বিগত অর্থবর্ষে যা ছিল ২ লক্ষ ৫৮ হাজার ৬০০ কোটি টাকা।

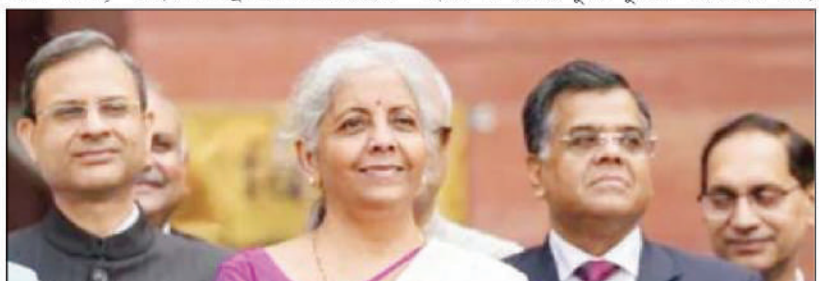

দাম কমল

• মোবাইল ফোন, মোবাইল চার্জারঃ মোবাইল ও মোবাইলের অ্যাসেসোরির উপর ১৬ শতাংশ বহিঃশুল্ক ছাড়ের ঘোষণা। • সোনা-রুপো এবং প্ল্যাটিনামঃ বহুমূল্য দুই ধাতু সোনা ও রূপোর উপর ৬ শতাংশ করে অন্তঃশুল্ক কমছে। প্ল্যাটিনামের উপর অন্তঃশুল্ক কমছে ৬.৫ শতাংশ। • ক্যানসার চিকিৎসার অত্যাবশ্যকীয় তিনটি ওষুধের উপর বহিঃশুল্ক তুলে দেওয়া হল। • দাম কমছে সৌর প্যানেল নির্মাণে ব্যবহৃত মূল সামগ্রীর। • ই-কমার্সের ক্ষেত্রে টিডিএস (উৎস্যমূলে কর) রেট ১ শতাংশ থেকে কমিয়ে ০.১ শতাংশ করা হয়েছে। • ফেরোনিকেট, ব্লিস্টার কপারের উপর বহিঃশুল্ক তুলে দেওয়া হল। • সস্তা হবে ক্যামেরার লেন্স। • সস্তা হচ্ছে লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি। • বৈদ্যুতিক গাড়ি

দাম বাড়ল

• জৈব ক্ষতিসাধন প্লাস্টিকের ক্ষেত্রে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটের অন্তঃশুল্ক বৃদ্ধি পেয়ে ১০ থেকে ১৫ শতাংশ করার প্রস্তাব রেখেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। • নির্দিষ্ট কিছু টেলিকম সামগ্রীর উপর কর ১০ শতাংশ থেকে ১৫ শতাংশ হবে। • ১২ মাসের বেশি শেয়ার ধরে রাখলে ২.৫ শতাংশ বেশি কর দিতে হবে।

নিট পরীক্ষা বাতিলের দাবি খারিজ করল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাইঃ এবারের নিট-ইউজি পরীক্ষা নিয়ে নানা অসংগতির অভিযোগ। এনিয়ে মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে শুনানি ছিল। তবে ফের পরীক্ষার দাবি খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এসবের মধ্যে আবার দিল্লি আইআইটি জানিয়ে দিয়েছে ফিজিক্সের একটি প্রশ্নের উত্তরে যেখানে গ্রেস নম্বর দেওয়া হয়েছে সেখানে কেবলমাত্র ৪ নম্বর অপশনটা ঠিক হবে। এদিকে লাইভ ল-এর প্রতিবেদন অনুসারে জানা গিয়েছে, সুপ্রিম কোর্ট নিট-ইউজি ২০২৪ পরীক্ষা বাতিল করতে সম্মত হয়নি। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, পরীক্ষা বাতিল করার যে দাবি সেটার যৌক্তকতা নেই। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, কোনও ক্ষেত্রেই এই ধরনের উপাদান মিলছে না যাতে বোঝা যায় যে গোটা পরীক্ষা ব্যবস্থাটার পবিত্রতা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এদিকে এদিনের শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, পরীক্ষা নেওয়ার ক্ষেত্রে সিস্টেমেটিক একটা ত্রুটি ছিল। সিবিআই মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে নিশ্চিত করে জানিয়েছে নিট ইউজিতে হাজারিবাগ সেন্টার থেকে প্রশ্ন ফাঁস হয়েছিল। এদিকে সিবিআইয়ের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, যে চক্র এর পেছনে ছিল তারা কিছু গেজেটকে পুড়িয়ে ফেলেছে। আর কিছু গেজেট উদ্ধার করা হয়েছে। সেগুলি নিয়ে তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি জানিয়েছেন, প্রফেসর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে থাকা আইআইটি টিম রিপোর্ট জমা দিয়েছে। তারা জানিয়েছেন ৪ নম্বর অপশন হল সঠিক উত্তর। সোমবার সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল ফিজিক্স প্রশ্নের ক্ষেত্রে কোনটা সঠিক সেটা যেন জানিয়ে দেওয়া হয়। এরপর তিন সদস্যের বিশেষজ্ঞ কমিটি এনিয়ে রিপোর্ট জমা দেয়। এদিকে অপর একটি আবেদন এসেছে মধ্যপ্রদেশ থেকে। সেখানে বলা হয়েছিল যদি ফের পরীক্ষা নিতে হয় সেক্ষেত্রে যেন এসসি, এসটিদের অব্যাহতি দেওয়া হয়। ফের পরীক্ষা হলে ২০ লাখ পরীক্ষার্থী সমস্যায় পড়বেন। ফের পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব নয়। ফের নিটের দাবি কার্যত খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের তরফে বলা হয়েছে আবার পরীক্ষা হলে প্রচুর পরীক্ষার্থী সমস্যায় পড়ে যাবেন। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, পরীক্ষা বাতিল করার যে দাবি সেটার যৌক্তকতা নেই।

'চার বিধায়কের শপথ হল ন্যাচরাল জাস্টিস', রাজ্যপালকে পাত্তা না দিয়ে মন্তব্য অধ্যক্ষের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ জুলাইঃ আজ, মঙ্গলবার সদ্য নির্বাচিত চার বিধায়কের শপথবাক্য পাঠ করালেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। কদিন আগেই রাজ্যপালের পরামর্শ উপেক্ষা করে দুই তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রেয়াত হোসেন সরকারকে শপথ বাক্য পাঠ করিয়েছিলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ। আর আজ, মঙ্গলবার বিধানসভায় শপথ নিলেন চার নতুন বিধায়ক। রাজভবনের আপত্তিকে পাত্তাই দিল না বিধানসভা। অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় শপথবাক্য পাঠ করালেন সুপ্তি পাণ্ডে, কৃষ্ণ কল্যাণী, মুকুটমণি অধিকারী এবং মধুপর্ণা ঠাকুরকে। সুতরাং সবাই এবার বিধানসভার সদস্য হয়ে গেলেন এবং তৃণমূল কংগ্রেসের শক্তিবৃদ্ধি হল। এই নবনির্বাচিত চারজন বিধায়কের শপথ নিয়ে স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। রাজ্যপালের বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''আমার যা বলার আমি বলে দিয়েছি। গতকাল আমাদের বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটির মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে, নবনির্বাচিত চারজন সদস্যকে আমরা আজকে শপথ গ্রহণ করাবো। সেটা হয়েছে। রাজ্যপাল কি বলেছেন আমি বলতে পারব না। বিধানসভা নিজস্ব নিয়ম মেনে চলবে। সংবিধানকে মান্যতা দিয়ে বিধানসভা নিজের মতো করে চলবে। তাতে কোন অসংবিধানিক কিছু আছে আমি মানতে পারি না। রাজ্যপাল অসংবিধানিক বলেছেন সেটা নিয়ে আমি কোন মন্তব্য করব না।'' গতকাল সোমবার রাজ্যপাল দুই বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রেয়াত হোসেন সরকারকে চিঠি দিয়েছিলেন। সেখানে তাঁদের বলা হয়েছিল, বিধানসভার অধিবেশনে যোগ দিতে পারবেন না। কারণ তাঁদের শপথ বেআইনি এবং অসাংবিধানিক। তাই এর পরও যদি বিধানসভার অধিবেশনে যোগ দেন তাহলে জরিমানা পর্যন্ত হতে পারে। আর এই বিষয়ে স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''শপথ যে হবে সেটা আগেই জানানো হয়েছিল। রেয়াত হোসেন সরকার এবং সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিষয়ে চিঠি এসেছিল যে তাঁরা নাকি অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। কিন্তু আইন অনুযায়ী তাঁরা অধিবেশনে যোগ দিতে পারবেন। চার বিধায়কের শপথ বিধানসভার রুল অনুযায়ী হয়। এই বিষয়ে যথাযথ রুলিং আছে। এই চার বিধায়কের শপথ হল ন্যাচরাল জাস্টিস। তাঁদের এলাকার মানুষের জন্য।'' এছাড়া বাংলায় শপথ নিলেন কৃষ্ণ কল্যাণী। ইংরেজিতে শপথবাক্য পাঠ করলেন মুকুটমণি অধিকারী। হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ ঠাকুরের নাম নিয়ে শপথ নিলেন মধুপর্ণা ঠাকুর ইংরেজিতে। আর সুপ্তি পাণ্ডে ইংরেজিতে শপথ নেন।

পুজোয় ক্লাবগুলি পাবে ৮৫ হাজার, পরের বছর ১ লক্ষ, ঘোষণা মমতার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ জুলাইঃ প্রতিবারের মতো এবারও ক্লাবগুলিকে নিয়ে প্রাকপুজো প্রস্তুতি বৈঠকে বসলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত এই বৈঠকে ঘোষণা করলেন পুজো অনুদান বাড়ানোর কথা। জানালেন, এই বছর রাজ্যের ক্লাবগুলি দুর্গাপুজো আয়োজনের জন্য ৮৫ হাজার টাকা করে অনুদান পাবে সরকারের তরফে। অর্থাৎ গতবারের তুলনায় ১৫ হাজার করে বাড়ানো হল টাকা। এবারে ৯ অক্টোবর ষষ্ঠী। অর্থাৎ হাতে মাত্র ৭৮ দিন! বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোকে ঘিরে ইতিমধ্যে কলকাতা থেকে জেলা ক্লাবগুলির মধ্যে পুজো প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণায় খুশির হাওয়া বয়ে গিয়েছে ক্লাবগুলিতে। মঙ্গলবারই দেশজুড়ে আর্থিক বাজেট পেশ হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে লাগামছাড়া দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির জেরে সবকিছুরই দাম বেড়েছে। সেক্ষেত্রে এবারের বৈঠকে ক্লাবগুলির বিশেষ কৌতূহল ছিল, অনুদানের পরিমাণ একই থাকবে নাকি বাড়বে। অনুদানের অঙ্ক বাড়ানো হলে সুবিধা হবে বলেই একান্ত আলোচনায় জানিয়েছিলেন বিভিন্ন ক্লাবের কর্মকর্তারা। আজ যখন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনুদানের অঙ্ক ঘোষণা করছিলেন, তখনই বৈঠক থেকে আওয়াজ ওঠে, এক লাখ টাকার। কিন্তু তা নাকচ করে দিয়ে ৮৫ হাজারের ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, ধাপে ধাপে বাড়াতে হবে। আগামী বছর এক লক্ষ টাকা করে দেবেন বলেও জানান তিনি। ২০১১ সালে রাজ্যের তখতে বসার পর থেকেই বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোয় অনুদান ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রথমে ২৫ হাজার টাকা অনুদান ঘোষণা করে সরকার। করোনার সময় থেকে অনুদান বাড়িয়ে ৫০ হাজার টাকা করা হয়। ২০২২ এবং ২০২৩ সালে আরও ১০ হাজার টাকা বাড়িয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। গতবারে ক্লাবগুলি পেয়েছিল ৭০ হাজার টাকা করে অনুদান। প্রসঙ্গত, রাজ্য সরকার অনুদান ঘোষণার পর থেকে পুজো ঘিরে অতীতে যে চাঁদার জুলুম দেখা যেত তা বন্ধ হয়েছে। একই সঙ্গে রাজ্যের অনুদানের টাকায় বিভিন্ন ক্লাব থিমের প্রতিমা, মণ্ডপ গড়েন। সেই সূত্রে দুর্গা পুজোকে ঘিরে ইউনেস্কো থেকে সেরার শিরোপাও পেয়েছে বাংলা। অতীতে এ ব্যাপারে মামলাও গড়িয়েছিল আদালতে। যদিও আদালতে সেই মামলা টেকেনি। কারণ, আদালতে রাজ্য জানিয়েছিল, দুর্গাপুজোর সঙ্গে বাংলার মানুষের আবেগ, সংস্কৃতি জড়িয়ে রয়েছে। অনুদান বন্ধ করে দিলে অনেক পুজো কমিটির পক্ষেই বাংলার এই সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়তে পারে। এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরও সুনির্দিষ্ট বক্তব্য রয়েছে। তাঁর মতে, বাংলার দুর্গাৎসব কেবল একটা পুজো নয়। ইউনেসকো একে দ্য ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের মর্যাদা দিয়েছে। পুজোর সময়ে বাংলায় ছোট, বড়, মাঝারি শিল্প অন্তত চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা ব্যবসা করে। তাতে সাড়া বছর ধরে লক্ষ লক্ষ মানুষের সংসার চলে। সুতরাং এই ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখার দায় সরকারেরও রয়েছে। তা ছাড়া পুজো কমিটিগুলো সারা বছর ধরে বিভিন্ন সামাজিক করে। তাদেরও উৎসাহ দেওয়া দরকার। আর্থিক অনুদানের পাশাপাশি গত বছর পুজো কমিটিগুলোকে ফায়ার লাইসেন্স মকুব করা হয়েছিল, বিদ্যুৎ মাশুলে কিছুটা ছাড় দেওয়া হয়েছিল। এবারও সেগুলি বজায় রয়েছে। তার উপরে বিদ্যুতে ছাড় বাড়ানো হয়েছে খানিকটা, ৬৬ থেকে ৭৫ শতাংশ। মমতা এদিন বলেন, ''বাসস্ট্যান্ড, ফেরীঘাট, রেলস্টেশন কভার করতে হবে যাতে মানুষের অসুবিধা না হয়। ড্রোন, কুইক রেসপন্স টিম, সিসিটিভি সব ব্যবস্থা রাখতে হবে। মেয়েদের নিরাপত্তা, বয়স্ক মানুষদের প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে। ক্লাবগুলিকে বলব কোন পুজোর কী থিম পুলিশকে শেয়ার করুন। আমি এক সংবাদপত্রে দেখেছি কেউ নাকি ১১২ ফুটের দুর্গাপুজো করছে। ভাবতে পারেন? এতে পদপিষ্ট হয়ে যাবে। আমি লাইটিং, লেজারের খেলা করলাম। আরে প্লেনের দুর্ঘটনা হতে পারে। অন্য মানুষের ক্ষতি হতে পারে। তবে পদপিষ্টের ঘটনা যাতে না ঘটে।'' কক্লাবগুলোর উদ্দেশ্যে মমতার বার্তা, ''ক্লাবগুলো বলব মহিলাদের ভলেন্টিয়ার্স করুন। ভাল কাজ করে। ছোট ছোট পড়ুয়াদের কাজে লাগান। ওরা চেষ্টা করেন অতিথিদের নিয়ে যাওয়ার। তবে অতিথিদের জন্য বিশেষ আয়োজন করা মানে সাধারণকে আটকে দেওয়া নয়। আমি ভিআইপি কার্ডের বিরুদ্ধে। যাঁরা ভিআইপি তাঁরা গাড়ি হাকিয়ে চলে যাবেন। আর সাধারণ মানুষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়াবেন আমি পক্ষে নই। ভিআইপিরা চেষ্টা করব পিছনে থেকে সহায়তা করার। এত ভিড়ে ভিআইপি যাতায়াত করলে সাধারণ মানুষের যাতায়াতে অসুবিধা হয়। লক্ষ রাখতে হবে কোনও রকম পদপিষ্টের ঘটনা যাতে না ঘটে।''

'বাংলার কী অপরাধ? কেন একা করে দিলে?', প্রশ্ন তুললেন ক্ষুব্ধ মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ জুলাইঃ কেন্দ্রীয় বাজেটে বাংলাকে বঞ্চনা করা হয়েছে, বিধানসভা থেকে এমনটাই মন্তব্য করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সঙ্গে তাঁর বার্তা, উত্তরবঙ্গ যেন এই বাজেটকে মনে রাখে। উল্লেখ্য, উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে বিজেপির প্রভাব তুলনামূলক বেশি। এ বারও সেখান থেকে ছ'টি আসনে হারতে হয়েছে তৃণমূলকে। লোকসভা ভোটের সময়ে উত্তরবঙ্গে প্রচারে বেশি জোর দিয়েছিল কেন্দ্রীয় শাসকদল। তা সত্ত্বেও বাজেটে কেন বাংলা তথা উত্তরবঙ্গকে বঞ্চনা করা হল, সেই প্রশ্ন তুলেছেন মমতা। বাজেটে বিহার এবং অন্ধ্রপ্রদেশের মতো রাজ্যের প্রাপ্তি নিয়েও মন্তব্য করেছেন তিনি। এ বারের বাজেটে বাংলার কথা সে ভাবে উল্লেখ করা হয়নি। বাজেট প্রস্তাব পাঠের সময় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন 'পূর্বোদয় পরিকল্পনা'র কথা জানান। সেই সময়ে বিহার, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা ও অন্ধ্রপ্রদেশের সার্বিক উন্নয়নের কথা বলা হয়। এর পর রেল প্রসঙ্গে অমৃতসর কলকাতা বাণিজ্যিক করিডরের কথা উল্লেখ করেন নির্মলা। এ ছাড়া সমগ্র বাজেটে বাংলার নামটুকুও নেওয়া হয়নি। কোনও বরাদ্দও করা হয়নি বাংলার জন্য। এই প্রস্তাবকে কটাক্ষ করে মঙ্গলবার মমতা বলেন, ''বাংলাকে বঞ্চিত করা হয়েছে। বাংলা কারও দয়া চায় না। কিন্তু তার সম্মান বিঘ্নিত হলে বাংলার মানুষ কিন্তু গর্জন করবে, ছেড়ে কথা বলবে না।'' এর পরেই উত্তরবঙ্গের প্রসঙ্গ টেনে মমতা বলেন, ''ভোটের সময়ে ওরা বড় বড় কথা বলেছিল। ভোটের পর দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্শিয়াংকে ভুলে যায়। এটাই ওদের ধরন। দার্জিলিং যেন এই বাজেটকে মনে রাখে। সিকিম পাক, কিন্তু দার্জিলিংকে কেন বঞ্চনা?'' বিহার এবং অন্ধ্রপ্রদেশের জন্য যে এ বারের বাজেটে বেশি প্রাপ্তিযোগ থাকবে, তা আগেই আন্দাজ করেছিলেন অনেকে। কারণ এই দুই রাজ্যের শাসকদল কেন্দ্রে বিজেপিকে সরকার গড়তে সাহায্য করেছে। এ বারের লোকসভা নির্বাচনে কেন্দ্রে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি বিজেপি। এনডিএ শরিকদের উপর ভরসা করে গড়ে উঠেছে তৃতীয় বারের মোদি সরকার। কিন্তু স্পিকার পদ কিংবা গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রিত্ব বিহারের নীতীশ কুমারের জেডিইউ কিংবা অন্ধ্রের চন্দ্রবাবু নায়ডুর তেলুগু দেশম পার্টি (টিডিপি) পায়নি। তাই বাজেটে যে তাঁদের দু'হাত ভরে দেবে কেন্দ্র, তা আগে থেকেই আন্দাজ করা গিয়েছিল। মমতা সেই প্রসঙ্গে বলেন, ''একটা সরকার স্পিকার পদ বা মন্ত্রিত্ব না দিয়ে কেবল শেয়ারের দুর্নীতি করে এবং অর্থ দিয়ে শরিকদের হাতে রাখছে। শরিকেরাই বা কেন এটা গ্রহণ করছে, আমার জানা নেই। অন্ধ্র বা বিহারকে টাকা দেওয়ায় আমার আপত্তিও নেই। তারাও আমাদের দেশের মধ্যেই রয়েছে। কিন্তু এক জনকে দিতে গিয়ে আর এক জনকে বঞ্চনা করা যায় না।'' ১০০ দিনের টাকা নিয়েও বাজেটে কোনও দিশা দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ মমতার। বলেন, ''১০০ দিনের কাজের টাকার কোনও হদিস নেই বাজেটে। বাংলাদেশ একটি স্বতন্ত্র দেশ। সেই দেশের প্রায় সমান ভোটার কিন্তু রয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। এই রাজ্যকে তা-ও বঞ্চনা করা হচ্ছে।'' এ বারের বাজেটে সোনা, রুপো এবং প্ল্যাটিনামের মতো ধাতুর দাম কমেছে। কর হ্রাস করা হয়েছে ওই ধাতুগুলি থেকে। কিন্তু গরিবের এতে লাভ হবে না বলে জানান মমতা। বলেন, ''মেয়েরা সোনা-রুপো পরুক। কিন্তু সাধারণ ঘরের মেয়েদের জন্য তো এটা নয়। খাদ্যের উপর কোনও ভর্তুকি নেই কেন? আগের বারও জিরের উপর কর ছিল, হিরের উপর ছিল না। আসলে এই বাজেট গরিবের দিকে ফিরে না তাকানোর বাজেট। যাদের অনেক আছে, তারা বাজেটের মাধ্যমে আরও পাবে। যাদের নেই, তারা কিছুই পাবে না। এটি দিশাহীন, জনগণবিরোধী বাজেট। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করাই এই বাজেটের একমাত্র উদ্দেশ্য। এটি অন্ধকার বাজেট।'' কেন্দ্রের কাছ থেকে এখনও বাংলার এক লাখ ৭৫ হাজার কোটি টাকা পাওনা রয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তা সত্ত্বেও বাংলাকে বঞ্চনা করায় ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তিনি। বাজেটে চাকরির কোনও সংস্থান না থাকাকেও কটাক্ষ করেছেন।

গুজরাটে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস আইএমডি-র, দেশের নানা অংশেও বর্ষণ-সতর্কতা

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই ঃভারী বৃষ্টিতে জনজীবন বিপর্যস্ত গুজরাটের নানা অংশে। সুরাট, পোরবন্দরের নানা অংশে ভারী বৃষ্টিতে জলমগ্ন পরিস্থিতি। এই পরিস্থিতিতে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, আগামী কিছু দিন গুজরাটের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টিপাত চলবে, ভারী বৃষ্টি হবে ২৫-২৬ জুলাইয়ের মধ্যে।এছাড়াও ২৪ জুলাই সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই সময়ে ভারী বৃষ্টি হতে পারে কোঙ্কন এবং গোয়ায়। পূর্ব রাজস্থান, মধ্য মহারাষ্ট্র এবং পূর্ব মধ্যপ্রদেশেও আগামী ২৪ ঘন্টা ভারী বৃষ্টি প্রত্যাশিত। ওড়িশা, উত্তরাখণ্ড এবং উপকূলীয় কর্ণাটকেও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করা হয়েছে।

শ্রীলঙ্কা নৌসেনার হাতে পাকড়াও রামেশ্বরমের ৯ মৎস্যজীবী, মাছ ধরার নৌকাও আটক

রামেশ্বরম, ২৩ জুলাই ঃ আন্তর্জাতিক জলসীমা লঙ্ঘনের দায়ে শ্রীলঙ্কার রামেশ্বরমের বাসিন্দা ৯ জন তামিল মস্যজীবীকে গ্রেফতার করল শ্রীলঙ্কা নৌসেনা। পাশাপাশি তাঁদের মাছ ধরার নৌকাও আটক করা হয়েছে। রামেশ্বরম মস্যজীবী এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ৫৩৫টি নৌকায় মান্নার উপসাগরে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন মৎস্যজীবীরা।ভারতীয় জলসীমা অতিক্রম করে শ্রীলঙ্কা জলসীমায় মাছ ধরার অভিযোগে রামেশ্বরমের বাসিন্দা ৯ জন তামিল মস্যজীবীকে গ্রেফতার করেছে শ্রীলঙ্কা নৌসেনা। পাশাপাশি তাঁদের মাছ ধরার দু'টি নৌকাও আটক করা হয়েছে। ধৃত মস্যজীবীদের অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার দাবি জানিয়েছে রামেশ্বরম মৎস্যজীবী এসোসিয়েশন।

করিমগঞ্জের নিলামবাজারে হোন্ডাই-অটো সংঘষ

পাথারকান্দি (অসম), ২৩ জুলাই ঃ করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত নিলামবাজার থানাধীন বেড়াজাল এলাকায় চার চাকার হোন্ডাই এবং একটি যাত্রীবাহী অটো রিকশার সংঘর্ষে এক শিশু, তিন মহিলা সহ পাথারকান্দির ছয় বাসিন্দার মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। মর্মান্তিক এ ঘটনায় পাথারকান্দিতে শোকে বন্যা বইছে।ঘটনা মঙ্গলবার দুপুরের দিকে করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত নিলামবাজার থানা এলাকার বেড়াজালে ৮ নম্বর জাতীয় সংঘটিত হয়েছে। নিহতদের মধ্যে অটো চালক সহ পাঁচ জনের বাড়ি পাথারকান্দির চাঁদখিরা এবং একজনের আসিমগঞ্জে।

বেসরকারি স্কুল সংগঠনের পথ চলা শুরু

দুরন্তবার্তা,২৩জুলাইঃসম্প্রতি বিড়লা অ্যাকাডেমি অফ আর্ট অ্যান্ড কালচার-এ আয়োজিত হল ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন অফ প্রাইভেট অ্যাফিলিয়েটেড স্কুলস-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।স্ভসভাপতি হিসেবে অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চান্সেলর প্রফেসর সুরঞ্জন দাস ছাড়াও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অ্যাডামাসের চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. সমিত রায়, ফিউচার ফাউন্ডেশন স্কুলের প্রিন্সিপাল এবং পশ্চিমবঙ্গ তথা উত্তর পূর্ব ভারতের অ্যাসোসিয়েশন অফ স্কুলস ফর দ্য ইন্ডিয়ান স্কুল সার্টিফিকেট এর প্রাক্তন সচিব রঞ্জন মিত্র, অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক অজয় চোপড়ার মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা।সংগঠন সূত্রে খবর, যেকোনো স্বীকৃত শিক্ষা পর্ষদ-এর আওতায় থাকা পশ্চিমবঙ্গের বেসরকারি স্কুলগুলিকে একজোট করার উদ্দেশ্য নিয়ে তাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে সম্ভাব্য সদস্যদের সংগঠনের মূল লক্ষ্য সম্পর্কে জানানো হয়। এছাড়া পথ চলা শুরুর প্রথম বছরেই ২০০ এর কাছাকাছি সদস্যকে এই সংস্থায় যোগদানের জন্য উৎসাহ দেওয়াও ছিল অনুষ্ঠানটির অন্যতম লক্ষ্য। সংগঠনের সদস্যরা জানান, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ দেওয়া ও পাঠক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার মানোন্নয়নের ওপর বিশেষ নজর দেওয়ার ক্ষেত্রেও তারা বিশেষ ভূমিকা পালন করবেন।প্রফেসর সুরঞ্জন দাস বেসরকারি স্কুলগুলির শিক্ষার মান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এই সংস্থার কার্যকারিতা নিয়ে বক্তব্য রাখেন।

এফএসএসএআই এর উন্নয়ন যাত্রাঃবর্তমান এবং ভবিষ্যত

নয়াদিল্লি,২৩জুলাইঃএনডিএ-র শাসনকালে দ্বিতীয়বার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী হওয়ার পর, যখন আমি গত সপ্তাহে ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (এফএসএসএআই)-র দপ্তর পরিদর্শন করি, তখন ২০১৪ সালে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসাবে আমার প্রাথমিক মেয়াদের কথা মনে প।ছিল। সেই সময়ই দেশের খাদ্য-নিরাপত্তা নিযন্ত্রক হিসাবে এফএসএসএআই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল এবং বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম জনসংখ্যার জন্য খাদ্যের মান এবং নীতি নির্ধারণের বিশাল দাযিত্ব কাঁধে নিয়েছিল।স্ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অ্যাক্ট (এফএসএসএ), ২০০৬-এর দশক পূর্তি উপলক্ষে ২০১৬-র ২২ আগস্ট যখন আমি এফএসএসএআই টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে প্রথম দেখা করি, তখন এফএসএসএআই -এর দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট ছিল। তাঁদের লক্ষ্য ছিল নীতিগুলিকে শক্তিশালী করা, উদ্ভূত সমস্ত সমস্যার মোকাবিলা এবং নাগরিক ও খাদ্য ব্যবসার মধ্যে সামাজিক ও আচরণগত পরিবর্তনের প্রচার। তখন এই উদ্যোগগুলিকে সুন্দরভাবে 'ইট রাইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট'-এর অধীনে একত্রিত করা হয়, যা সমস্ত দেশবাসীর জন্য 'নিরাপদ, স্বাস্থ্যকর এবং টেকসই' খাদ্য নিশ্চিত করার জন্য একটি সামগ্রিক 'সম্পূর্ণ পদ্ধতি দৃষ্টিকোণ' গ্রহণ করে।স্বাস্থ্য মন্ত্রক এবং এফএসএসএআই আমাদের দেশের খাদ্য-নিরাপত্তা পরিস্থিতির উন্নতির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করছে। একটি শক্তিশালী খাদ্য-নিরাপত্তা বাস্তব্যবস্থা কেবলমাত্র শক্তিশালী খাদ্য নীতি এবং মানদণ্ডের ভিত্তিতেই তৈরি করা যেতে পারে। এটা আনন্দের বিষয় যে এফএসএসএআই -এর বৈজ্ঞানিক প্যানেল এবং বিশেষজ্ঞ কমিটিগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে , যার মধ্যে ৮৮টি সংস্থার ২৮৬ জন বিশেষজ্ঞ রয়েছেন । এই সংস্থা আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মান এবং নীতিগুলির বিকাশের গতিকে উল্লেখযোগ্যভাবে ত্বরান্বিত করেছে।এফএসএসএআই -এর একটি গুরুত্বপূর্ণ কৃতিত্ব হল বাজরা ও অনুরূপ উচ্চ গুণমান সম্পন্ন ফসলের জন্য প্রামান্য মান তৈরি করা, যা পরে ২০২৩ সালে গ্লোবাল মিলেটস (শ্রী অন্ন) সম্মেলনে আমাদের প্রধানমন্ত্রী চালু করেছিলেন। এই মানগুলি কোডেক্স অ্যালিমেন্টারিয়াস কমিশনের সঙ্গে শেয়ার করা হয়েছে, যা বাজরার জন্য বিশ্বব্যাপী মান উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করেছে এবং ভারতকে এক্ষেত্রে একটি শীর্ষস্থানীয় দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার জন্য নীতি ও মান উন্নযনের পাশাপাশি তাদের নিয়মিত প্রয়োগ ও পরীক্ষা সমানভাবে অপরিহার্য। এফএসএসএআই -এর খাদ্য-পরীক্ষার পরিকাঠামো গত আট বছরে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা রাজ্য খাদ্য-পরীক্ষা পরীক্ষাগারগুলিকে শক্তিশালী করতে ₹৪৮২ কোটি টাকা অনুমোদন করেছে। এফএসএসএআই ফুড সেফটি অন হুইলস নামে চলমান খাদ্য পরীক্ষাগার চালু করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছাতে শুরু করেছে।এই অর্জনগুলি উদযাপন করার সময়, আমাদের অবশ্যই বিশ্বব্যাপী উদ্ভূত প্রবণতাগুলিকে স্বীকার করতে হবে, যেমন উদ্ভিদ-ভিত্তিক প্রোটিন, গবেষণাগার-উৎপাদিত মাংস ইত্যাদি। এফএসএসএআই সক্রিযভাবে ভেগান ও নিরামিষাশীদের জন্য খাদ্য, জৈব পণ্য ও আয়ুর্বেদিক আহারের নতুন শ্রেণীগুলির জন্য মান নির্ধারণ করেছে এবং ক্রমাগত খাদ্য নিরাপত্তার নতুন নতুন প্রবণতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে।যেভাবে বিশ্বব্যাপী খাদ্য বাণিজ্য সম্প্রসারিত হচ্ছে, এর পাশাপাশি এফএসএসএআই বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম যেমন কোডেক্সে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রকদের সঙ্গে অংশীদারিত্ব করছে। এফএসএসএআই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য নিরাপদ এবং পুষ্টিকর খাদ্য সুনিশ্চিত করতে সর্বোত্তম অনুশীলনগুলি শেয়ার করা এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ পদ্ধতি বিকাশের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। তাছাড়াও এফএসএসএআই ২০২৩ সালে দিল্লিতে প্রথম আন্তর্জাতিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকদের শীর্ষ সম্মেলন (জিএফআরএস) এর আযোজন করে। এটি খাদ্য নিয়ন্ত্রকদের জন্য উদ্ভূত যাবতীয় খাদ্য-নিরাপত্তা সমস্যার মোকাবিলা করা এবং তা নিয়ে আলোচনার জন্য একটি প্রথম সহযোগিতামূলক মঞ্চ। এফএসএসএআই আগামী মাসে জিএফআরএস -এর দ্বিতীয় শীর্ষ সম্মেলনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে ।স্তআমরা যখন খাদ্য-নিরাপত্তা নিয়ে কথা বলি, তখন প্রমাণ-ভিত্তিক তথ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন খাদ্য-নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ভোক্তা এবং নাগরিকদের ক্ষমতায়ন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তাহলেই আমাদের কাজ পুরোপুরি শেষ হবে। এখানেই এফএসএসএআই -এর 'রাইট ইন্ডিয়া' প্রচারাভিযান একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই প্রচারাভিযান সুনিশ্চিত করে যে সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য প্রতিটি স্তরে উপভোক্তাদের কাছে পৌঁছেছে। এই রূপান্তরমূলক অভিযান আমাদের প্রচারকে শক্তিশালী এবং আচরণগত পরিবর্তনকে উৎসাহিত করছে। তাই ভোক্তাদের নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যকর খাদ্য পছন্দের দাবিতে ক্ষমতায়ন করতে এবং খাদ্য ব্যবসাকে আরও ভাল ভাল বিকল্প প্রদানের জন্য অনুপ্রাণিত করতে এই অভিযানকে সম্প্রসারিত করা হচ্ছে। এফএসএসএ-২০০৬ খাদ্য পণ্যের জন্য ব্যাপক মান নির্দেশ করে যাতে সেগুলি খাওয়ার জন্য নিরাপদ হয়। উপরন্তু, খাদ্যপণ্য-লেবেলিং এর নিয়মগুলি ভোক্তাকে এক বা একাধিক বিকল্প পছন্দ করার ক্ষমতা প্রদান করে। বিজ্ঞাপন এবং নানা ঘোষণার নীতিগুলিও সুনিশ্চিত করে যাতে খাদ্য ব্যবসার মাধ্যমে খাদ্য পণ্যের ক্ষেত্রে কেউ কোনও বিভ্রান্তিকর দাবি না করতে পারে। ভোক্তা সুরক্ষা আইন(সিপিএ) - ২০১৯ এক্ষেত্রে অভিযোগ দায়ের করার জন্য যথাযথ প্রক্রিয়া প্রদান করে ভোক্তাদের খাদ্যপণ্য কেনার ক্ষেত্রে নানা আধুনিক সমস্যা মোকাবিলায় সহায়ক ভূমিকা পালন করছে, বিশেষ করে বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন, অনিরাপদ বা নিম্নমানের খাবার সম্পর্কিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে।স্খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা একটি সম্মিলিত উদ্যোগ। এক্ষেত্রে এফএসএসএআই বিভিন্ন সরকারি বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে মিলেমিশে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে। এটি একটি সম্পূর্ণ-সরকার এবং পরিপূর্ণ-পদ্ধতি দৃষ্টিকোণ নিয়ে কাজ করছে। এফএসএসএআই সক্রিয়ভাবে খাদ্য-নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য উদ্যোগে শিল্প এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে সঙ্গে নিয়ে একটি সহযোগিতামূলক পদ্ধতির অনুসরণ করে এগিয়ে যাচ্ছে।এফএসএসএআই গত দশ বছরে ভারতের খাদ্য নিরাপত্তা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছে। পাশাপাশি এফএসএসএআই উদ্ভূত সমস্ত সমস্যা মোকাবিলা এবং ভোক্তাদের ক্ষমতাযনের জন্য ক্রমাগত কাজ করে চলেছে। এফএসএসএআই, তার প্রতিশ্রুতি এবং সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে, ভারতকে শুধুমাত্র খাদ্য উপাদনেই নয়, খাদ্য নিরাপত্তা এবং স্থাযিত্বের ক্ষেত্রেও বিশ্বনেতায় পরিণত করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে।

নাগাল্যান্ডের লোকনৃত্যগোষ্ঠীকে আমন্ত্রণ ইন্দোনেশিয়ান উৎসবে

কোহিমা, ২৩ জুলাই ঃ নাগাল্যান্ডের লোক সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী ইন্দোনেশিয়ান উৎসবে প্রদর্শন করবে তাদের পরম্পরাগত কলাকৌশল। নাগাল্যান্ড মুখ্যমন্ত্রীর উপদেষ্টা এবং ভারতীয় অ্যাথলেটিক্সের ভাইস প্রেসিডেন্ট আবু মেথা এই খবর জানিয়েছেন। তিনি জানান, ইন্দোনেশিয়ার ১২-তম তোরাজা আন্তর্জাতিক উৎসবে রাজ্যের নাগাল্যান্ড ফোকলোরিক গ্রুপকে তাঁদের লোককলা প্রদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। ১২-তম তোরাজা আন্তর্জাতিক উৎসব শুরু হবে আগামী ১০ আগস্ট থেকে। ইন্দোনেশিয়ার পর্যটন ও সৃজনশীল অর্থনীতি মন্ত্রালয় এবং খারিসমা ন্যাশনাল ইভেন্ট থেকে এই আমন্ত্রণ এসেছে।আবু মেথা বলেন, ' নাগা শিল্পীদের জন্য নতুন বিশ্ব অন্বেষণ করা এবং অন্যদের জন্য আমাদের গান ও সংগীতের মাধ্যমে নাগা সংস্কৃতির অভিজ্ঞতা লাভের আরেকটি দুর্দান্ত সুযোগ।' এই আমন্ত্রণকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে নাগা সংস্কৃতির ক্রমবর্ধমান স্বীকৃতি বলে মনে করেছেন মেথা।তিনি জানান, নাগাল্যান্ডে অনুষ্ঠিত সাম্প্রতিক এশিয়া মিউজিক সামিটে এসেছিলেন আন্তর্জাতিক উৎসব পরিচালকরা। তখন তাঁরা স্থানীয় শিল্পীদের সাথে যোগাযোগ করে মতবিনিময় করেছিলেন। আবু মেথা শীর্ষ সম্মেলনের সাফল্যের কৃতিত্ব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ রিওকে।নাগাল্যান্ড সরকার এই সাংস্কৃতিক বিনিময়ে তাঁদের সমর্থন ও অংশীদারিত্বের জন্য খারিসমা ন্যাশনাল ইভেন্ট এবং মিউজিক কানেক্ট এশিয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে।প্রসঙ্গত, নাগাল্যান্ড ফোকলোরিক গ্রুপ রাজ্য-ভিত্তিক অন্যতম একটি লোকসংগীত গোষ্ঠী। মিউজিক অ্যান্ড আর্টসের টাস্ক ফোর্স নির্দেশিত এই গোষ্ঠী ছয় সদস্য নিয়ে গঠিত। সদস্যরা যথাক্রমে আরেনচেনলা ওয়ালিং, ফাংমেই কোনিয়াক, জিসেলা রুদিথংগার, সাংবোলং জামির, মাওংতেমসু এবং মাসিভোলি সুওখরি।

এবারের অলিম্পিক বৈচিত্রপূর্ণ বিশ্বে দর্শনীয় হবে, বলছেন আইওসি প্রেসিডেন্ট টমাস বাখ

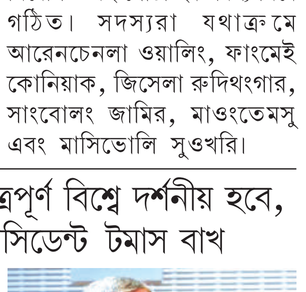

প্যারিস, ২৩ জুলাই ঃ প্যারিসে আইওসি-র উদ্বোধনী অধিবেশনে আইওসির প্রেসিডেন্ট টমাস বাখ বলেছেন, বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি মানুষ, বিশেষ করে কম বয়সীরা ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করছে অলিম্পিক শুরুর দিনটার জন্য। আমরাও তৈরি একটা সুন্দর অলিম্পিক উপহার দেয়ার জন্য। যে গেমস বৈচিত্রপূর্ণ বিশ্বে দর্শনীয় হবে। অনুষ্ঠানে ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁও উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানের জাতীয় তাৎপর্য তুলে ধরেন।বাখ বলেছেন,প্যারিস লিঙ্গ সমতার সাথে প্রথম অলিম্পিক আয়োজন করবে, যেখানে সমান সংখ্যক পুরুষ ও মহিলা ক্রীড়াবিদ থাকবে। ২০৬টি জাতীয় অলিম্পিক কমিটির ১০,৫০০র বেশি ক্রীড়াবিদ ১৬ দিনের বেশি প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে।

বাজেট পেশ শেষ হতেই ধস শেয়ার মার্কেটে

মুম্বই, ২৩ জুলাই ঃ ধস শেয়ার বাজারে। মঙ্গলবার বাজেট পেশ শেষ হতেই বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের ইনডেক্স, সেনসেক্স, ১০০০ পয়েন্টেরও বেশি কমে ৮০,০০০-এর নীচে নেমে গিয়েছিল। পরে সামান্য উন্নতি ঘটে। বর্তমানে সেনসেক্স রয়েছে ৮০,০২৪ পয়েন্টে। একই অবস্থায় ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জেরও। এনএসই নিফটি ৫০-ও ১ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ২৪,২০০ পয়েন্টে ।কৃষি খাতের জন্য ১.৫২ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দের ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। তাই, কৃষি খাতের স্টকের দর ১০ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে। কাবেরি সিড কোম্পানি লিমিটেড, করোমন্ডল অ্যাগ্রো প্রোডাক্টস অ্যান্ড অয়েলস লিমিটেড, ধানুকা এগ্রিটেক লিমিটেড, নোভা এগ্রিটেক লিমিটেডের মতো সংস্থাগুলি সবথেকে বেশি লাভ করেছে।অন্যদিকে, ওএনজিসি, শ্রীরাম ফাইন্যান্স, হিন্ডালকো, এসবিআই লাইফ ইন্স্যুরেন্স, বিপিসিএল এবং রিলায়েন্সের এদিন সবথেকে বেশি লোকসান হয়েছে। এলটিসিজি ১০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১২.৫ শতাংশ করার পরই ব্রোকিং শেয়ারে পতন ঘটেছে। মোতিলাল ওসওয়াল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস, ৫পাইসা, আইসিআইসিআই সিকিওরিটিজ, অ্যাঞ্জেল ওয়ান, আইআইএফএল সিকিউরিটিজ এবং জিওজিত ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেসের শেয়ারের দর ২ থেকে ৫ শতাংশ কমেছে। এছাড়া, এইচসিএলটেক এবং টেক মাহিন্দ্রার মতো আইটি সংস্থাগুলির স্টকের দরও পড়েছে।

বিশ্রামগঞ্জে বিপজ্জনক রাস্তা বন্ধ করতে গিয়ে স্থানীয়দের ক্ষোভের মুখে ফিরলেন রেলওয়ের কর্মকর্তারা

বিশ্রামগঞ্জ (ত্রিপুরা), ২৩ জুলাইঃ গ্রামের একটি রাস্তা বন্ধ করতে এসে এলাকাবাসীর ক্ষোভের মুখে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ এবং রেলওয়ে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে সিপাহিজলা জেলার বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত চেছুড়িমাই গ্রাম পঞ্চায়েতের বালুয়াছড়ি রেল সড়কে।জানা গিয়েছে, বালুয়াছড়ি রেল লাইনের সঙ্গেই রয়েছে গ্রামবাসীদের চলাচলের একটি রাস্তা। এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন কৃষ্ণসঙ্গ এবং বালুয়াছড়ি এলাকার শত শত মানুষ এবং কৃষক চলাফেরা করেন এবং মাঠে যায়। কৃষকরা চলাফেরা করে গ্রামীণ এই রাস্তাটি ধরে রেল লাইনের ওপর দিয়ে।হঠাৎ করে গত সোমবার দুপুরবেলা রেলওয়ে দফতরের সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার প্রবীর দাস রেলওয়ে পুলিশ এবং বিশ্রামগঞ্জ পিডব্লিউডি অফিসের জুনিযর ইঞ্জিনিযার কৌশিক দেব সহ ঘটনাস্থলে আসেন। রেলওয়ে দফতর মোটা মোটা পিলার বসিয়ে গ্রামীণ রাস্তাটি বন্ধ করার চেষ্টা করে।তাঁদের অভিযোগ, এভাবে রেল সড়কের ওপর দিয়ে চলাফেরা করা নিরাপদ নয়। এটা নিরাপদহীন ক্রসিং। জনজীবন রক্ষার জন্য গ্রামীণ এই মেঠো পথটিকে পিলার বসিয়ে বন্দ করে দেওয়া হবে। যাতে লোকজন রেল লাইনের ওপর দিয়ে. এভাবে বাইক গাড়ি এবং ছোট ছোট যানবাহন নিয়ে না যান। কারণ যে কোনও সময় বিপদ হতে পারে।রেলওয়ে পুলিশ এবং অফিসারদের দেখে গোটা গ্রামের মানুষ ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন এবং বাধা দেন যাতে পিলার বসিয়ে রাস্তাটি বন্ধ করে দেওয়া না হয়। কারণ রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন গ্রামের মানুষ চলাফেরা করেন। গ্রামের মানুষের বিকল্প আর কোনও রাস্তা নেই।দীর্ঘক্ষণ রেলওয়ে পুলিশ এবং রেলওয়ে দফতরের সঙ্গে চলে গ্রামবাসীদের তর্ক-বিতর্ক। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন গ্রামপ্রধান প্রদীপ দেবনাথ এবং বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ। প্রধান এসে রেলওয়ে আধিকারিকদের সঙ্গে কথা

দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে সংসদের মর্যাদাপূর্ণ মঞ্চকে কাজে লাগিয়ে জাতির প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই (পিআইবি)ঃ সংসদের বাজেট অধিবেশন শুরুর আগে গত সোমবার সকালে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী সংবাদ মাধ্যমের উদ্দেশে বক্তব্য রেখেছেন। স্তপ্রধানমন্ত্রী বলেন, দীর্ঘ ৬০ বছর পর কোনো সরকার টানা তৃতীয়বার ক্ষমতায় এলো। এ এক গর্বের বিষয়। তৃতীয় মেয়াদের সরকারের বাজেট পেশকে সমগ্র জাতি এক গৌরবজনক ঘটনা হিসেবে দেখছে। এই বাজেট অমৃতকালের এক মাইলফলক হয়ে উঠবে এবং সরকার যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তা পূরণে সহায়ক হবে। তিনি বলেন, এই বাজেট বর্তমান সরকারের আগামী ৫ বছরের দিক নির্দেশ করবে এবং ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারতের স্বপ্ন পূরণের মজবুত ভিত্তি হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, টানা তিন বছর প্রায় ৮ শতাংশ বিকাশ হার নিয়ে ভারত এখন বৃহ অর্থনীতিগুলির মধ্যে দ্রুততম বিকাশশীল হয়ে উঠেছে। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী, বিনিয়োগ ও ভালো ফলাফলের দরুণ এখানে এখন সবথেকে বেশি সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের মধ্যে যে লড়াইতে নেমেছিল, লোকসভা নির্বাচনের পর সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে তার সমাপ্তি ঘটেছে। এখন সব সাংসদের উচিত সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে একযোগে আগামী ৫ বছর দেশের জন্য লড়াই করা। আগামী সাড়ে ৪ বছর দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে সংসদের মর্যাদাপূর্ণ মঞ্চকে কাজে লাগিয়ে জাতির প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ হতে তিনি সব রাজনৈতিক দলের প্রতি আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আবার ২০২৯ সালের জানুয়ারি মাসে নির্বাচনী লড়াই শুরু হবে। তার আগে পর্যন্ত দেশকে, দেশের গরিব মানুষ, কৃষক, মহিলা ও যুব সম্প্রদায়কে সবার অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গঠনের সংকল্প পূরণে সর্বতো প্রয়াস চালানো হবে বলে তিনি জানান। স্তপ্রধানমন্ত্রী খেদ প্রকাশ করে বলেন, কিছু রাজনৈতিক দলের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য অনেক সাংসদ তাঁদের নির্বাচনী এলাকার সমস্যা এবং বিভিন্ন বিষয়ে নিজেদের মতামত তুলে ধরার সুযোগ পান না। সব সদস্যকে, বিশেষত প্রথমবার নির্বাচিত সদস্যদের বলার সুযোগ দিতে তিনি সব রাজনৈতিক দলের প্রতি অনুরোধ জানান। সংসদে নির্বাচিত সরকারের কাজকর্ম পণ্ড করা এবং প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে বাধা দানের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যে এর কোনো স্থান নেই। স্তদেশের মানুষ কোনো রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি সফল করতে নয়, দেশের সেবা করার জন্য তাঁদের নির্বাচিত করেছে বলে, প্রধানমন্ত্রী সাংসদদের স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি বলেন, এই সভা কোনো রাজনৈতিক দলের নয়, সমগ্র দেশের। সাংসদদের সেবা নয়, ১৪০ কোটি নাগরিকের সেবা করার জন্য এই সভা গঠিত হয়েছে। সব সাংসদ গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নেবেন বলে আশাপ্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োজন। বিরোধী মত মানেই তা খারাপ এমনটা নয়, কিন্তু নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী উন্নয়নের ব্যাঘাত ঘটায়। দেশের সাধারণ নাগরিকদের আশা-আকাঙ্খা ও স্বপ্ন পূরণে গণতন্ত্রের এই মন্দিরর কাজ করে চলবে বলে প্রধানমন্ত্রী দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।স্ত

বাজেট পেশের আগে অর্থমন্ত্রীর সাক্ষা রাষ্ট্রপতির সঙ্গে, নির্মলাকে দই-চিনি খাওয়ালেন মুর্মু

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই ঃ সোমবার থেকে সংসদে শুরু হয়েছে বাদল অধিবেশন। মঙ্গলবার সংসদে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। টানা সাত বার বাজেট পেশ করে মোরারজি দেশাইকে টপকে রেকর্ড গড়লেন নির্মলা। সংসদে বাজেট পেশের আগে এদিন সকালে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন অর্থমন্ত্রী।জানা গেছে, এদিন ২০২৪-২৫ এর বাজেট সংক্ষিপ্তভাবে রাষ্ট্রপতিকে পড়ে শোনান নির্মলা। এরপর রাষ্ট্রপতি নিজের হাতে অর্থমন্ত্রীকে দই-চিনি খাওয়ান। উল্লেখ্য, মনে করা হয়, যে কোনও শুভ কাজের আগে দই-চিনি খাইয়ে সৌভাগ্য কামনা করা হয়। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনকে তাঁর সপ্তমবারের জন্য বাজেট পেশের আগে দই-চিনি খাইয়ে শুভেচ্ছা জানালেন রাষ্ট্রপতি মুর্মু।

বিহার, ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গ দেশের পূর্ব দিকের উন্নয়নে নজর দেবে কেন্দ্রঃ নির্মলা সীতারমন

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই ঃ দেশের পূর্ব দিকের চার রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং বিহারের উন্নয়নে বিশেষ নজর দিচ্ছে কেন্দ্র। জানিয়ে দিলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা। এছাড়াও তিনি বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর ৫টি স্কিম এবং উদ্যোগের প্যাকেজ ঘোষণা করতে পেরে আমি আনন্দিত যে, ৫ বছরের মধ্যে ৪.১ কোটি যুবসমাজের জন্য কর্মসংস্থান, দক্ষতা এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধার জন্য ২ লক্ষ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় ব্যয় করা হবে। এই বছর আমরা শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং দক্ষতার জন্য ১.৪৮ লক্ষ কোটি টাকার ব্যবস্থা করেছি।তৃতীয় এনডিএ সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট মঙ্গলবার পেশ করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। লোকসভা নির্বাচনের কারণে চলতি বছর গোড়ায় নিয়মমাফিক পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করা সম্ভব হয়নি। তাই মঙ্গলবার পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করা হচ্ছে। নির্মলা সীতারমন বলেছেন, এই বছর কৃষি এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বরাদ্দ করা হযেছে ১.৫২ লক্ষ কোটি টাকা। নির্মলা আরও বলেছেন, দেশীয় প্রতিষ্ঠানে উচ্চশিক্ষার জন্য ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণের জন্য সরকার আর্থিক সহায়তা দেবে।

সংসদ চত্বরে বিক্ষোভ এএপি-র, কেন্দ্রীয় এজেন্সির অপব্যবহার নিয়ে সরব সঞ্জয়রা

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই ঃ ইডি ও সিবিআই-সহ কেন্দ্রীয় এজেন্সির অপব্যবহার ইস্যুতে মঙ্গলবার সকালে সংসদ চত্বরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন আম আদমি পার্টি (এএপি)-র সাংসদরা। কেন্দ্রীয় এজেন্সির অপব্যবহার ইস্যুতে কেন্দ্রকে একহাত নিয়ে সংসদ চত্বরে স্লোগান দিতে থাকেন এএপি সাংসদ সঞ্জয় সিং, রাঘব চাড্ডা, সন্দীপ পাঠক প্রমুখরা।বিভিন্ন ইস্যুতে কেন্দ্রের সমালোচনা করে এএপি সাংসদ সঞ্জয় সিং বলেছেন, গত ১০ বছরে কোটি কোটি ভারতীয় মুদ্রাস্ফীতিতে ভুগছে। কৃষকরা এখন দীর্ঘদিন ধরে এমএসপি দাবি করে আসছেন... এনডিএ জোট সঙ্গীরাও অগ্নিবীর প্রকল্প প্রত্যাহার করার দাবি করছেন। কর্মসংস্থান, এমএসপি এবং মুদ্রাস্ফীতি হবে প্রধান ক্ষেত্র, যেখানে মূল ফোকাস হবে... আমি এখনই দিল্লির বাজেট ফাঁস করতে পারি। গত ৯ বছর ধরে, দিল্লি ৩২৫ কোটি টাকার বেশি পায়নি, এর একমাত্র কারণ হল, দিল্লির জনগণ এএপি-কে নির্বাচিত করেছে।

চন্দ্রশেখর আজাদ ছিলেন নির্ভীক ও দেশের স্বাধীনতার লক্ষ্যে অবিচলঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই ঃ স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং বিপ্লবী চন্দ্রশেখর আজাদের জন্মজয়ন্তীতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। মঙ্গলবার এক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, চন্দ্রশেখর আজাদ ছিলেন নির্ভীক, সাহসী এবং দেশের স্বাধীনতার লক্ষ্যে অবিচল।প্রধানমন্ত্রী মোদী নিজের এক্স হ্যান্ডেলে আরও লিখেছেন, চন্দ্রশেখর আজাদের আদর্শ এবং চিন্তাভাবনা আজও কোটি কোটি দেশবাসী, বিশেষত যুব সম্প্রদায়কে অনুপ্রাণিত করে। মোদী জানান, চন্দ্রশেখরের আদর্শ ও চিন্তাভাবনা লক্ষ লক্ষ মানুষের, বিশেষ করে তরুণদের হৃদয় ও মনে অনুরণিত হতে থাকে।

প্যারিস অলিম্পিকঃবিখ্যাত ক্রীড়াবিদদের জন্য বিপুল অর্থ বিনিয়োগ ভারতের ক্রীড়া মন্ত্রকের

কলকাতা, ২৩ জুলাই ঃ ভারতীয় ক্রীড়া মন্ত্রক প্যারিস অলিম্পিকে অংশগ্রহণকারী বিখ্যাত ক্রীড়াবিদদের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছে। যারা দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অংশ নিয়েছেন।নীরজ চোপড়া - জ্যাভলিনঃনীরজ চোপড়া ভারতীয় অ্যাথলেটিক্সে এক উজ্জ্বল নাম।গত অলিম্পিকে তিনি ভারতকে সোনা এনে দিয়েছেন। এবারও তার উপর প্রত্যাশা অনেক। তাই কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রক তার উপর মোট ৫.৭২ কোটি টাকা তার উপর বিনিয়োগ করেছেন।সাত্বিকসাইরাজ র‍্যাঙ্কিরেড্ডি এবং চিরাগ শেঠি - ব্যাডমিন্টন পুরুষদের ডাবলসঃক্রীড়া মন্ত্রক তাদের জন্য ৫.৬২ কোটি টাকা বিনিযোগ করেছে।পিভি সিন্ধু - ব্যাডমিন্টনঃ পিভি সিন্ধু রিও ২০১৬ থেকে রৌপ্য এবং টোকিও ২০২০-এ ব্রোঞ্জ জিতেছেন। এবারও তার ওপর প্রত্যাশা অনেক। তার জন্য ক্রীড়া মন্ত্রক ৩.১৩ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে।ভারতীয় পুরুষ হকি দলঃটোকিওতে, ভারতীয় পুরুষ হকি দল ব্রোঞ্জ দিয়ে দেশের ৪১বছরের দীর্ঘ খরার অবসান ঘটিয়েছে। ক্রীড়া মন্ত্রক এই ইভেন্টের জন্য ৪১.৮১ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে।মীরাবাই চানু - ভারোত্তোলকঃটোকিওতে রৌপ্য জেতা মীরাবাঈ চানুর জন্য ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ২.৭৪ কোটি বিনিয়োগ করেছেন।মনু ভাকের - শুটিংঃমনু ভাকের প্যারিসে তার টোকিও বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে চাইবেন। যাতে তিনি এবার প্যারিসে ভালো কিছু করতে পারেন তার জন্য ক্রীড়া মন্ত্রক তার উপর ১.৬৮ কোটি বিনিয়োগ করেছে।সিফট কৌর সামরা - শুটিংঃতিনি হ্যাংজুতে ভারতের প্রথম ব্যক্তিগত শ্যুটিং এশিযাড সোনা জিতেছেন। তিনি প্যারিসে সেই ফর্মটি যাতে ধরে রাখতে পারেন তার জন্য ক্রীড়া মন্ত্রক থেকে ১.৬৩ কোটি বিনিযোগ করেছে।রোহন বোপান্না - টেনিসঃ এই টেনিস কিংবদন্তি প্যারিসে অ্যাকশনে ফিরবেন এই আশায় ক্রীড়া মন্ত্রক তার জন্য ১.৫৬ কোটি বিনিয়োগ করেছেন।মানিকা বাত্রা - টেবিল টেনিসঃ টিটি থেকে একটি পদক পেতে ক্রীড়া মন্ত্রক তার ওপর ১.৩০ কোটি বিনিযোগ করেছে।নিখাত জারিন এবং লভলিনা বড়গোহাইন - বক্সিংঃ জারিন ভালো পারফরমেন্স দেখিয়ে অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করছে। আর লভলিনার একটি অলিম্পিক ব্রোঞ্জ রয়েছে। ক্রীড়া মন্ত্রক জারিন এবং লভলিনার উপর যথাক্রমে ৯১.৭১ লক্ষ এবং ৮১.৭৬ লক্ষ বিনিয়োগ করেছে।ভিনেশ ফোগাট - কুস্তিঃএটি তার তৃতীয় অলিম্পিক হবে এবং তিনি ক্রীড়া মন্ত্রণালয় থেকে ৭০.৪৫ লাখ বিনিয়োগ পেয়েছেন ।অলিম্পিকে ইভেন্টগুলোতে সরকার কত খরচ করেছে-তীরন্দাজঃ ৩৯.১৮ কোটি টাকা।অ্যাথলেটিক্সঃ৯৬.০৮ কোটি।ব্যাডমিন্টনঃ ৭২.০৩ কোটি।বক্সিংঃ৬০.৯৩ কোটি।অশ্বারোহীঃ৯৫.৪২ লক্ষ।গলফঃ১.৭৪ কোটি।হকিঃ৪১.৪৩ কোটি।জুডোঃ৬.৩৩ কোটি।রোয়িংঃ৩.৯৪ কোটি।পালতোলাঃ৩.৭৮ কোটি।শুটিংঃ৬০.৪২ কোটি।সাঁতারঃ ৩.৯০ কোটি।টেবিল টেনিসঃ১২.৯২ কোটি।টেনিসঃ১.৬৭ কোটি।

হাই কোর্টে আইনজীবীদের কাজ বয়কটে থমকে গেল বহু শুনানি

কলকাতা, ২৩ জুলাই ঃ কাজের সূত্রে পুলিশফাঁড়িতে আসা কলকাতা হাই কোর্টের এক আইনজীবীকে ফাঁড়ির ভিতরেই মারধরের অভিযোগ উঠেছে এক পুলিশকর্তার বিরুদ্ধে।প্রতিবাদে সোমবার হাই কোর্টের কাজ বয়কট করেছেন বার অ্যাসোসিয়েশনের আইনজীবীরা। যার জেরে সোমবার, সপ্তাহের প্রথম দিনেই থমকে গেল হাই কোর্টে বহু গুরুত্বপূর্ণ মামলার শুনানি।ঘটনাটির কথা জানার পর এ নিয়ে সরব হয় হাই কোর্টের বার অ্যাসোসিয়েশন। গত সোমবার হাই কোর্টে একটি প্রস্তাব পাশ করে বার অ্যাসোসিয়েশন জানায়, ঘটনাটির প্রতিবাদে বারের কোনও আইনজীবী বিচার প্রক্রিয়ার অংশগ্রহণ করবেন না। অভিযুক্ত পুলিশ সাব ইনস্পেক্টরকে সাসপেণ্ড করে তাঁর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপের দাবিও তোলেন প্রতিবাদী আইনজীবীরা।বারের আইনজীবীরা আদালত বয়কট করায় হাই কোর্টের বেশ কয়েকটি এজলাসে বিচারের কাজ থমকে যায়। অনেক গুরুত্বপূর্ণ মামলা ডাকা হলেও শেষ পর্যন্ত আইনজীবীরা উপস্থিত না হওয়ায় না শুনেই উঠে যেতে বাধ্য হন বিচারপতিরা। এমনকি, নিয়োগ মামলায় পার্থ চট্টোপাধ্যায়, সুবীরেশ ভট্টাচার্য-সহ শিক্ষা দফতরের কয়েক জনের আধিকারিকের জামিনের মামলার শুনানিও সম্ভব হয়নি।

আবহাওয়া

দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আপাতত বৃষ্টিপাত চলবে, এমনই পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ২৫.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯৪ শতকরা এবং ৭৮ শতকরা। জোয়ার-সকাল ৭ টা ২৫ মিনিট এবং রাত ৮টা ২৫ মিনিট। ভাটা-বেলা ২টা ৫০ মিনিট এবং রাত ২ টা ২০ মিনিট। সূর্যঃউদয় হবে ৫টা ০৫ মিনিট এবং অস্ত যাবে ৬ টা ২১মিনিট।

রাশিফল

মেষরাশিঃ অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তিযোগ। কর্মপ্রার্থীদের নতুন কিছু করার সুযোগ আসবে। সন্তানের পড়াশোনায় পরিবর্তন যোগ লক্ষ্য করা যায়। বয়ঃসন্ধির কন্যাসন্তানের আচার-আচরণের দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখুন।।

বৃষ রাশিঃমরশুমি রোগ সম্পর্কে সচেতন থাকবেন। শিল্পসত্তার দক্ষতার কারণে প্রশংসিত হতে পারেন।

মিথুনঃদ্বিমুখী আয়ের সম্ভবনা। সন্তানের পরীক্ষায়- সাফল্যের জন্য দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। বাবা-মায়েরা সন্তানের প্রতি সচেতন হোন। জমিজমা ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য আরও উদ্যমী হতে হবে।

কর্কট রাশি ঃ কর্মক্ষেত্রে দায়-দায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে। কাজকর্মে ভাগ্যের আনুকূল্য পেতে পারেন।

সিংহ রাশিঃ রোজগার বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকবে। কর্মপ্রার্থীরা আয়ের নতুন উস পাবেন।

কন্যা রাশিঃ খেলাধুলায় সন্তানের অসামান্য সাফল্যের জন্য নামী কোম্পানিতে চাকরি হতে পারে। ঋণ পরিশোধের ফলে সঞ্চয়ে ব্যাঘাত ঘটতে পারে।

তুলারাশিঃ কর্মজীবনে সাফল্য। পৈত্রিক সম্পত্তি নিয়ে আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে মনোমালিন্যে সম্পর্কে অবনতি।

বৃশ্চিক রাশি ঃ অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে মানসিক চাঞ্চল্য বৃদ্ধি পাবে। স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য অর্থ খরচ হতে পারে।

ধনু রাশি ঃ নতুন কর্মপ্রার্থীরা সপ্তাহের প্রথমে ভালো খবর পাবেন। শ্বশুরকুল থেকে হঠাৎ কোনও সম্পত্তি হাতে আসতে পারে।

মকর রাশিঃ পারিবারিক পরিস্থিতি প্রতিকূল হলেও নিজের বুদ্ধিবলে পরিস্থিতি নিজের আয়ত্তে আনতে পারবেন।মহিলাদের এই সময় চাকরিতে উন্নতির যোগ লক্ষ্য করা যায়। বিবাহের যোগ হতে পারে।

কুম্ভ রাশি ঃদীর্ঘদিনের কোনও বিশেষ স্বপ্ন সপ্তাহের অদ্যভাগে পূরণ হতে পারে। কর্মপ্রার্থীরা নতুন উদ্যম নিয়ে কর্মের চেষ্টা করুন। নিজের আয় অনুযায়ী খরচ করার চেষ্টা করুন। পুরনো বন্ধুর সঙ্গে আবার নতুনভাবে যোগাযোগ সৃষ্টি হবে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করুন।

মীন রাশিঃ উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে চলবে। অপব্যয় ও অপচয় কমিয়ে সঞ্চয়ের দিকে নজর দিন। সন্তানদের কর্মসূত্রে বিদেশে যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। ব্যবসায়ীদের স্বামী-স্ত্রীর যৌথ প্রচেষ্টায় ব্যবসায় উন্নতির যোগ। সন্তান-স্থান শুভ। আজ কোনও সুসংবাদ পাওয়ার জন্য মন চঞ্চল থাকবে।কর্মে একটু জটিলতা থাকলেও সফল হবেন।

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে দার্জিলিং ও পুরী যাওয়ার রেল টিকিটের চাহিদা তুঙ্গে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ জুলাই ঃ ভ্রমণ পিপাসু বাঙালির বেড়াতে যাওয়ার সেরা পছ ঃদ রেলগাড়ি। রেলগাড়িতে ভ্রমণ করলে একদিকে যেমন আর্থিক সাশ্রয় হয়. তেমনি যাত্রাও হয়. উপভোগ্য। যেকোনো রকম ছুটির মরসুম এলেই বাঙালির বেড়াতে যাওয়ার সেরা পছঃদের স্থান দার্জিলিং এবং পুরী। পুরী এমন এক পর্যটন স্থল যেখানে একদিকে যেমন সমুদ্রের গর্জন উপভোগ করা যায় তেমনই জগন্নাথ মঃিদর দর্শন করা যায়। অপরদিকে দার্জিলিংয়ে হিমালয়ের সৌঃদর্য অবলোকন করা যায়। তাই কোন ছুটির মরসুম এলেই দার্জিলিং ও পুরীগামী ট্রেনগুলোতে অসম্ভব ভী। চোখে পড়ো। কিছুদিনের মধ্যেই সামনেই আসছে ১৫ ই আগস্ট এক দিন অতিরিক্ত ১৬ ই আগস্ট ছুটি নিলে সপ্তাহে শেষে চার দিন ছুটি পেয়ে. যাচ্ছে, সেই সুযোগ বাঙালিরা ছাড়ে না। তারই প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে ট্রেন গুলির অপেক্ষমান তালিকা দেখে। ১২৩৪৩ শিয়ালদহ - নিউ জলপাইগুড়ি দার্জিলিং মেল ১৪.০৮.২০২৪ তারিখে স্লিপার ক্লাসে ১০০ এর উপর ওয়েটিং লিস্ট রয়েছে এবং ৩এক্স-তে ওয়েটিং লিস্ট ১০০ পৌ।ায়েছে। তেমনিভাবে ১২৩৭৭ পদাতিক এক্সপ্রেসে ১৪.০৮.২০২৭ তারিখে স্লিপার ক্লাসে ওয়েটিং লিস্ট ১০০ রয়েছে এবং ৩এক্স-তে ৫২ রয়েছে। ২২২০১ শিয়ালদহ - পুরী দুরন্ত এক্সপ্রেসে ১৪.০৮.২০২৪ তারিখে স্লিপার ক্লাসে ওয়েটিং লিস্ট ১২৩ রয়েছে। এছা।াও ১২০৪১ হাওড়া - নিউ জলপাইগুড়ি শতাব্দী এক্সপ্রেস-এর ভিস্টা ডোম কোচে ১৩.০৮.২০২৪, ১৪.০৮.২০২৪ এবং ১৫.০৮.২০২৪ তারিখে এখনও কিছু সিট উপলব্ধ আছে যে সমস্ত যাত্রীরা বর্ষণ মুখর প্রকৃতিকে উপভোগ করতে করতে হিমালযের কোলে যেতে চান তারা সত্বর টিকিট বুক করুন।

পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক, শ্রী কৌশিক মিত্র বলেন, যারা এই ছুটির দিনগুলিতে ট্রেনে চা। ভ্রমণ করতে ইচ্ছুক, তাঁরা যেন সঠিক সময়ে টিকিট বুক করে নির্ঝঞ্ঝাট ভ্রমণ উপভোগ করেন।

আনন্দপুরের ধৃত বাংলাদেশিদের জঙ্গি যোগ নিয়ে তুঙ্গে জল্পনা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ জুলাই ঃ বাংলাদেশের উত্তাল পরিস্থিতির মধ্যেই গতকালই খাস কলকাতা থেকে গ্রেপ্তার হয়েছিল তিন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী। আর তাদের জেরা করে একাধিক সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছেন তদন্তকারীরা। এরা জামাত-উল-মুজাহিদিন বা অন্য কোনও জঙ্গি সংগঠনের সদস্য বলে সন্দেহ পুলিশের। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, বাংলাদেশের উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যেই কলকাতায় পালিয়ে এসেছিল তারা। কলকাতার অদূরে নরেন্দ্রপুরে ডেরা বেঁধেছিল তারা। বাইপাস হয়ে গাড়ি করেই যাতায়াত করত বিভিন্ন জায়গায়। এই খবর পাবার পরেই জিজ্ঞাসাবাদ করার সময়েই সন্দেহভাজন ৪জনকে গ্রেপ্তার করে আনন্দপুর থানার পুলিশ। তাদের মধ্যে তিনজনই অনুপ্রবেশকারী।

ধৃতদের জেরা করে পুলিশ প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছে, তিনজনের মধ্যে এক বাংলাদেশি গত সাত বছর ধরে ভুয়ো পরিচয়ে নদিয়া জেলায় রয়েছে। সাম্প্রতিক উত্তপ্ত পরিস্থিতির মাঝে চোরাপথে সীমান্ত পেরিয়ে নদিয়া জেলা হয়ে এ রাজ্যে ঢুকেছে আরও দুই বাংলাদেশি। এদের সঙ্গে জামাত-উল-মুজাহিদিন বা

অন্য কোনও জঙ্গি সংগঠনের সদস্যদের কোনও যোগাযোগ আছে কিনা তা নিয়ে পুলিশ তদন্ত করে দেখছে। এর আগেও আনন্দপুরে বাংলাদেশিদের চাকরি দেওয়ার নামে ভুয়া পরিচয়পত্র তৈরির একটি চক্র ধরা পড়েছিল। ফলে চাকরি দেওয়ার নাম করে চক্রটি দুই বাংলাদেশি যুবককে কলকাতায় নিয়ে এসেছে কি না, সেই প্রশ্নও উঠছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতরা বাংলাদেশের রাজবাড়ি জেলার পানসা থানা এলাকার কসবা মাজার গ্রামের মিজান শেখ, ওই এলাকারই কলি মোহর গ্রামের রুবেল শেখ, নদিয়ার নাকাশিপাড়ার সবুজ কুণ্ডু ও বাংলাদেশের পাবনা জেলার হেমাইতপুরের রাহুল শেখ। ২০১৭ সালে রাহুল চোরাপথে সীমান্ত পেরিয়ে নদিয়ায় এসে নাকাশিপাড়ায় থাকতে শুরু করে। ভুয়ো পরিচয়পত্রও তৈরি করে সে। এর পর রাহুল বাংলাদেশি যুবকদের চাকরি দেওয়ার নাম করে পাচার করে নিয়ে আসত বলে সন্দেহ পুলিশের বলে জানা গিয়েছে।

কেন্দ্রীয় বাজেট-কে কটাক্ষ কল্যাণের, বললেন এটা কুর্সি বাঁচাও বাজেট

নয়াদিল্লি, কলকাতা, ২৩ জুলাই ঃ কেঃদ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের বাজেটকে কটাক্ষ করলেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কল্যাণ কটাক্ষ করে বলেছেন, এটা কুর্সি বাঁচাও বাজেট। অন্ধ্রপ্রদেশ এবং বিহারের উন্নয়নে দরাজ কেন্দ্র, এনডিএ সরকারের এই বাজেটকেই কটাক্ষ করেছেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিহারের বিভিন্ন সড়ক প্রকল্পের জন্য ২৬ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের ঘোষণা করেছেন নির্মলা। বিশেষ আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশকে। চলতি অর্থবর্ষে অতিরিক্ত ১৫ হাজার কোটি টাকা পাবে অন্ধ্র। মূলত অমরাবতীতে নতুন রাজধানী নির্মাণের জন্য এই টাকা দেওয়া হচ্ছে বলে জানান নির্মলা। প্রসঙ্গত, বিহারের জেডিইউ এবং অন্ধ্রের টিডিপি মোদী সরকারের গুরুত্বপূর্ণ শরিক দল। আর তাই নিয়েই কটাক্ষ করে কল্যাণ বলেছেন, এটা তো কুর্সি বাঁচাও বাজেট।

আলুর মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে বেচারাম মান্নাকে নতুন দায়িত্ব

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ জুলাই ঃ আলুর দাম লাগাম ছাড়া। অবিলম্বে তা আয়ত্তে আনা দরকার। মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ ও রাজ্যের অভ্যন্তরে চাহিদা মেটাতে মন্ত্রী বেচারাম মান্নাকে এ বিষয়ে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতি সামাল দিতে পৃথক ও স্বতন্ত্র এক সংগঠন গড়তে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে যে সংগঠন রয়েছে মূল্যবৃদ্ধির উপর কোনও তার নিয়ন্ত্রণ নেই। যদিও ভিন রাজ্যে আলু পাঠানো অব্যাহত রয়েছে। আগে এ রাজ্যের পর্যাপ্ত চাহিদা মেটাতে হবে। দাম কমানোর চেষ্টা করতে হবে। খোলা বাজারে সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যেই আলুর দাম রাখা উচিত। এ রাজ্য আলু উৎপাদনে স্বয়ং সম্পূর্ণ। কাজেই সমস্যা নেই। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধানসভার বাদল অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে এদিন বিধানসভায় রয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠক। এর ফাঁকে এই বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

যাত্রীদের শর্ত সাপেক্ষে অর্থ ফেরত দেওয়া হবে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ জুলাই ঃ বাংলাদেশ রেলওয়ে থেকে প্রাপ্ত বার্তার অনুযায়ী, ১৩১১০ ঢাকা-কলকাতা মৈত্রী এক্সপ্রেস কলকাতায় ২৪.০৭.২০২৪ তারিখে পৌঁছানোর কথা ছিল এবং ১৩১০৮ কলকাতা-ঢাকা মৈত্রী এক্সপ্রেস ২৪.০৭.২০২৪ তারিখে কলকাতা থেকে ছাড়ার কথা ছিল, সেটি বাতিল থাকবে। বাংলাদেশ রেলওয়ের বার্তা অনুযায়ী, ১৯ শে জুলাই ২০২৪ (রবিবার ব্যতীত) থেকে ২৪ শে জুলাই ২০২৪ পর্যন্ত মৈত্রী এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে। নিম্নোক্ত শর্তাবলী সাপেক্ষে বাতিল ট্রেনের ভাড়ার সম্পূর্ণ অর্থ ফেরত দেওয়া হবে

১. কলকাতা শহরের সংশ্লিষ্ট টিকিট কাউন্টার থেকে কেনা টিকিটের সম্পূর্ণ অর্থ ফেরত শুধুমাত্র কলকাতার বিশেষ টিকিট কাউন্টার গুলিতেই প্রদান করা হবে। ২. হারানোমিসপ্লেসড টিকিটের কোনো ফেরত দেওয়া হবে না। ৩. বিদেশি পর্যটকদের কাউন্টারে পিআরএসের কার্যক্রমের সময়ের মধ্যেই টিকিটের সম্পূর্ণ অর্থ ফেরত দেওয়া হবে। টিডিআর ইস্যু করা হবে না। যাত্রীদের অসুবিধার জন্য গভীরভাবে দুঃখিত।

পান্ডুয়ায় স্কুল চলাকালীন ছাত্রীদের মাথার উপর ভেঙে পড়ল পাখা

দুরন্ত বার্তা, পাণ্ডুয়া, ২৩ জুলাই ঃ পান্ডুয়া রাধারানি গার্লস হাইস্কুলে স্কুল আচমকাই ছাত্রীদের মাথার উপর ভেঙে পড়ল পাখা। ঘটনায় আহত চার ছাত্রী। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার। এ প্রসঙ্গে স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতি অসিত চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য অনুযায়ী, টিফিনের সময় ক্লাসরুমে বসে টিফিন করছিল ছাত্রীরা। হঠাৎই একটি পাখা মাথার উপর ভেঙে পড়ে। আহত হয় চার ছাত্রী। তড়িঘড়ি তাদেরকে পান্ডুয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা হয়। দু'জনকে আবার সেখান থেকে স্ক্যান করানোর জন্য চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

রিজেন্ট পার্কে উদ্ধার মহিলার বস্তাবন্দি দেহ, তীব্র চাঞ্চল্য এলাকায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ জুলাই ঃ ফের খাস কলকাতায় মহিলার বস্তাবন্দী দেহ উদ্ধার। রিজেঃট পার্ক এলাকার শান্তিনগর খালের ব্রিজের নিচে একটি বস্তা দেখতে পারেন স্থানীয়রা। তা খুলতেই এক মহিলার দেহ উদ্ধার হয়। দেহ উদ্ধার ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য এলাকায়। খবর দেওয়া হয়েছে পুলিশে। মহিলার দেহ এখনও শনাক্ত করা যায়নি। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আজ মঙ্গলবার দুপুর তিনটের দিকে রিজেন্ট পার্ক এলাকার খালে সাদা রংয়ের বস্তা ভেসে আসতে দেখেন স্থানীয়রা। তাঁদের সন্দেহ হতেই খবর দেন পুলিশে। পুলিশ এসে বস্তাটি উদ্ধারের জন্য খবর দেয় বির্পযয় মোকাবিলা দলকে খবর দেয়। তারা বস্তাটিকে পাড়ে নিয়ে এসে খুলতেই মহিলার দেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতদেহের পরনে রয়েছে কমলা রংয়ের জামা ও কালো প্যান্ট। মহিলার হাতে ও পায়ে নেইল পলিশ রয়েছে। আনুমানিক বয়স ৩০-এর কাছাকাছি। এমআর বাঙ্গুর হাসপাতালে দেহ পাঠানো হয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

চতিয়ায় পুলিশের অভিযানে সাতটি ছাগল সহ ধৃত কুখ্যাত চোর

নগাঁও (অসম), ২৩ জুলাই ঃ বেশ কিছুদিন ধরে চতিয়ার বিভিন্ন এলাকায় গরু-ছাগল চুরির হিড়িক পড়েছে। গৃহপালিত পশু চোরেরা সাধারণ নাগরিকদের নিদ্রা হরণ করে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে। কখনও পথপার্শ্ব অথবা কখনও গৃহস্থ-বাড়ির গোয়াল ঘর থেকে চুরি হয়ে যাচ্ছে গরু ও ছাগল। এ ধরনের বহু অভিযোগ পেয়ে চতিয়া পুলিশ কোমর বেঁধে গরু-ছাগল চোরের বিরুদ্ধে তীব্র অভিযান চালায়। ওই সব অভিযানে বিলাসবহুল দামি গাড়ি সহ পুলিশ গ্রেফতার করেছে। কিন্তু হলে কী, পুলিশকে একপ্রকার চেলেঞ্জ করে চতিয়ায় সমানে চলছে গরু-ছাগল চুরি। এরই মধ্যে গোপন এক তথ্যের ভিত্তিতে সোমবার গভীর রাতে চতিয়া পুলিশ হোকাজান গ্রামে হানা দেয়। হানা দিয়ে পুতুল আলি নামের একজনের ঘর থেকে চুরির সাতটি ছাগল উদ্ধার করে পুলিশ। সেই সঙ্গে চোর পুতুল আলিকে গ্রেফতার করে পুলিশ থানায় নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়েছে।

ডোমজুড়ের ডাকাতি কাণ্ডে ধৃতদের তোলা হলো হাওড়া আদালতে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৩ জুলাই ঃ ডোমজুড়ে সোনার দোকানে ভয়াবহ ডাকাতি-কাণ্ডে বিহার থেকে ট্রানজিট রিমান্ডে মঙ্গলবার হাওড়া আদালতে তোলা হলো ধৃত মণীশ মাহাতো ওরফে 'মানিয়া' এবং বিকাশ ঝা'কে। গত ১১ই জুন হাওড়ার ডোমজুড়ে সোনার দোকানে দুঃসাহসিক ডাকাতির তদন্তে নেমে হাওড়া সিটি পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ এবং বিহার এসটিএফ এক মহিলা সহ মোট ৫ জনকে গ্রেফতার করে। মঙ্গলবার দুপুরে হাওড়া আদালতে মণীশ মাহাতো এবং বিকাশ ঝা'কে তোলা হয়। পুলিশ সূত্রের খবর, বিহারের সাহারসা'র বিচারবিভাগীয় হেফাজত থেকে এদিন এদের হাওড়ার মুখ্য বিচারবিভাগীয় আদালতে পেশ করা হয়। আদালত ধৃতদের বিরুদ্ধে ১০ দিনের জেল হেফাজতের আদেশ দিয়েছে। প্রসঙ্গত, গত ১১ই জুন দুপুরে ডোমজুড়ে সোনার দোকানে দুঃসাহসিক ডাকাতি হয়। অস্ত্র নিয়ে দুষ্কৃতীরা শো-রুমের ভিতরে ঢুকে প্রায় দেড় কেজির মতো সোনার গয়না নিয়ে চম্পট দেয়। তদন্তে নেমে হাওড়া সিটি পুলিশ জানতে পারে অভিযুক্তরা বিহারের বাসিন্দা। সেই অনুযায়ী হাওড়া সিটি পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ এবং বিহার এসটিএফ যৌথভাবে বিহারের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালায় এবং সেখান থেকে এক মহিলা সহ মোট ৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃত বিকাশ এবং মণীশ বিহারের সারসার বিচার বিভাগীয় হেফাজতে ছিল। সেখান থেকে ট্রানজিট রিমান্ডে হাওড়া জেলা আদালতে নিয়ে আসা হয়।

বৃষ্টি সত্ত্বেও তাপমাত্রায় হেরফের নেই, দক্ষিণবঙ্গে ঘাটতিও মিটছেই না

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ জুলাই ঃ নিম্নচাপ ও ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে বিগত বেশ কিছু দিন ধরে বৃষ্টিতে ভিজছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা। মঙ্গলবার সকালেও বৃষ্টি হয়েছে। এই বৃষ্টিপাত চলবে আগামী দুই-তিন দিনও। তবে, বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও তাপমাত্রায় উল্লেখযোগ্য হেরফের হচ্ছে না কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। বৃষ্টির ঘাটতিও মেটেনি দক্ষিণবঙ্গে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী কিছু দিন হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিই হবে। বৃষ্টি হবে মহানগরী কলকাতাতেও। তবে, তাপমাত্রায় খুব একটা পরিবর্তন হবে না। মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৩ ডিগ্রি বেশি।

আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, দক্ষিণবঙ্গে এখনও বৃষ্টির ঘাটতি রয়েছে প্রায় ৪৯ শতাংশ। ২৩ জুলাই পর্যন্ত মস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির ক্ষেত্রেও আগামী কিছু দিন হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতই হবে।

লেনিনগড় শিক্ষা নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণ উৎসব

দুরন্ত বার্তা, নববারাকপুর, ২৩ জুলাই ঃ বাড়ছে দূষণ। প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় ও পরিবেশ সুরক্ষায় বৃক্ষরোপণ একান্ত জরুরী। ব্যারাকপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে মঙ্গলবার সকালে লেনিনগড় শিক্ষা নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ফুল ও ফলের চারাগাছ রোপন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ব্যারাকপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রবীর রাজবংশী, বিলকান্দা ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান অঞ্জলি দেউরি, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক স্বপন কুমার রায় সহ শিক্ষক শিক্ষিকা শিক্ষানুরাগী, বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা এবং পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রবীর রাজবংশী বলেন গত সোমবার মুড়াগাছা বিডিও অফিসে বৃক্ষরোপণ উসবের শুভ সূচনা করেছেন রাজ্যের কৃষি ও পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। আজ দ্বিতীয় দিনে লেনিনগড় শিক্ষা নিকেতন হাই স্কুলের বিদ্যালয়ের

প্রধান শিক্ষক সহ পড়ুয়াদের সাথে নিয়ে দেবদারু মেহগনি জাম আম লিচু সহ বিভিন্ন চারাগাছ রোপন করা হল। লক্ষ ব্যারাকপুর২ পঞ্চায়েত সমিতির ছয় টি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন প্রাক প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ে দু হাজার চারাগাছ রোপন। সেই লক্ষ্যমাত্রা পূরণে লেনিনগড় শিক্ষা নিকেতন হাই স্কুলে কিছু চারাগাছ রোপন করা হল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রকল্প বৃক্ষরোপণ উৎসব। বিধায়ক ও মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক নির্দেশে পঞ্চায়েত সমিতির অধীনে বিভিন্ন বিদ্যালয় গুলিতে শুরু হয়েছে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি। ছাত্র ছাত্রী ভালো থাকবে। সুস্থ থাকবেন। পুকুর বা জলাশয় ভরাট নয়। গাছ লাগানো আশু প্রয়োজন ও দায়িত্ব। সবুজায়নে ও পরিবেশ সুরক্ষায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি। পরিবেশ সচেতনতা মূলক অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের উপস্থিতি ছিল বেশ ভালো।

ইউপিআই পেমেন্ট ভিত্তিক টিকিটিং সিস্টেম অরেঞ্জ লাইনের সমস্ত স্টেশনে চালু করা হয়েছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ জুলাই ঃ সমস্ত মেট্রো যাত্রীদের জন্য আরেকটি সুখবর! গ্রীন লাইন-১, গ্রীন লাইন-২ এবং ব্লু লাইনের পর এখন অরেঞ্জ লাইনের সমস্ত স্টেশনে অর্থাৎ কবি সুভাষ থেকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় স্টেশনে ইউপিআই পেমেন্ট ভিত্তিক টিকিট সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এই সুবিধাটি আজ থেকে অর্থাৎ ২৩.০৭.২০২৪ থেকে অরেঞ্জ লাইনে উপলব্ধ করা হয়েছে। কবি সুভাষ থেকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় স্টেশন পর্যন্ত অরেঞ্জ লাইনের প্রতিটি স্টেশনের সমস্ত টিকিট বুকিং কাউন্টার এখন ইউপিআই পেমেন্ট ভিত্তিক টিকিট সিস্টেমের সাথে সক্ষম। ফলস্বরূপ, যাত্রীদের এই প্রসারিত ভ্রমণের জন্য মুদ্রা নোট এবং কয়েনে সঠিক ভাড়া টেন্ডার করতে হবে না। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া এবং সেন্টার ফর রেলওয়ে ইনফরমেশন সিস্টেমস এর সহায়তায় মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ এই ইউনিফাইড পেমেন্ট ইন্টারফেস ভিত্তিক টিকিট সিস্টেম চালু করেছে। এই সুবিধাটি পাওয়ার জন্য, যাত্রীদের গন্তব্য স্টেশনের নাম বলতে হবে এবং টিকিট কাউন্টারে ডুয়াল ডিসপ্লে বোর্ডে প্রদর্শিত কিউ আর কোডটি স্ক্যান করতে হবে এবং তাদের স্মার্ট ফোন থেকে যেকোনো ইউপিআই অ্যাপের সাহায্যে অর্থপ্রদান করতে হবে। পেমেন্ট পাওয়ার পর, টোকেন জারি করা হবে এবং যাত্রীরা তা দিয়ে যাতায়াত করতে পারবে। যাত্রীরা এই সিস্টেমের সাহায্যে তাদের স্মার্ট কার্ড ক্রয় এবং রিচার্জ করতে সক্ষম হবে। মেট্রো কর্তৃপক্ষের এই নতুন পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন যাত্রীরা। এই নতুন ইউপিআই পেমেন্ট ভিত্তিক টিকিট সিস্টেম সম্পর্কে যাত্রীদের প্রতিক্রিয়া আজ খুব উৎসাহজনক হয়েছে।

করিমগঞ্জের নিলামবাজারে হোন্ডাই-অটো সংঘর্ষ, শিশু-মহিলা সহ মৃত্যু ছয়জনের

পাথারকান্দি, ২৩ জুলাই ঃ করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত নিলামবাজার থানাধীন বেড়াজাল এলাকায় চার চাকার হোন্ডাই এবং একটি যাত্রীবাহী অটো রিকশার সংঘর্ষে এক শিশু, তিন মহিলা সহ পাথারকান্দির ছয় বাসিন্দার মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। মর্মান্তিক এ ঘটনায় পাথারকান্দিতে শোকে বন্যা বইছে। ঘটনা আজ মঙ্গলবার দুপুরের দিকে করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত নিলামবাজার থানা এলাকার বেড়াজালে ৮ নম্বর জাতীয় সংঘটিত হয়েছে। নিহতদের মধ্যে অটো চালক সহ পাঁচ জনের বাড়ি পাথারকান্দির চাঁদখিরা এবং একজনের আসিমগঞ্জে। আজ দুপুরে চাঁদখিরার বাসিন্দা জনৈক গুলজার হোসেন স্থানীয় অটো চালক রুহুল আলমের অটোয় করে মা, শাশুড়ি, স্ত্রী বেদনা বেগম এবং তিন বছরের শিশুপুত্রকে নিয়ে ডাক্তার দেখাতে করিমগঞ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিলেন। শাশুড়ি তাঁর আসিমগঞ্জের কেউটি গ্রামের বাড়ি থেকে এসে গত কয়েকদিন ধরে চাঁদখিরায় মেয়ের বাড়িতে ছিলেন। যাত্রীবাহী অটো রিকশাটি নিলামবাজারের বেড়াজাল এলাকায় পেড়ছে। তখন বিপরীত দিক থেকে আগত দুরন্ত একটি হোন্ডাই কার তাঁদের অটো রিকশায় অতর্কিতে ধাক্কা দিলে ভয়ংকর এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। প্রচণ্ড ধাক্কায় অটো রিকশাটি দুমড়ে-মুচড়ে পাল্টি খেয়ে সড়কের পাশে খালে গিয়ে পড়ে। খালে পড়ে হোন্ডাইও। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই চারজনের অকালমৃত্যু ঘটে। অন্য দুই আহতকে করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু শেষে তাঁরাও মৃত্যুবরণ করেন। এদিকে দুর্ঘটনার পর স্থানীয় জনতা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে শুরু করেন।

পরিস্থিতি সামলাতে করিমগঞ্জের জেলাশাসক মৃদুলকুমার যাদব ঘটনাস্থলে গিয়ে উত্তেজিত জনগণকে বুঝিয়ে মৃতের পরিবারবর্গকে সরকারি সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দেন। জেলাশাসকের আশ্বাস পেয়ে প্রায় তিন ঘণ্টা পর সড়ক অবরোধ মুক্ত হয়। নিলামবাজার থানার পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত দুটি গাড়িকে নিজেদের জিম্মায় নিয়েছে। এদিকে ছয়টি মৃতদেহের ময়না তদন্ত করতে করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। হৃদয়বিদারক ঘটনায় ছাত্র সংগঠন আমসা-র কর্মকর্তারা গভীর শোক প্রকাশ করে নিহতদের আত্মার সদগতি কামনার পাশাপাশি সহ মৃতদের পরিবারকে সরকারি সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করতে স্থানীয় সার্কল অফিসার এবং করিমগঞ্জের জেলাশাসকের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

চোর সন্দেহে মহিলাকে গাছে বেঁধে হেনস্থার ঘটনায় চাঞ্চল্য তারকেশ্বরে

দুরন্ত বার্তা, তারকেশ্বর, ২৩ জুলাই ঃ হুগলির তারকেশ্বরে চোর সন্দেহে এক মহিলাকে গাছে বেঁধে রেখে হেনস্থার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল । পুলিশে খবর না দিয়ে গ্রামবাসীরাই চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধারে মহিলার হাত বেঁধে টোটোতে চাপিয়ে গোটা গ্রামে ঘোরায়। অভিযোগ, পরে গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয় ওই মহিলাকে। এদিকে বিগত কয়েকদিনে লাগাতার এই ধরনের ঘটনা বেড়ে যাওয়ার কারণে কপালে চিন্তার ভাঁজ চওড়া হয়েছিল হুগলি গ্রামীণ পুলিশের। আইন নিজের হাতে তুলে না নেওয়ার আবেদন জানিয়ে, সন্দেহভাজন ব্যক্তির দেখা মিললে পুলিশে খবর দেওয়ার কথা জানিয়ে চলে প্রচার। থানার ফোন নম্বর পোস্টারিং করেও সচেতনতা মূলক প্রচার করেছিল হুগলি গ্রামীণ পুলিশ। তারপরেও যে মানুষের হুঁশ ফিরছে না, এ ঘটনাই তার প্রমাণ বলে মানছেন সকলেই। চিন্তায় পুলিশও। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন বেলায় এক মহিলা তার সঙ্গে থাকা এক নাবালককে নিয়ে ভিক্ষা করছিল। গ্রামবাসীদের একাংশের দাবি, চাঁদুর এলাকার ভাণ্ডারী পাড়ায় এক ফাঁকা বাড়িতে ঢুকে টাকা-পয়সা চুরি করে চম্পট দেয় ওই মহিলা। মুহূর্তেই ঘটনার কথা রটে যায় গ্রামে। মহিলার খোঁজাখুঁজি শুরু করে দেন গ্রামবাসীরা। অবশেষে তারকেশ্বরের চাউলপট্টি এলাকায় ওই মহিলাকে ধরে ফেলেন কিছু লোকজন। দুটো হাত বেঁধে টোটোয় চাপিয়ে গ্রামে নিয়ে আসা হয়। বেঁধে রাখা হয় গাছে। ঘটনার কথা জানতে পেরে পুলিশে খবর দেন স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান রাজকুমার সাঁতরা। প্রায় ঘণ্টাখানেক পর আসে পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে মহিলাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় তারকেশ্বর থানায়।

সুন্দরবনের মৈপীঠের নদী লাগোয়া এলাকা এখনো বিদ্যুৎ হীন থাকায় আতঙ্কে বাসিন্দারা

দুরন্ত বার্তা,কুলতলি, ২৩ জুলাই ঃ সুন্দরবনের জঙ্গল লাগোয়া কুলতলি বিধানসভার মৈপীঠ কোস্টাল থানা এলাকার গুড়গুড়িয়া ভুবনেশ্বরী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিদ্যুৎ এর সমস্যায় নদী কূলের মানুষেরা। বিষয়টি দেখার আশ্বাস প্রশাসনের। সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ জঙ্গল থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে থাকা গ্রামের রাস্তা এখনো বিদ্যুৎহীন। যেখানে রাজ্য বিদ্যুৎ দফতর গ্রামে গ্রামে বিদ্যুতায়নের ব্যবস্থা করেছে সেখানে সুন্দরবনের নদী লাগোয়া এলাকার মানুষ আজও বঞ্চিত। এই সব এলাকার বাসিন্দাদের প্রতি পদে বাঘের আতঙ্ক তাড়া করে। যে কোন মূহুর্তে জঙ্গলের বাঘ গ্রামে ঢুকে পড়তে পারে। নদী তীরবর্তী এই সব গ্রামের রাস্তাতে বিদ্যুতের খুঁটি থাকলে ও আলো জ্বলে না বলে অভিযোগ। ফলে সন্ধ্যা নামতেই গোটা গ্রাম চলে যায় অন্ধকারের আড়ালে। রাস্তায় বেরনো দায় হয়ে দাঁড়ায় তাদের। আর সন্ধ্যা নামলে গ্রামবাসীদের গ্রাস করে থাকে বাঘের আতঙ্ক । সূর্য ডোবার পর জঙ্গল ঘন অন্ধকারে ঢেকে যায়। গ্রামও ডুবে থাকে নিকষ আঁধারে। সেই অন্ধকারের সুযোগই নেয় বাঘ। তবে অবস্থা শোচনীয় হলেও সমাধান অধরা। গুড়গুড়িয়া ভূবনেশ্বরী পঞ্চায়েত সূত্রে জানা গেল, 'আলো

বসানোর পর বিদ্যুতের বিল মেটানো খুব ব্যয় সাধ্য। পঞ্চায়েতের পক্ষে তা সম্ভব নয়। আমরা বিকল্প হিসাবে সৌর বিদ্যুতের কথা ভাবছি। দঃ ২৪ পরগনা বিদুবণ্টন সংস্থার এক আধিকারিক বলেন, পঞ্চায়েত থেকেই আলোর ব্যবস্থা করা উচিত। মৈপীঠের কোনও পঞ্চায়েতই এই বিষয়ে বিদ্যুৎ দফতরের কাছে আবেদন করেনি। মৈপীঠের পেটকুলচাঁদ ব্রিজ সংলগ্ন পূর্ব গুড়গুড়িয়া গ্রাম। আর এই গ্রামেতে ও মাঝে মধ্যে বাঘের পায়ের ছাপ দেখা যায়। এর জন্য মাঝে মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। আর এই বাঁধের রাস্তা থেকে কিছুদূর এগোলেই রয়েছে কংক্রিটের রাস্তা। সে রাস্তায় বিদ্যুতের পোস্ট রয়েছে তবে আলো জলে না। এই এলাকার অধিকাংশ বাসিন্দা মৎস্যজীবী। তাঁরা বলেন, পোষ্টে আলো না থাকায় সন্ধ্যার পর রাস্তায় বের হতে ভয় হয়। খুব জরুরি কাজেও ঘরবন্দি থাকতে হয়। খুব বিপদে পড়লে আমরা টচ লাইট নিয়ে জীবন হাতে করে ঘরের বাইরে যাই। ঘন অন্ধকারের সময়ে গোটা রাত কাটে আমাদের ভয়ে। যেকোন ও সময় বাঘ লোকালয়ে ঢুকে আক্রমণ চালাতে পারে। এই আতস্ক তাড়া করে সবাইকে। তাই আমরা চাই বাংলার উন্নয়নের শরিক থেকে মৈপীঠ বাদ থাকে কেন। দ্রুত আলোর ব্যবস্থা হলে ভালো হয়। তবে এ ব্যাপারে কুলতলির বিডিও সুচন্দন বৈদ্য বিস্তারিত জেনে দেখবেন বলে জানালেন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ২৩৪ সংখ্যা, বুধবার, ৮ শ্রাবণ, ১৪৩১

বিশ্বখ্যাত বঙ্গ সন্তান সত্যেন

ব্যতিব্যস্ত হয়ে ছোট্ট সত্যেন্দ্রনাথকে তাঁর মা বলতেন একি! বইয়ের পাতা ছিঁড়ে ফেললি! সত্যেন বলতেন 'পড়া তো হয়ে গেছে। বুঝে গেছি তো'। বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু কি অসাধারণ মেধাবী ছাত্র ছিলেন সেসব কথা নতুন করে বলার কিছু নেই। সুরেন্দ্রনাথ বসু ও অমোদিনী দেবীর সাত সন্তানের একমাত্র পুত্র 'বোদের' দুষ্টুমি বন্ধ করার জন্য বাবা গুদাম ঘরের সিমেন্টের মেঝেতে অঙ্ক দিয়ে যেতেন,বালক মহানন্দে দুষ্টুমি ভুলে সেই অঙ্ক করত। স্কুলের অঙ্কের পরীক্ষায় একশোতে একশো দশ পাওয়া ছোট্ট সত্যেন্দ্রনাথের ছাত্র জীবনেরই ঘটনা। প্রবেশিকা পরীক্ষায় সত্যেন্দ্রনাথ বসু ইতিহাস-ভূগোলে খুব ভাল নম্বর পেয়েছিলেন বলে তাঁর বাবা ছেলে কে আর্টস পড়তে বলেছিলেন। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই তিনি যদি আর্টস পড়তেন তাহলে আমরা কিন্তু বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু কে পেতাম না। ছাত্রদের বেশি নম্বর দেওয়ার ব্যাপারে প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক পার্সিভাল সাহেবের সুনাম বিশেষ একটা ছিল নাঃ তিনি কাউকে যাটের বেশি নম্বরই দিতেন না সেখানে সত্যেন্দ্রনাথ কে ইংরেজিতে ৭০দিতে বাধ্য হয়েছিলেন তাঁর ছাত্রের অসাধারণ মেধার জন্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকার সময় আইনস্টাইনের কাছে গবেষণাপত্র পাঠিয়ে সত্যেন বসু স্বীকৃতি লাভ করেন। কিন্তু গবেষণাপত্র থাকলেও ডক্টরেট ডিগ্রি নেই। অধ্যাপক পদ লাভের জন্য বড় বাধাঃ শংসাপত্র দিলেন স্বয়ং আইনস্টাইন। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সত্যেন বসু রিডার থেকে অধ্যাপক হয়েছিলেন। পশুপতি ভট্টাচার্য ছিলেন বাগবাজারের খ্যাতনামা চিকিৎসক এবং সাহিত্যিক। তাঁর ভাই গিরিজপতি ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সহপাঠীঃ দাদার মত ভাই সাহিত্য চর্চা করতেন,ছিলেন বিশিষ্ট বিজ্ঞান গবেষক। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি ক্যালকাটা সোপ ওয়ার্কসে 'নিমলিন' 'ডালি', 'বাংলা গোলা',নামে কয়েকটি জনপ্রিয় সাবান তৈরি করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কে তিনি যে সাবান তৈরি করে দিয়েছিলেন কবি তাঁর নাম দিয়েছিলেন 'তরলিকা'। গিরিজাপতি ভট্টাচার্যের লেখায় পাওয়া যায় সত্যেন বসুর বন্ধু প্রীতির কথা। একবার তাঁর সঙ্গে পরিচয় হলে তাঁর ব্যবহারে ও মর্মস্পর্শিতায় কেউ মুগ্ধ না হয়ে পারতেন না। তিনি ছিলেন সুরসিক,সুলেখক,মরমী ও মানবদরদী। সত্যেন্দ্রনাথ বসু বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে অথবা নতুন বন্ধুত্ব স্থাপনে কলকাতার একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত চলে যেতেন হেঁটে। তখন বালিগঞ্জে ট্রাম চলত না,বাস চালু হয় নি। একজন বন্ধুকে সঙ্গে এনে অপর বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতেন। সত্যেন বসু'র জীবনের বেশ মজার দুটি ঘটনার কথা একটু বলতে ইচ্ছা করছে। একবার সাহা ইনস্টিটিউটে অধ্যাপক নীলস বোর ভাষণ দিচ্ছেন। সামনে আসীন ক্লান্ত মুদ্রিত চোখে চক্ষু সত্যেন্দ্রনাথ যেন ঘুমিয়ে পড়েছেনঃ ব্ল্যাকবোর্ডে কিছু লিখতে গিয়ে অধ্যাপক বোর বললেন 'মনে হয় অধ্যাপক বসু আমাকে সাহায্য করতে পারেন'। তৎক্ষণাৎ সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর চোখ খুলে গানিতিক জটটির সমাধান ব্যাখ্যা করে আবার চোখ বুঝিয়ে দিলেন। ওই সাহা ইনস্টিটিউটে ফ্রেডরিক জোলিও কুরীর এক অনুষ্ঠানে সত্যেন্দ্রনাথ বসু সভাপতি।

বাংলার মেয়ে 'সুধা' বিখ্যাত

অবাক করে মেয়েটি কোথাওই নামল না। নাম চিত্রা। নিজের বাবা মা কেউই নেই দুনিয়ায়। সৎ মা খুব খাটায় এবং মারে। সে তাও সহ্য করে নিয়েছিল, কিন্তু খেতে দিত না যে। খিদের জ্বালায় পালিয়ে এসেছে। শুধু এটুকু ভেবেছে যে, ওই নরকের চেয়ে অন্ততঃ ভালো থাকবে। ব্যাঙ্গালোরে নামলাম। দেখি চিত্রা অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। টিকিট কাটার সময় একবারও ভাবিনি এই মেয়েটার দায়িত্ব নিতে হতে পারে। আমার এক বন্ধু আছে রাম। সে মেয়েদের শেলটার দেয় ও আরো সমাজসেবা মূলক কাজ করে। ওর ওখানে চিত্রাকে দিই। আর বলি, আমাদের ইনফোসিস ফাউন্ডেশন ওর সমস্ত দায়িত্ব নেবে। থাকতে চাইলে থাকবে, নয়তো আবার পালাবে মেয়েটা। এখন চিত্রা আর পড়াশোনায় ভারী আগ্রহ। ও স্কুলে আবার ভর্তি হতে চায়। এভাবে চলতে লাগল। একদিন বিদেশ থেকে ইমেল পেলাম চিত্রার। ও বিদেশে চাকরিতে খুব উন্নতি করেছে আর এখন খুব হাসিখুশি সুন্দর জীবন ওর। মেল পড়ে ভগবানকে বললাম, ওর মুখের হাসি যেন এমনিই থাকে। এবারে সানফ্রান্সিসকোতে একটা লেকচার দিতে গিয়েছি। যখন হোটেল থেকে চেক আউট করব , গিয়ে দেখি রিসেপশনিস্ট বলছে, ম্যাম, আপনার সমস্ত বিল ফুললি পেড। ওই লেডি নিশ্চয়ই আপনাকে খুব ভালো করে চেনে। খুব অবাক হয়ে চারিদিকে দেখলাম, দেখি একজন ভদ্রমহিলা সুন্দর একটা শাড়ি পরা, একটু দূরে দাঁড়িয়ে মুচকি হাসছে। পাশে ফরেনার বন্ধু। কি সুন্দর দেখাচ্ছিল ওকে ছোট ছোট চুলে। সেই চিত্রা। এসে আমায় জড়িয়ে ধরল। চিত্রা তুমি আমার সমস্ত বিল কেন পে করবে? আরো শক্ত করে জড়িয়ে নিয়ে বলল - কারণ তুমি একদিন আমার সমস্ত বিল পে করেছিলে। আমার সমস্ত জীবনটাই যে ওই পেমেন্টের ওপর দাঁড়িয়ে। সেই বন্ধুটি বাঙ্গালোরে। এই ঘটনা ইনফোসিসের কো-ফাউন্ডার সুধা মূর্তি তাঁর ব্লগে লিখেছিলেন। এই ঘটনা থেকেই তিন তাঁকে খানিকটা চেনা যায়। তিনি বিয়ের আগে ছিলেন সুধা কুলকার্ণি। সেই সুধা যখন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে চাইলেন বাড়ির সবাই বলেছিলেন আমাদের কমিউনিটিতে কিন্তু ছেলে পাওয়া যাবে না। তোমার বিয়ে হবে কি করে? প্রসঙ্গত সুধাদেবীর বাবা ডাক্তার ছিলেন। নামী সার্জেন। কিন্তু তবুও তিনি ইঞ্জিনিয়ারিংই বেছে নেন। ক্লাসে ৫৯৯ টা ছেলে আর একটিই মেয়ে। সে আমলে মেয়েরা তেমন কেউ ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ত না যে। সুধা জোর করে ভর্তি হয়েছিলেন। কর্ণাটকের হুবলির ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে। তিনি সে শহরের প্রথম ছাত্রী। কলেজের প্রিন্সিপাল সুধাকে ডেকে বলেছিলেন, শর্ত মানতে হবে। সেই সব মেনেই আজকে সে বিখ্যাত।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

করতে হবে। তার সঙ্গে সেবা করাটা খুবই প্রয়োজন। ঈশ্বর সবাইকে দেখেন। মানুষের উচিত হচ্ছে সেই শক্তিকে মানব সেবার কাজে লাগানো। মানব সেবার উন্নতির জন্য মানব শক্তির প্রয়োজন। মা সেই মানবশক্তির উৎসকারিনী। তিনি শক্তি দেন মনে, হৃদয়ে। তিনি শক্তি দেন দেহের অভ্যন্তরে। তিনি যদি শক্তি না দিতেন তাহলে কেউ অশুভ শক্তিকে পরাস্ত করতে পারতো না। মা ভবতারিণী হলেন হচ্ছেন সর্ব শক্তির আধার। তিনি সর্বশক্তিদাত্রী।

দেশ সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে পারলে দেশমাতা তাকে সমর্থন করে থাকেন। দেশ ভক্ত তৈরি হতে হবে। ঈশ্বরের নামগান

স্বামী বিবেকানন্দ দর্শন

এখনও তাঁর রচনাগুলি পড়লে মনে হবে গায়ের রক্ত টগবগ করে ফুটছে। সেই সময়ে বাংলার বিপ্লবীরা এগিয়েছে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আনন্দমঠকে অনুসরণ করছে এবং পাশাপাশি স্বামী বিবেকানন্দকে গ্রহণ করছে। স্বামী বিবেকানন্দের পায়ের তলায় বসে দীক্ষা নিয়েছিলেন বাংলার বিপ্লবী বাঘ যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি আমার মা সারদার স্নেহধন্য ছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে বহুবার এসেছেন বাঘা যতীন। সেখানে তিনি বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন নিয়ে গুপ্ত বৈঠক করেছিলেন পঞ্চবটীর তলায়। সেই বৈঠকে যোগদান করেন রাসবিহারী বসু, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবীরা স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে দীক্ষিত হতে শুরু করে দিয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো জয় করার পরে ভারতের স্বাধীনতার চিন্তাকে আরও বেশি করে এগিয়ে দিয়ে সমর্থ হয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিটি লেখা পড়লে বুঝতে পারা যায় যে তাঁর ভাষার কতখানি শক্তি ছিল।

সনাতন ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করতেই রানি রাসমণি নির্মাণ করলেন 'দক্ষিণেশ্বর মন্দির' এবং ঠাকুর রামকৃষ্ণকে সমর্থন করলেন

বিশেষ প্রতিবেদক

রানি রাসমণির মনের মধ্যে হঠাৎ করে কেন দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছা জাগলো তার কারণ ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন রয়েছে। রানি দেখেছেন তাঁর স্বামী রাজচন্দ্র বরাবরই প্রগতিশীলপন্থীদের সমর্থক ছিলেন। তিনি কোনও সময়ে রক্ষণশীলপন্থীদের হয়ে কথা বলেননি। সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে যখন বাংলায় সংগ্রাম তীব্র হতে দেখা দিল তখন থেকেই রাজচন্দ্র রামমোহন রায়কে সমর্থন করে এসেছেন। রাজচন্দ্র বরাবরই প্রিন্স দ্বরকানাথ ঠাকুরের সমর্থক ছিলেন। প্রায় সময়ে তিনি প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে যে কোনও বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার আগে শলাপরামর্শ করে নিতেন। সেই দিক দিয়ে জানবাজারের রাজবাড়ির সঙ্গে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির একটা নিবিড় সম্পর্ক ছিল। যদিও জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির সদস্যরা প্রত্যেকেই ব্রাহ্ম ছিলেন। নারী শিক্ষার পক্ষে সায় ছিল। ঠিক সেই রকম হিন্দু সদস্য হয়েও রাজচন্দ্র ব্রাহ্ম ধর্মে বিশ্বাসী মানুষদের সহচার্য লাভ করেছেন। তিনি মনে করতেন, ধর্ম কোনও একটি স্থানে স্থির হয়ে থাকতে পারে না। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ধর্মের পরিবর্তন দরকার। সেটা উপলদ্ধি করতে পেরেছিলেন নবদ্বীপের সেরা পণ্ডিত চৈতন্যদেব। তিনিই প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন হিন্দু ধর্মের সংস্কার প্রয়োজন। হিন্দু ধর্মের সংস্কার না করতে পারলে সাধারণ মানুষের মুক্তি নেই। মানুষকে ধর্মের হাত থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্যই চৈতন্যদেব বৈষ্ণব ধর্ম প্রবর্তন করলেন। তিনি চাইলেন পুজোর অর্চনার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর পুজো করে কোনও লাভ নেই। ঈশ্বরের নামগান করতে পারলেই ঈশ্বর সাধনা হয়। তিনি সংকীর্তন শুরু করলেন। গণকীর্তনের রূপ দিলেন। স্লোগান দিতে শুরু করলেন হরে কৃষ্ণ হরে রাম। চৈতন্যদেবের ধর্মীয় স্লোগানে আকৃষ্ট হয়ে পড়লো সবাই। তখন বাংলায় তন্ত্র সাধনা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। কঠিন সেই সব তন্ত্র সাধনা। তন্ত্র সাধকেরা সাধারণ মানুষের ওপরে অত্যাচার করতে শুরু করে দিয়েছে। ধর্মের নাম করে একদিকে যেমন ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত সম্প্রদায় হিন্দুদের ওপরে অত্যাচার করছে পাশাপাশি আবার রক্ষণশীল হিন্দুদের ধর্মীয় অত্যাচারে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। হিন্দুরা তখন দুই দিক দিয়ে আক্রান্ত। ধর্মের যূপকাষ্ঠে বলি হতে শুরু করে দিয়েছে বাংলার বাসিন্দারা। ধর্মীয় অত্যাচার থেকে মুক্তি দিতে বাংলায় আবির্ভূত হলেন চৈতন্যদেব। তিনি হিন্দু ধর্মের শাস্ত্র পড়ে দেখতে পেলেন মানুষের ওপরে অত্যাচার করে ধর্মকে স্থাপন করার কথা কোথাও বলা নেই। ধর্ম মানুষের শ্রীবৃদ্ধি করবে। শোষন করবে না। কিন্তু বাংলায় তখন শুরু হয়েছে ধর্মকে সামনে রেখে শুরু হয়ে গিয়েছে শোষন। এই ধর্মীয় শোষনের হাত থেকে বাংলাকে রক্ষা করতে চৈতন্যদেব নামগান শুরু করলেন। তিনি বলেন, ঈশ্বরের নামগান করলেই ভগবানের সাধনা করা যায়। তিনি প্রেম ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রেম ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করলেন। তন্ত্র সাধনাকে তিনি বুচরুকির সাধনা বলে ঘোষণা দিলেন। পুরহিততন্ত্রের বিরোধিতা করতে শুরু করলেন। তাঁর প্রেরণায় দুটি ধর্মগ্রন্থ প্রকাশ লাভ করেছিল। এই দুটি ধর্ম গ্রন্থ প্রথম বাংলায়

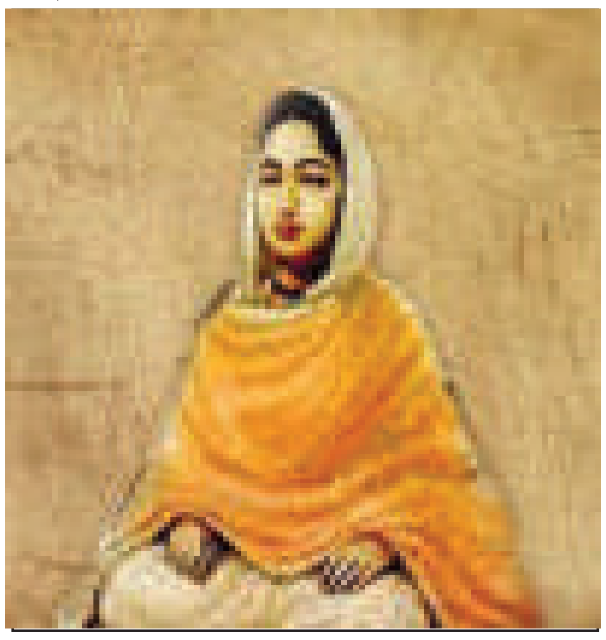

প্রকাশিত হয়। এর আগে সব ধর্মগ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়েছিল। বাংলা ভাষায় কোনও ধর্মগ্রন্থ ছিল না। চৈতন্যদেবের প্রেরণায় দুটি বাংলায় ধর্মগ্রন্থ প্রকাশিত হল। প্রথমটি গ্রন্থের নাম হল চৈতন্য ভাগবত। এটি রচনা করেছেন বৃন্দাবন দাস। পরের গ্রন্থটির নাম হল শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। এটি রচনা করেছিলেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ। প্রথম জন চৈতন্যের নবদ্বীপ লীলা নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। আর দ্বিতীয়জন চৈতন্যের বৃন্দাবন লীলা বা চৈতন্যের তত্ত্বলীলা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু এই দুটি গ্রন্থে চৈতন্যদেবকে শ্রীকৃষ্ণ রূপে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। কারণ তখনও মানবতাবাদ বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ইংরেজরা আসার ফলে বাংলায় যুক্তিবাদ এবং মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করলো। তার ফলে আমরা দেখতে পেলাম যে রামকৃষ্ণকথামৃত গ্রন্থে ঠাকুর রামকৃষ্ণ নিজেকে ঈশ্বর বলে গ্রহণ করছেন না। তিনি সেখানে সাধারণ মানুষের কথা বলতে শুরু করে দিয়েছেন। মানব দর্শনকে প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করে দিলেন ঠাকুর রামকষ্ণদেব তাঁর কথামৃত গ্রন্থে। সেখানে তিনি কোথাও বলেনি আমার পুজো করো। তিনি সেখানে মানুষের জয়গান গাইতে শুরু করে দিলেন। তিনি বললেন মানুষই ঈশ্বর। সবার ওপরে মানুষ সত্য তার ওপরে নাই। চণ্ডিদাসের পদাবলীই জগত সত্যের প্রকাশ ঘটালেন।

তাঁর ভাবশিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ সেই মানবদর্শনকে শিকাগোতে প্রতিষ্ঠিত করে এলেন। তিনি বক্তব্যের শুরুতে বলেছিলেন আমার ভাই এবং বোনেরা। সবাই আপনি নন। সবাই আপন। নিজের। সেই আপন তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করলেন স্বামী বিবেকানন্দ। মানবাতবাদের জয়গান গাইতে শুরু করলেন। হিন্দু ধর্মেও মানবতাবাদের জয়গানের কথা নিহিত আছে। কিন্তু তাকে প্রকাশ করতে দেওয়া হয় না। কয়েকজন স্বার্থান্বেষীরা তাদের স্বার্থে হিন্দু ধর্মকে পরিচালিত করছে। ধর্ম কারোর একার সম্পত্তি নয়। ধর্ম হচ্ছে সবার। সর্বজনীন বলে মনে করেন স্বামী বিবেকানন্দ। হিন্দু ধর্মকে আধুনিকীকরণ করতে হবে। যুগের ভিত্তিতে হিন্দু ধর্মকে প্রকাশ করতে হবে। প্রাচীন হিন্দু দর্মের রীতিনীতির পরিবর্তন করতে হবে। আধুনিক যুগের ওপরে ভিত্তি করে হিন্দু ধর্মের সংস্কার করতে হবে। সেটাই করতে চেষ্টা করেছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তিনি হিন্দু শাস্ত্রের প্রতিটি অক্ষর ধরে পড়তে শুরু করলেন। খুঁজতে শুরু করলেন হিন্দু ধর্মের ন্যায়নীতি তন্নতন্ন করে। সতীদাহ প্রথাটা ছিল না। কোন নারী যদি তার স্বামীকে পরম ভালোবাসতেন এবং সেই স্বামী যদি মৃত্যু হতো তাহলে মৃত স্বামীর দেহের সঙ্গে নিজের ইচ্ছায় বিসর্জন দিত। সেটাই পরবর্তীকালে স্বেচ্ছার বদলে শক্তি রূপ ধারন করে। সতীদাহ প্রথাকে বলবৎ রাখতে এবং অক্ষত রাখতে প্রয়োজন হলে শক্তির প্রয়োগ করতে হবে। আর সেটা করা হতো হিন্দু বিধবাদের ওপরে। এর বিরুদ্ধে প্রথম রুখে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন জব চার্নক। পরবর্তীকালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যক্ষ বুকানন, কেরি সহ আরও অনেকে। ঠিক সেই সময়ে রাজচন্দ্রও রামমোহন রায় এবং প্রিন্স দ্বারকানাথকে এ বাপারে সমর্থন করতে থাকলেন। তাঁর স্ত্রী রানি রাসমনিও পিছিয়ে থাকলেন না। তিনি স্বামীর মতকে সমর্থন করলেন। এখানেই রানি রাসমনির ধর্মীয় সংস্কারের মতটা প্রকাশিত। স্বামী রাজচন্দ্র যেভাবে ধর্মীয় সংস্কারমূলক আন্দোলনকে সমর্থন করে মানবমুক্তি দিতে চেয়েছিলেন সেই পথ ধরে পরবর্তীকালে তাঁর স্ত্রী রানি রাসমণি পদক্ষেপ করতে শুরু করলেন। তিনি চাইলেন ব্যাপকভাবে হিন্দু ধর্মের আধুনিকীকরণ করা হোক। প্রতিষ্ঠিত হল দক্ষিণেশ্বর মন্দির। ধর্মীয় আত্মার বিকাশ দেখতে পাওয়া গেল এখানে থেকেই। এখান থেকেই উচ্চারিত হতে থাকলো জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। শুরু হ হিন্দু ধর্মের নবজাগরণ ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের হাত ধরে।

হিন্দু ধর্মের নব জাগরণ চেয়ে রানি রাসমণি দক্ষিণেশ্বরের মন্দির স্থাপন করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তিনি এই মন্দির নির্মাণ কাজ শুরু করেছিলেন ১৮৪৭ সালে। মন্দিরটি সম্পূর্ণতা লাভ করে ১৮৫৪ সালে। রাজচন্দ্রের স্বপ্নকে সার্থক করে তোলার জন্যই রানি রাসমণি দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিনী মন্দির নির্মাণ করার ব্যাপারে মত দিয়েছিলেন। রানি রাসমণির স্বামী রাজচন্দ্র দাস ৯ জুন ১৮৩৬ সালে (বঙ্গাব্দ ২৮ জৈষ্ঠ্য, ১২৪৩) পরলোকগমন করেন। তাঁর পরলোকের সংবাদ পেয়ে সেই সময়কার সমাজবিদরা ছুটে এসেছিলেন জানবাজারের বাড়িতে। এদের মধ্যে ছিলেন প্রিন্স দ্বরাকনাথ ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, মতিলাল শীল, দেওয়ান রাধাগোবিন্দ সিং প্রভৃতি। বাদ যায়নি ইস্ট ইণ্ডিয়ার কোম্পানির পদাধিকারীরাও। তারাও এসেছিলেন রাজচন্দ্র দাসকে শেষ দেখা দেখতে। এর একটি মাত্র কারণ হল রাজচন্দ্র শুধু মাত্র ব্যবসা বা জমিদারি করতেন না। পাশাপাশি তিনি সমাজ সেবা এবং দানধ্যান করতেন। সেই সময়ে বিধবা বিবাহ আন্দোলনকে তিনি সমর্থন করেছিলেন। সতীদাহ প্রথার রোধের ব্যাপারে প্রথম সারির নেতা ছিলেন রাজচন্দ্র। সেই কারণে স্বামীর কাজের প্রতি একটি টান জন্মতে শুরু করে দিয়েছিল রানি রাসমণি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন শুধু জমিদারি এবং ইরেজদের সঙ্গে ব্যবসা করে বাবুয়ারি করাইটাই রাজচন্দ্রের পেশা নয়। রাজচন্দ্র চেষ্টা করতেন সবার যাতে মঙ্গল হয়। সবাই যাতে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারে। স্বামীর আদর্শকে মাথা পেতে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন রানি রাসমণি। তাঁর অবর্তমানেও রাজচন্দ্রের পথ ধরে সমাজ সেবা করে গিয়েছেন। রানির সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে দক্ষিণেশ্বরে মন্দির স্থাপন এবং সেখানে পুজারি হিসাবে রামকৃষ্ণকে পুরোহিত হিসাবে গ্রহণ করে নেওয়া। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব হিন্দু ধর্মে মানবতার গান গাইতে শুরু করলেন। মানব ধর্মই হচ্ছে সেরা ধর্ম। সেটাকেই তিনি প্রচার করতে শুরু করলেন। পুজো অর্চনা নয়। মানব সেবা ধর্মকে প্রাধান্য দিতে শুরু করলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব। এই মানব সেবার সূত্রটি রচনা করে দিয়ে গিয়েছিলেন রাজচন্দ্র দাস। তিনিও এগিয়ে এসেছিলেন মানব সেবা করতে। সেই সময়ে সতীদা প্রথার বিরদ্ধে যারা গর্জে উঠেছিলেন তার মধ্যে রাজচন্দ্র ছিলেন অন্যতম। তিনি অর্থ দিয়ে শ্রম দিয়ে সতীদা প্রথা বিরোধিতা করতে শুরু করেন। এবং ইংরেজ শাসকদের কাছে সতীদাহ প্রথা বিরোধী আইন প্রবর্তন করতে যে ইংরেজ সরকারের কাছে করা হয়েছিল আবেদন করা হয়েছিল তার অন্যতম স্বাক্ষরদাতা ছিলেন রাজচন্দ্র। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন বলে জানতে পারা গিয়েছে।

জানবাজারের জমিদার রাজচন্দ্র দাসের পিতার নাম ছিল প্রীতরাম দাস। তাঁর দুটি সন্তান। বড় জনের নাম ছিল হরচন্দ্র এবং ছোটজনের নাম ছিল রাজচন্দ্র। প্রীতরাম জীবিত অবস্থায় থাকাকালীন জ্যেষ্ঠ পুত্র হরচন্দ্র পরলোকগমন করেন। ১২০৮ সালে চাণক নামক স্থানে রাজচন্দ্রের প্রথম বিবাহ হয়। সেই বছরেই প্রথমা স্ত্রী মৃত্যু হওয়াতে তিনি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। দ্বিতীয় স্ত্রীও কিছুকাল পরে মারা গেলে তিনি দ্বারপরিগ্রহ থেকে করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু পরে পিতা প্রীতরাম দাস পুত্রের তৃতীয় বিবাহ দেওয়ার উদ্যোগী হলেন। হরেকৃষ্ণ দাসের কন্যা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। পরে তিনি তাঁর সঙ্গে পুত্র রাজচন্দ্রের বিবাহের ব্যবস্থা করেন। ১২১১ সালে ৮ বৈশাখে রাজচন্দ্র রানি রাসমণিকে বিবাহ করেন। ১৭৯৩ সালে ২৪ সেপ্টেম্বর বাংলা র ১২০০ সালের ১১ আশ্বিন তারিখে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

''হালিশহরের আগেকার নাম ছিল কুমারহট্ট। তখন এটা হুগলি জেলার মধ্যে ছিল। পাল রাজত্বকালে মহারাজ কুমার পালের নাম অনুসারে নাম হয়েছিল কুমারহট্ট। আজকের কলকাতা যেমন শিক্ষাদীক্ষায়, ব্যবসাবাণিজ্যে, সহায়-সম্পদে সবার ওপরে, হালিশহরও তখনকার দিনে সবচেয়ে উন্নত জনপদ হিসাবে বিবেচিত হত। হুগলির ত্রিবেণীকে কেন্দ্র করে এ অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য বন্দর। শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে ছিল সবার উপরে। তখনকার শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল টোলকেন্দ্রিক। বাংলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠাগুলি ছিল এই এলাকায়। এখান থেকে উচ্চশিক্ষা নিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বহু ব্যক্তি উচ্চপদে কাজ করতেন।

এখানে যারা বাস করতেন তাঁরা আলাদা আভিজাত্যের মর্যাদা পেতেন। অনেক দেশবরেণ্য সমাজপতিদের বাস ছিল এখানে। কলকাতার শিরোমণি সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের বংশের প্রতিষ্ঠাতা পঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায় এখানেই বসতি স্থাপন করেন। এখানে বাস করতেন বিপ্লবী বিপিন বিহারী গঙ্গোপাধ্যায়, পূজাপার্বণ এবং আধ্যাত্মিকতাতেও কুমারহট্ট ছিল সবার থেকে এগিয়ে। এখানে জন্মগ্রহণ করেন শ্রেষ্ঠ শ্যামাসংগীত রচয়িতা সাধক রামপ্রসাদ সেন। তাঁর সাধনাক্ষেত্র কালীমন্দিরটি আজও হালিশহরের রয়েছে। গুণীজনদের কাছে হালিশহর আজও 'পূণ্যভূমি কুমারহট্ট হালিশহর' নামে পরিচিত। নবাবি আমলে এই এলাকা হাবেলীশহর পরগনার অধীন। হাবেলীশহর থেকেই হালিশহরের নামের উৎপত্তি।

মহাপ্রভুর দীক্ষাগুরু ঈশ্বরপুরী এখানেই বাস করতেন। গুরুদেবের বাস্তুভিটা থেকে মাটি নিয়ে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তিলক ধারন করতেন। তাঁর দেখাদেখি সমস্ত শিষ্যরাও তাই করতেন। তার ফলে তৈরি হয়েছিল বিশাল ডোবা, যা আজও চৈতন্যডোবা' নামে খ্যাত হয়ে আছে। সনাতন ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন রানী রাসমণি। তিনি চাইতেন সবাই হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করুক। তিনি বললেন ধর্ম কারোর সম্পত্তি নয়।

বহু খ্যাতনাম সঙ্গীত শিল্পীরা হারিয়ে যাচ্ছেন

বিশেষ প্রতিবেদক

স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম দিন লালকেল্লায় ইংরেজদের পতাকা নামিয়ে ভারতের জাতীয় পতাকা তোলা হচ্ছে। তখন দিল্লি রেডিয়োয় মধুর কণ্ঠে 'সোনে কা হিন্দুস্তান মেরা',গানটি গাইছেন এক বাঙালি কন্যা, আবালবৃদ্ধ বনিতা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছেন তাঁর গান,তিনি বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী যূথিকা রায়।

বাংলা গানের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন যূথিকা রায় তখন তিনি ১৪'র এক কিশোরী, প্রণব রায়ের কথায় ও কমল দাশগুপ্তর সুরে তাঁর রেকর্ড করা দুটি গান; 'আমি ভোরের যূথিকা' আর 'সাঁঝের তারকা আমি'। ১৯৩৪-এর নভেম্বর মাসে প্রকাশ পাওয়ার তিন মাসের মধ্যে ৬০,০০০ কপি বিক্রি হয়ে যায়।

পিতার সঙ্গে কন্যা দিল্লি স্টেশনে সকালবেলা রেকর্ডিং শেষ করে সবে বাইরে এসেছেন, অফিসরুম থেকে একটা অফিসার ছুটতে ছুটতে এসে হন্তদন্ত হয়ে বাবাকে বললেন, 'যাবেন না, যাবেন না, দাঁড়ান আমাদের বিশেষ কথা আছে। 'এইমাত্র আমি ত্রিমূর্তি হাউস থেকে ফোন পেয়েছি। আমাকে ফোন দিয়েছে পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুর তরফ থেকে , তিনি জানিয়েছেন যে, আমাদের প্রসেশন এখন লালকেল্লায় যাচ্ছে, ওখানে ভাষণ দেওয়া হবে এবং ব্রিটিশ পতাকা নামিয়ে আমাদের জাতীয় পতাকা তোলা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত যেন যূথিকা গান গেয়ে যায়। যূথিকা বলেছেন; আমি তো ঢুকে পড়লুম , আমার মনে পড়লো একটা স্বাধীনতার গান, 'সোনে কা হিন্দুস্তান মেরা, 'সোনে কা হিন্দুস্তান মেরা', এটা দিয়েই আমি আরম্ভ করেছিলাম। তারপর ওখান থেকে সংকেত পেলাম যে , 'বন্ধ করো'। বন্ধ করে আমি বেরিয়ে এলাম। তা সেটা আমার সঙ্গীত জীবনের একটা খুব বড়ো স্মৃতি'

গ্রামোফোন কোম্পানির উদ্যোগেই শিল্পীর গান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শোনানো হয়েছিল 'ভোরের যূথিকা'র রেকর্ড, মুগ্ধ হয়ে কবি বলেছিলেন, 'এই মেয়েটির গানে যেন চিরকাল এই রকমই পরিমিত বাজনা ব্যবহার করা হয়'। কবি কাজী নজরুল স্বয়ং তাঁর গান শুনে মুগ্ধ

হয়েছেন,তাঁকে দিয়ে নিজের দু'টো গান গ্রামোফোন কোম্পানিতে রেকর্ড করিয়েছিলেন। কিন্তু বিপত্তি তৈরি হল কোম্পানির বোর্ডে পাশ হল না সেই রেকর্ড। এই ঘটনায় কবি কাজী নজরুল ভীষণ ক্ষুব্ধ হলেও তখনকার মত মেনে নিয়েছিলেন বিষয়টা।

কমল দাশগুপ্ত আবার কোম্পানির বাতিল রেকর্ডের স্তূপ ঘেঁটে পেয়েছিলেন কাঙ্খিত কণ্ঠ, রেকর্ড করালেন সেই বাতিল শিল্পীকে দিয়েই,কিন্তু এবারও রেকর্ডটি নিতে ডিলাররা অস্বীকার করে ফেলেছেন একপ্রকার। ওদিকে শিল্পীর কণ্ঠ অনেকদিন আগেই জয় করেছে কাজী নজরুল ইসলামের হৃদয়,তাঁকে রুখবে সাধ্যি কার! নজরুল এবার ডিলারদের প্রতি বেশ কড়া হলেন, পরিস্কার বললেন ওই শিল্পীর রেকর্ডটা না নিলে ডিলারদের কোনও রেকর্ডই দেওয়া হবে না।সমস্যার সমাধান হতে আর বিলম্ব হওয়ার কথা নয়,হল না।

কমল দাশগুপ্ত যূথিকাকে বলেছিলেন সহজ কথায় সুরে মেলডিতে ভরা রোম্যান্টিক বাংলা গান তারা চাইছেন। শিল্পীর মত কণ্ঠ তাদের পছন্দ,যে শিল্পীর সঙ্গীতের শিক্ষায় শাস্ত্রীয়-সঙ্গীতের ছোঁয়া আছে, কিন্তু প্রকট নয়।গান জনপ্রিয় হতে হবে,হৃদয় স্পর্শ করতে হবে তামাম বাঙালির, শুধুমাত্র এলিট ক্লাসের জন্য রেকর্ড তৈরি হবে না। এই ঘটনা ১৯৩৪ সালের,শিল্পী গ্রামোফোন কোম্পানিতে এসেছিলেন গান রেকর্ড করতে। ঘরে তখন সুরকার কমল দাশগুপ্ত ও গীতিকার প্রণব রায়। রাতারাতি জনপ্রিয় হয়ে গিয়েছিলেন কিশোরী শিল্পী। প্রণব রায়ের কথায় ও কমল দাশগুপ্তর সুরে রেকর্ড করা দুটি গান; 'আমি ভোরের যূথিকা' আর 'সাঁঝের তারকা আমি'। ১৯৩৪-এর নভেম্বর মাসে প্রকাশ পাওয়ার তিন মাসের মধ্যে ৬০,০০০ কপি বিক্রি হয়ে গেলো সেই রেকর্ড।

বাংলা গানের মোড় ঘুরিয়ে দিলেন বছর ১৪'র এক কিশোরী তিনি কিংবদন্তি সঙ্গীত শিল্পী যূথিকা রায়। বাবার ইচ্ছা মেয়ে বড় সঙ্গীত শিল্পী হোক,সেইজন্য চেষ্টার খামতি ছিল না। সাত বছরের মেয়ে বাবার সঙ্গে কলকাতায় এলেন। ওইটুকু মেয়েকে বিমল দাশগুপ্ত প্রথমে গান শেখাতে রাজি হন নি। তবে প্রতিভা তাঁর জন্মগত। তখন কলকাতা বেতারের সদ্য জন্ম হয়েছে। সেখানে অডিশনে পাশ করে খালি গলায় যূথিকা গাইলেন রবীন্দ্রনাথের গান 'আর রেখো না আঁধারে'। বাংলা গান দিয়ে সঙ্গীত জীবন শুরু হলেও পরে ভারতের নানা ভাষায় গান গেয়েছেন। আধুনিক বাংলা গান থেকে অতুলপ্রসাদ-নজরুলগীতি, ভক্তিগীতি, কীর্তন, সিনেমার গান সর্বত্র তিনি বিচরণ করতেন সাবলীল ভাবে স্বাচ্ছন্দে। মীরার ভজন যখন গাইতেন শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে শুনতেন। অনেকদিন রেকর্ড-লেবেলে তাঁর আসল নামের সঙ্গে 'রেণু' ডাকনামটিও লেখা থাকত, পরে শুধু যুথিকা রায়। তিনি বিকশিত,পরিনত হয়েছেন কমল দাশগুপ্তের সঙ্গীত-স্পর্শে পরে অবশ্যই নিজের প্রতিভার জোরে হয়ে গেলেন কিংবদন্তি। হাতে গোনা দু'চারটি রেকর্ড বাদ দিলে কিংবদন্তি যূথিকা রায় যত গান সারাজীবন রেকর্ডে গেয়েছেন, তার সঙ্গীত পরিচালক শুধুমাত্র কমল দাশগুপ্ত। তাদের যুগলবন্দিতে আধুনিক বাংলা গানের বেশ কতগুলি উদাহরন দিলে বোঝা যাবে কেমন অসাধারন ছিল কমল-যূথিকার মেল বন্ধন । নজরুলের কথায় 'মনে পড়ে আজ সে কোন জনমে' 'ওরে নীল যমুনার জল', অথবা প্রণব রায়ের কথায় 'এমনই বরষা ছিল সে দিন' বাঙালির হৃদয়ে চিরদিনের জন্য স্থান পেয়েছে। যুথিকা রায় এক সময়ে গানে খুব নাম করেছিলেন। আজকে তাঁর নাম কয়জনই বা জানে। তাঁকে সবাই ভুলে গিয়েছে। নজরুল যদি সবার মধ্যে বেঁচে রয়েছেন। তবে নজরুল গীতি এখন আর অনুষ্ঠানে বেশি গাইতে শোনা যায় না। রবীন্দ্র সঙ্গীত ছাড়া আর কারোর গলায় কোনও গান শুনতে পাওয়া একেবারে অসম্ভব হয়ে যাচ্ছে। অতুল প্রসাদ, রজনী কান্ত সেন এবং দ্বিজেন্দ্র গীতি একন বলতে গেলে কাউকে বেশি গাইতে দেকা যায় না। তবে দ্বিজেন্দ্রলালে রা ধন ধান্যে স্পুযে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা' গানটি সর্বত্র শুনতে পাওয়া যায়। অতুল প্রসাদ বা রজনী কান্তের গানের চর্চা কমতে শুরু করেছে। গীতী দত্তের গান আজকে আর কাউকে গাইতে দেখা যায় না। বাংলার সঙ্গীত এক সময়ে ভারত সেরা ছিল। সেই সব সঙ্গীত কোথায় যে অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে কেন তা বুঝতে একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়তে শুরু করেছে। বর্তমান প্রজন্ম এদের নাম শোনে নি।

সম্পাদক সমীপেষু

খ্যাতনামা গজল গায়ক মেহেদি হাসান

তৎকালীন ভারত পাকিস্তান ও বাংলাদেশের গজল গায়ক ও ললিউডের নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী ছিলেন। গজল সম্রাট ও মেহেদী হাসান নামেই সমধিক পরিচিত ব্যক্তিত্ব।

তিনি ছিলেন উপমহাদেশের অন্যতম প্রবাদপ্রতিম গায়ক ও সুরস্রষ্টা ছিলেন। পাকিস্তানের চলচ্চিত্র জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন। পাকিস্তান সরকারের তরফে তমঘা-ই-ইমতিয়াজ, প্রাইড অব পারফরম্যান্স এবং হিলাল-ই-ইমতিয়াজ এবং নেপাল সরকারের পক্ষ থেকে গোর্খা দক্ষিণা বাহু উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন।

মেহেদী হাসান ১৮ জুলাই ১৯২৭ সালে অবিভক্ত ভারতের রাজস্থানে একটি সঙ্গীত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন । তিনি দাবী করেছিলেন যে, তাঁদের ষোল পূর্ব-পুরুষগণ সঙ্গীতে আসক্ত ছিলেন। তাঁর পিতা ওস্তাদ আজিম খান একজন গায়ক ছিলেন। চাচা ওস্তাদ ইসমাইল খান ও পিতা আজিম খানের কাছ থেকে সঙ্গীতে হাতে খড়ি ঘটে। তাঁরা উভয়েই সনাতন ঘরানার ধ্রুপদী সঙ্গীতে দক্ষ ছিলেন।

শৈশব থেকেই তিনি সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভাই উল্লেখ করেন যে প্রথম গান আনুষ্ঠানিকভাবে পরিবেশন করেন ১৯৩৫ সালে। পরিবেশনার স্থানটি ছিল অবিভক্ত ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের ফাজিলকা বুংলায়, বর্তমান ডিসি হাউজে।

ভারত বিভাজনের পর ২০ বছর বয়সী মেহেদী হাসান এবং তাঁর পরিবার পাকিস্তানে অভিবাসিত হন। সেখানে তাঁকে ব্যাপক অর্থনৈতিক সমস্যায় ভুগতে হয়।

চিচাওয়াত্তি এলাকার একটি সাইকেলের দোকানে কাজ করতে থাকেন। সেখানে তিনি গাড়ী এবং ডিজেল ট্রাক্টর মেকানিক হিসেবে ছিলেন। আর্থিক অসচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও সঙ্গীত চর্চা করতে থাকেন। প্রত্যেহ রুটিন মাফিক দৈনিক ভিত্তিতে গান চর্চা অব্যাহত রাখেন।

১৯৫২ সালে মেহেদী হাসান প্রথমবারের মতো রেডিও পাকিস্তানে গান করার সুযোগ পান। প্রাথমিকভাবে সেখানে তিনি ঠুমরী গায়ক ছিলেন। চাচা ইসমাইল খান তাঁকে সঙ্গীত পরিচালকরূপে গড়ে তুলতে সর্বোতভাবে সহায়তা করেন। এতে তিনি সঙ্গীত বোদ্ধাদের মন জয় করেন। উর্দু ভাষায় রচিত কবিতায় তাঁর আগ্রহ ছিল অনেক। পরীক্ষামূলকভাবে খণ্ডকালীনভিত্তিতে তিনি গজল গাইতে শুরু করেন। রেডিও কর্মকর্তাদ্বয় - জেড.এ. বুখারী এবং রফিক আনোয়ার তাঁর গজল গানের অনুরক্ত হন। তাঁদের আন্তরিক অনুপ্রেরণায় তিনি পাকিস্তানসহ প্রতিবেশি দেশ ভারতের সঙ্গীত ঘরানায় অন্যতম জনপ্রিয় গজল গায়কে পরিণত হন।

১৯৮০-এর দশকের শেষার্ধ থেকে তিনি বিভিন্ন ধরনের অসুখ-বিসুখে আক্রান্ত হতে থাকেন। ফলে একান্তই বাধ্য হয়ে সঙ্গীত জগৎ ত্যাগ করেন মেহেদী হাসান। ক্রমবর্ধমান অসুখের পীড়ায় অবশেষে সঙ্গীত জীবন ত্যাগ করেন।

২০১০ সালে এইচএমভি থেকে সারাদিন শিরোনামে দ্বৈত গানের এলবাম প্রকাশ করে। ধারণা করা হয় যে এটি ছিল তাঁর প্রথম এবং শেষ দ্বৈত গানের এলবাম। এতে 'তেরে মিলনা' গানে লতা মঙ্গেশকরের সাথে গান করেন তিনি। গানটির সুরকার ছিলেন তিনি স্বয়ং, গানটি লিখেছিলেন ফারহাত শাহজাদ। ২০০৯ সালে গানটি পাকিস্তানে রেকর্ড করা হয়। পরবর্তীকালে লতা মঙ্গেশকর গানটি শ্রবণ করে ২০১০ সালে ভারতে রেকর্ড করেন। এর ফলশ্রুতিতেই উভয়ের মিলিত কণ্ঠে গানটি প্রকাশিত হয়।

কেন্দ্রীয় বাজেটে নেই চা শিল্পের কথা, হতাশ চা শিল্প মহল

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৩ জুলাই ঃ উত্তরের চা শিল্প নিয়ে কেন্দ্রীয় বাজেটে একটি কথাও খরচ করলেন না কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। এবারের বাজেটেও দুয়োরানীই হয়ে রইল উত্তরের চা শিল্প। উত্তরের চা শিল্প নিয়ে বছরের পর বছর সরাসরি বঞ্চনাই করে গেল কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। এর আগে একুশের বিধানসভা ভোটের প্রচারে আলিপুরদুয়ার এসে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, চা শিল্পের জন্য এক হাজার কোটি টাকার একটি বিশেষ তহবিল গঠনের ঘোষণা করে গিয়েছিলেন। তার কথায় সেদিন চা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত মানুষরা নতুন করে অক্সিজেন পেয়েছিলেন। কিন্তু তার সেই ঘোষণা যে শুধুমাত্র নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল সেটা মানুষ বুঝতে পারে নির্বাচন মিটে গেলে। এই দেশে চা শিল্প এমন একটি শিল্প, যেখানে প্রত্যক্ষ ভাবে সব থেকে বেশী শ্রমিক কাজ করে। এবং এই শিল্পের মাধ্যমে একটি ভালো অংকের বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয় দেশের। এবছর প্রকৃতির খামখেয়ালিপনা ও পোকার আক্রমণে অসম ও উত্তরবঙ্গে চায়ের উৎপাদন দরুন ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাই এই শিল্পের সঙ্গে জড়িতরা আশা করেছিলেন যে, এবারের বাজেটে চা শিল্পের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ভালো কিছু চিন্তাভাবনা করবেন। কিন্তু বাজেট দেখবার পর কার্যত হতাশা ব্যক্ত করেছেন এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত সকলেই। এই বিষয়ে আলিপুরদুয়ার মাঝের ডাবরী চা বাগানের ম্যানেজার চিন্ময় ধর বলেন, ' প্রাকৃতিক কারনে এবার উত্তরবঙ্গ ও আসামে চায়ের উৎপাদন খুব মার খেয়েছে। তাই আমরা আশা করেছিলাম কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের এই চা শিল্পের জন্য কিছু সহায়তা ঘোষণা করবে, কিন্তু বাজেট দেখে আমরা হতাশ।'

খরিফ মরশুমে চাষের জন্য ২৭ জুলাই থেকে জল ছাড়তে চলেছে ডিভিসি

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৩ জুলাই ঃ খরিফ মরশুমে চাষের জন্য প্রথম পর্যায়ে সেচের জল ছাড়তে চলেছে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন বা ডিভিসি। চলতি মাসের ২৭ তারিখ থেকে দুর্গাপুরের ড্যাম থেকে জল ছাড়া হবে। মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমানের জেলা শাসকের অফিসে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে একথা জানান বর্ধমান বিভাগের ডিভিশ্যনাল কমিশনার অবনীন্দ্র সিং (আই এস এস)। পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, হুগলি, হাওড়া ও বাঁকুড়া এই পাঁচ জেলার প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিয়ে এদিনের বৈঠকের আয়োজন করা হয়। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমানের জেলা শাসক কে রাধিকা আইয়ার (আইএসএস), পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার, হুগলি জেলা পরিষদের সভাধিপতি রঞ্জন ধারা, পশ্চিম বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি বিশ্বনাথ বাউড়ি, পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি গার্গী নাহা সহ পাঁচ জেলার অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা। পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার জানিয়েছেন, খরিফ মরশুম শুরু হলেও দক্ষিনবঙ্গে সেভাবে বৃষ্টিপাত শুরু হয় নি। ফলে খরিফ চাষে পর্যাপ্ত জলের অভাব দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। সেই কারনে ডিভিসির কাছ থেকে সেচের জল যাতে পর্যাপ্ত পাওয়া যায় তা নিয়েই এদিনের বৈঠক ছিল। বৃষ্টিপাতের ঘাটতির কারণে, প্রথম ১৫ দিনের জন্য খরিফ চাষের প্রথম ধাপে ডিভিসিকে ১ লক্ষ ৮০ হাজার একরফিট জলের দাবী করা হয়েছিল। কিন্তু এই মূহুর্তে ডিভিসি ১ লক্ষ ৩০ হাজার একর ফিট জল দিতে পারবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। পরে বৃষ্টিপাতের আরও ঘাটতি দেখা দিলে বা পরিস্থিতি আরও খারাপ হলে ডিভিসি কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে বলেও জানিয়েছেন শ্যামাপ্রসন্নবাবু। উল্লেখ্য, খরিফ সেচের সময় পাঁচ জেলা মিলিয়ে কমবেশি ৮ লক্ষ ২০ হাজার একর জমি ডিভিসি ক্যানাল সিস্টেম দ্বারা সেচ করা হয়। এই জমির মধ্যে ৫৮৭১৮৭ একর পূর্ব বর্ধমানের মধ্যে পরে। এছাড়া ৫৩৯৩ একর পশ্চিম বর্ধমানে, ১৫৪৫ একর হুগলি, বাঁকুড়া ৬৭৩০০ একর এবং ১৪০৫০ একর হাওড়া জেলার মধ্যে পরে। বর্তমান সময়ে মাইথন ও পাঞ্চেৎ বাঁধের জলস্তর আগের বছরের তুলনায় ৬ ফুট বেশী রয়েছে। হাউসে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে ২৫ জুলাই থেকে ড্যাম রিলিজ শুরু করা হবে। সেই অনুযায়ী ২৭ জুলাই থেকে দুর্গাপুর ব্যারাজ থেকে খালের মাধ্যমে জল ছাড়া শুরু হবে।

শিশু মৃত্যুর ঘটনায় উত্তেজনা বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে, শোকজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ২৩ জুলাই ঃ বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার গাফিলতিতে শিশু মৃত্যুর ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ালো এদিন সকাল থেকেই। হাসপাতাল সুপারের অফিসের সামনে দফায় দফায় বিক্ষোভের ফলে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ঘটনার জেরে এক ডাক্তার, নার্স সহ বেশ কয়েক জনকে শোকজ করেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। উল্লেখ্য, গত রবিবার সন্ধ্যা ৬ টায় প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি হয় বোলপুর থানার যজ্ঞনগর গ্রামের বাসিন্দা রুমা বিবি। অভিযোগ, বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি হলেও দীর্ঘক্ষণ চিকিৎসক না আসায় প্রসব যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে রোগী। লেবার রুমে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে রুমা বিবির সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন নার্সরা। পরে স্বাভাবিকভাবেই বাচ্চা হয়। তারপরে সোমবার রাতে মৃত্যু হয় সদ্যজাতের। চিকিৎসক না আসা এবং কর্তব্যরত নার্সদের গাফিলতির কারণেই সদ্যজাতর মৃত্যু হয়েছে। এই অভিযোগ তুলে হাসপাতাল চত্বরে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন প্রসূতির পরিবারের আত্মীয় পরিজনেরা। মঙ্গলবার সকাল থেকে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয় হাসপাতাল চত্বরে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন শান্তিনিকেতন থানা, বোলপুর থানা ও পাড়ুই থানার পুলিশ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন তারা। এই ঘটনায় এক ডাক্তার, নার্স সহ বেশ কয়েক জনকে শোকজ করা হয়। তবে এই বিষয় নিয়ে হাসপাতাল সুপার জানান, আমাদের কাছে অভিযোগ জমা পড়েছে। তদন্ত কমিটি গঠন করা হচ্ছে। সেই কমিটির রিপোর্ট মত ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। তবে যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে ডাক্তার নার্স সহ বেশ কয়েকজনকে শোকজ করা হয়েছে।

আদিবাসীদের জমি বেআইনী ভাবে অন্যনামে রেকর্ড করা হচ্ছে, আন্দোলনের হুঁশিয়ারি সংগঠনের সভাপতির

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৩ জুলাই ঃ আদিবাসীদের জমি বেআইনী ভাবে অন্যনামে রেকর্ড করা হচ্ছে, বন্ধ না হলে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি সংগঠনের সভাপতির। ভারত জাকাত মাঝি পরগনা মালদা জেলার গাজোল ব্লক কমিটির পক্ষ থেকে জমি সংক্রান্ত বিষয় সহ ১১ দফা দাবি নিয়ে স্থানীয় গাজোলের ভূমি এবং ভূমি সংস্কার দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের নিকট ডেপুটেশন দেওয়া হয় বুধবার। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সহসভাপতি তাপস, ছাড়াও বহু সংখ্যক নেতাকর্মী। এদিন তারা মিছিল করে গাজোলের ভূমি ও ভূমি সংস্কার অফিসে গিয়ে ডেপুটেশন জমা দেন। তাদের অভিযোগ, আদিবাসীদের জমি অন্যায় ভাবে অন্যনামে রেকর্ড করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, আদিবাসীদের জমি যারা বেআইনি ভাবে ক্রয় করেছে, সেই জমিগুলো কে অবিলম্বে ফিরিয়ে দেওয়া, ষড়যন্ত্র করে জমি থেকে উচ্ছেদ করা যাবে না। এমন একাধিক দাবিতে তারা ক্ষোভ উগরে দেন। এগুলোর বিরুদ্ধে করা ব্যবস্থা না হলে আগামী দিনে ভূমি দপ্তর অফিস ঘেরাও করে বৃহত্তর আন্দোলনের হুমকি দেওয়া হয়েছে সংগঠনের পক্ষ থেকে। এই দিন আদিবাসী সংগঠনের সহ-সভাপতি সংবাদ মাধ্যমকে বলেন যে, আমাদের জমি অবৈধভাবে অন্য ব্যক্তিদের নামে রেকর্ড করা হচ্ছে, অফিসে বেশ কিছু অফিসার রয়েছেন, তারা টাকার লোভে অন্যায়ভাবে আমাদের জমি অন্যদের নামে রেকর্ড করে দিচ্ছেন, সেই সকল অফিসারদের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা নিয়ে তাদের বদলির দাবি জানানো হয়েছে, এমন অফিসারদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ। যদি এমনটি বন্ধ না হয় তাহলে আগামী দিনে আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে আরও বড়ো আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব।

দক্ষিণ দিনাজপুর জুড়ে বাড়ছে ডেঙ্গির প্রকোপ, আক্রান্ত ১২১ জন

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২৩ জুলাই ঃ বর্ষায় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জুড়ে বাড়ছে ডেঙ্গির প্রকোপ। সোমবার পর্যন্ত জেলায় মোট ১২১ জন ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন। যার মধ্যে দুইজন বর্তমানে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। তবে ডেঙ্গিতে মৃত্যুর কোনও ঘটনা নেই। গতকাল একদিনেই ৯ জন ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়েছেন। বর্তমানে ডেঙ্গি পরীক্ষার পরিমাণ বেড়েছে। যার কারণে ডেঙ্গিও অনেক বেশি ধরা পড়েছে। গতবার তুলনায় এবার অনেকটাই বেশি ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়েছে জেলায়। বাকিদের চিকিৎসা বাড়িতেই চলছে। ডেঙ্গি মোকাবিলায় এবার আরও সজাগ হচ্ছে জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দফতর। বাড়ি বাড়ি ডেঙ্গি মোকাবিলায় টিম পাঠানো হচ্ছে। জমা জল ও ড্রেনগুলিতে স্প্রের ব্যবহার বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন। জানা গেছে, গত বছর হু হু করে বেড়েছিল ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা। বিশেষ করে জেলার কুমারগঞ্জ ব্লকের নানা প্রান্ত ও বালুরঘাটের বেশ কিছু এলাকা হটস্পট ছিল। এবারও কুমারগঞ্জ, তপন সহ বালুরঘাট ও হিলি ব্লকে ডেঙ্গি মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। এই নিয়ে জেলা স্বাস্থ্য দফতরের তরফে বিশেষ নজরদারি চালানো হচ্ছে। মূলত, সচেতনামূলক প্রচারেই জোর দেওয়া হচ্ছে। বর্ষার মধ্যে ডেঙ্গির সংক্রমণ বাড়লেও কোনও মৃত্যুর খবর নেই। যা কিছুটা হলেও স্বস্তি দিয়েছে জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দফতরকে।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএলইসিটি-সিএইচজি-ওটি-২৩-২৪-পিডিপিকে১২, তারিখ ২২.০৭.২০২৪।
ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার(জি)/সাঁতরাগাছি, দঃপূঃ রেলওয়ে, খড়গপুর ডিভিশন, নিম্নলিখিত বিবরণ অনুযায়ী ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট যোগ্য কন্ট্রাক্টরদের থেকে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করছেন। সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদের অনুরোধ করা হচ্ছে কেবলমাত্র অনলাইনে এটির জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-তে আবেদন করতে। এই টেন্ডারের জন্য কোনও অফলাইন টেন্ডার অনুমোদিত হবেনা। বিশদ জানতে অনুগ্রহ করে ডকুমেন্ট সেকশনে আপলোড করা টেন্ডার নথি যত্ন সহকারে পড়ুন। **কাজের নাম ঃ** পদ্মপুকুরঃ পদ্মপুকুর পিট লাইন ৭, ৮ ও ৯-তে আলোকপাত ও বৈদ্যুতিক সংস্কার কাজের উন্নয়ন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,২৭,৬৬,৪৫১.২৬ টাকা। **ইএমডি/বিড সিকিউরিটি ঃ** ২,১৩,৮০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২০.০৮.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা পর্যন্ত। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, নথিপত্র ও অন্য বিবরণ **www.ireps.gov.in**-এ দেওয়া আছে। **(PR-409)**

NARUGRAM GRAM PANCHAYAT
(Raina-I Panchayat Samity)
NOTICE INVITING e-TENDER
No.: :WB/RAINA-I/NGP/eNIT- 11
E-Tender are invited by the Prodhan, Narugram Gram Panchayat Raina-I Panchayat Samity,for 4(Four)different works. Date of closing of Submission Technical Bid & Financial Bid(Online): **31/07/2024 at 18:00 Hrs**. Bid Opening Date & Time for Technical Bid (online): **02/08/2024 18:00 Hrs**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Narugram Gram Panchayat

২২টি মহিষ সহ গ্রেপ্তার এক

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৩ জুলাই ঃ আবার বড়সড় সাফল্য পেল পুলিশ। মঙ্গলবার গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত ফাঁসিদেওয়া ব্লকের মুরালিগঞ্জ চেকপোস্টে অভিযান চালায় বিধাননগর থানার পুলিশ। এরপর সেখানে একটি ১৪ চাকা লরি আটক করে। এবং তল্লাশি চালাতেই উদ্ধার হয় মহিষ। চালক কোন বৈধ কাগজপত্র দেখাতে না পারায় চালককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এবং লরিটি আটক করে থানায় নিয়ে যায় ও মহিষগুলো খোয়ারে পাঠায়। ধৃতের নাম হাবিবুর রহমান (২৩)। সে বিহারের গঙ্গারগছ এলাকার বাসিন্দা। বিধাননগর থানার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ওই ১৪ চাকা লরি থেকে ২২ টি মহিষ উদ্ধার হয়েছে।

Arandi-II Gram Panchayet
Purah, Dakshmin Narayanpur, Arambagh
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders are invited from the resourceful and experienced bidders for execution of different development works vide **e-NIT No.: 001/15th FC & 5th SFC (Tied & Untied)/Arandi-II/2024-25,** for (16+5)=21 nos. scheme from **15th FC & 5th SFC (Tied & Untied) Fund**. Date of Online Submission **23/07/2024 to 30/07/2024 up to 12:30 PM.** For details information visit undersigned GP Office & eTender portal **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Pradhan
Arandi-II Gram Panchayet

Office Of The Para Gram Panchayet
PO: Para PS: Para Dist: Purulia
NOTICE INVITING e-TENDER
No. 02/2024-25/15 Th FC
e-tenders are hereby invited from the experienced and resourceful bidders for execution of various schemes under different development fund. i) Date of Sale of tender document: From 24/07/2024 ii) Last date of submission of e- tender with documents: 03/08/2024 For further details please contact with the Office of the Para Gram Panchayet.
Sd/-
Pradhan
Para Gram Panchayet

OFFICE OF THE
Purandarpur Gram Panchayat
(Under Kandi Panchayet Samity)
P.O.- Purandarpur, Dist. – Murshidabad. (W.B.)
Email- pgp.prodhan@gmail.com
Sealed tender is hereby invited from the experienced bidders for execution of works. NIT Notice No- MSD/KAN/PGP/05/2024-25. Last date of dropping 29/07/2024 up to 4.30 PM. And opening date (online) 31/07/2024 at 5.00 PM. (Technical). For detals please visit website : www.wbtenders.gov.in.
Sd/-
Prodhan
Purandarpur Gram Panchayat

Panchghara Gram Panchayat
Joykrishnapur, Begampur, Hooghly.
NOTICE OF INVITING E-TENDER
The Pradhan, Panchghara Gram Panchayat invited interested agencies or bidder or participator to participate for the following tenders: NIT NO: PGP/243/2024, DT: 22/07/2024, Sl No: 1 to 10, NIT NO: PGP/245/2024, DT: 23/07/2024, SI No: 1 to 4 & NIT NO: PGP/247/2024, DT: 23/07/2024, SI No: 1 to 5, Bid submission start date (Online) 23/07/2024 at 6.00 pm and last date for online Bid submission up to 31/07/2024 at 2.00 pm. The details information and uploading / Downloading are available in the website.
Sd/-
Pradhan,
PANCHGHARA GRAM PANCHAYAT

OFFICE OF THE PRODHAN
MASHAT GRAM PANCHAYAT
(UNDER CHANDITALA-1 BLOCK & PANCHAYAT SAMITI)
Vill+PO:-Mashat, Dist: Hooghly, Pin-712701
E-mail ID: mashatgp@gmail.com
Memo No:- (i) 408/MGP/2024, (ii) 409/MGP/2024, Dated:-23.07.2024
E-QUOTATIONS/E-TENDERS NOTICE
Notice is hereby invited by the Prodhan, Mashat Gram Panchayat for the total 5 (Five)Nos. different works. Document download & sale starting (Online) 23.07.2024 at 18.00 PM. up to 30.07.2024 at 15.00 PM. Last date of submission of Bid proposal(online) 30.07.2024 at 15.00 PM. Bid opening date (online): 01.08.2024 at 15.00 AM. For details please visit website https://wbtenders.gov.in or office of the undersigned.
Sd/- Prodhan
Mashat Gram Panchayat

Office of the Prodhan
Dwarhatta Gram Panchayat
Dalapatipur::Haripal::Hooghly
Tender Reference no:- WB/HOOGHLY/HARIPAL/DWARHATTA/PRODHAN-223/DGP/2024-25
For and on behalf of the Dwarhatta Gram Panchayat, the Prodhan, Dwarhatta Gram Panchayat invites sealed tenders for 04(Four) Nos. Different works. Document download/sell starting (online) from 20.07.2024 up to 28.07.2024 at 14.00 Hrs. Last date of submission of Bid (online) 28.07.2024 14.00 Hrs. Bid Opening date for Technical Proposals(Online): 29.07.2024 at 15.00 Hours. For details visit website https://wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhan
Dwarhatta Gram Panchayat

NOTICE INVITING e-TENDER
The Notice Inviting e-Tender, vide NIeT No.-WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-06/2024-25 of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District-Purulia, 03(Three) nos. works/Schemes under 5 th SFC Fund in the portal: www.wbtenders.gov.in. Tender ID: 2024_DM_719960_1 to 2024_DM_719960_3. Document download/sell starting from 24.07.2024 up to 30.07.2024 16.00 PM. Bid submission starting from 24.07.2024 up to 30.07.2024 at 16:00 PM. And Opening on 01.08.2024 at 16:05 A.M. For details please visit website.
Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস নং ঃ এনআইটি/০২/২৪/৩৯, তারিখ ঃ ২২.০৭.২০২৪। প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, ফেয়ারলী প্লেস, ১৭, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত দফাসমূহ সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্রমিক নং, টেন্ডার নং, বিবরণ ও প্রদেয় বায়না অর্থ** যথাক্রমে ঃ **(১) ১১২৪১৭৫৪এ,** স্ট্রেনার ইত্যাদি সমেত উন্নততর ক্যারেজ ওয়াটারিং ইনলেট (কানেক্টর) সংগ্রহের কাজ। ৫৪,৮০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ০৭.০৮.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(২) ০৭২৪১০৪২,** স্পেসিফিকেশন আইআরএস ঃ এম ২৮/২০২০ এবং এসটিআর ঃ আরডিএসও এমসি এসটিআর ডব্লু ০১ রেভ.-০৩, কোড এডব্লু অনুযায়ী এ৫.৫/২০২৪, আকার ঃ ৪ মিমি x ৪৫০ মিমি অনুসারে ম্যানুয়াল আর্ক ওয়েল্ডিং ইলেকট্রোড, ক্লাস-ডি, কোটিং-এর ধরন ঃ হেভি, সংগ্রহের কাজ। ৯৭,৭৯০ টাকা। **(৩) ১৫২৪৫০৪০,** হেল্থ হাইজিন মনিটর, (এইচএইচএম)- গন্ধভেধ বা সমতুল-এর প্রতিষ্ঠা, পরীক্ষা এবং সূচনা। ১৩,১৪,০০০ টাকা **(৪) ২২২৪১০০৫এ,** ডিডোফেন্যাক জেল ১% টিউব ন্যূনতম ৩০ গ্রামের। ৮৯,৪৮০ টাকা। **(৫) ২২২৪১১৩২এ,** অ্যামব্রোক্সল এইচসিএল ৩০ মিগ্রা/৫ মিলি, ন্যূনতম ১০০ মিলি সিরাপ। ৫৯,৩৩০ টাকা। **(৬) ২২২৪১১৮৪এ,** সেফট্রাইঅ্যাক্সোন ১ গ্রাম ইঞ্জেকশন। ৬৫,৯৪০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ০৮.০৮.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে (ক্র নং ২ থেকে ৬-এর জন্য)। **(৭) ০৭২৪১০০১,** স্পেসিফিকেশন আইআরএস ঃ এম-২৮/২০২০ এবং এসটিআর ঃ আরডিএসও এমসি এসটিআর ডব্লু ০১ রেভ. ০৩, কোড আইএস ঃ ৮১৪-২০০৪ (আর ২০১৬), আকার ঃ ৩.১৫ মিমি x ৩৫০ মিমি অনুসারে ম্যানুয়াল মেটাল আর্ক ওয়েল্ডিং ইলেকট্রোড, ক্লাস-এ২ (রুটাইল ধরনের), কোটিং-এর ধরন ঃ মিডিয়াম, সংগ্রহের কাজ। ০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ০৯.০৮.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে **(৮)১১২৪১৮৩৩,** সেকেন্ডারি ল্যাটারাল ড্যাম্পার। ১,২৩,৯৭০ টাকা। **(৯) ১১২৪১৮৩৯,** সেকেন্ডারি ভার্টিকাল ড্যাম্পার। ২,৭২,৩৮০ টাকা। **(১০) ১২২৪৫০২৭,** বিভিন্ন ধরনের নাইলন কর্ড রিইনফোর্সড জিআরএসপি সংগ্রহের কাজ। ১,০১,৭৪০ টাকা। **(১১) ১৪২৪১০৩৪,** রিলে প্লাগ ইন ধরনের, স্টাইল "কিউএলআই" নিউট্রাল লাইন ২৪ ভোল্ট ডিসি, ১১ এফ/৪বি কন্ট্যাক্টস্-এর সঙ্গে ম্যাগনেটিক্যালি ল্যাচ্‌ড। ৬৫,৬৪০ টাকা। **(১২) ১৫২৩৫১৫৭বি,** অ্যানেক্সার এ-তে সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তিগত নির্দিষ্টকরণ অনুসারে এয়ার প্লাজমা কাটিং ইকুইপমেন্ট সরবরাহ ও সূচনার কাজ। ৬০,১৩০ টাকা। **(১৩) ১৫২৩৫১৭২এ,** অ্যানেক্সার/এইচডিটিএল/কেপিএ (রেফারেন্স স্পেসি. নং সিওএফএমওডব্লু/আইআর/এম/সিএল/২০১৯) অনুসারে (টার্ন কী ভিত্তিতে) হেভি ডিউটি টার্নিং লেদ সরবরাহ ও সূচনার কাজ। ৬,৬০,০০০ টাকা। **(১৪) ১৫২৪৫০৩২এ,** ডিজেল হাইড্রলিক রোড মোবাইল ক্রেন, ক্ষমতা ২০ টন ইত্যাদি সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা ও সূচনার কাজ। ৭৮,০০০ টাকা। **(১৫) ২১২৪১০০০,** ডোর চেক স্প্রিং ইত্যাদি। ২,৯৯,০৬০ টাকা। **(১৬) ২১২৪১৩৯০,** ইওক পিন সাপোর্ট ইত্যাদি। ২,১১,৫০০ টাকা। **(১৭) ২১২৪১৫২৭,** বিওএক্সএনআর ওয়াগন ইত্যাদির জন্য বডি সাইড অ্যারেঞ্জমেন্ট কমপ্লিট। ৪,৪৪,৯০০ টাকা। **(১৮) ২২২৪৫০৭০সি,** ইঞ্জে. ডেক্সামেথাজোন ইন্ট্রাভিট্রিয়াল ইমপ্ল্যান্ট ০.৭ মিগ্রা। ০ টাকা। **(১৯) ২২২৪৫৪৬২,** ইঞ্জ. পেমব্রোলিজুম্যাব ১০০ মিগ্রা। ৫,৯৫,৩৫০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১২.০৮.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে (ক্র নং ৮ থেকে ১৯-এর জন্য)। **(২০) ২১২৪১০২৫,** আনুপূর্বিক পরীক্ষানিরীক্ষার রাবার কিট ইত্যাদি। ৮০,৭০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১৪.০৮.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(২১) ২১২৪১৪৭৩,** সেকেন্ডারি ব্রেক বিম অ্যাসেম্বলি ইত্যাদি। ০ টাকা। **(২২) ২১২৪১৪৭৫,** বিএমবিএস বগি ইত্যাদির জন্য প্রাইমারি ব্রেক বিম অ্যাসেম্বলি। ০ টাকা। **(২৩) ২১২৪১৫২৬,** বিওএক্সএনএইচএল ওয়াগন ইত্যাদির জন্য বডি সাইড অ্যারেঞ্জমেন্ট কমপ্লিট। ৪,৭৯,০৩০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১৬.০৮.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে (ক্র নং ২১ থেকে ২৩-এর জন্য)। **(২৪) ১০২৪১৩৬৩,** অক্সিলিয়ারি সুইচ ইত্যাদি সহ কনট্যাক্টর অক্সিলিয়ারি ১৫০ এএমপিএস। ১,৩৩,৫২০ টাকা। **(২৫) ১৪২৩১০০১,** মাইক্রো কন্ট্রোলার লজিক কার্ড (এমএলবি১=৫০% এবং এমএলবি ২=৫০%), সিঙ্গল সেকশন ডিজিটাল টাইপ অ্যাক্সেল কাউন্টারের জন্য সংগ্রহের কাজ। ১,৩৬,৮৩০ টাকা। **(২৬) ১৫২৩৫০৮৪এ,** ৫০এম ডিএসএল এবং রিমোট কন্ট্রোল সমেত ২৫ টন ইওটি ক্রেন সংগ্রহের কাজ। ১,৪৭,০০০ টাকা। **(২৭) ১৫২৩৫১৪৯সি,** ১০ টন ক্ষমতাসম্পন্ন ইওটি ক্রেন, স্পেসিফিকেশন সিওএফএমওডব্লু স্পেসি. নং সিওএফএমওডব্লু/আইআর/ইওটিসি/২০২০, রেভ-০ অনুসারে সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা, সূচনার কাজ। ৯০,৪১০ টাকা। **(২৮) ১৫২৪৫০০৯এ,** এএমএফ প্যানেল ইত্যাদি সমেত ডিজেল জেনারেটিং সেট ৫০০ কেভিএ সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা এবং সূচনার কাজ। ১,২১,০০০ টাকা। **(২৯) ২১২৪১০১৮,** কাসনাব ২২ এনএলবি বগি (মডিফায়েড সেপারেট টাইপ পিভট-এর জন্য)র কাস্ট স্টিল বোলস্টার। ৩,৪২,৮৬০ টাকা। **(৩০) ২১২৪৫০০৪এ,** কাসনাব ২২ এইচএস কাস্ট স্টিল বগি ফ্রিকশন ডাম্পিং অ্যারেঞ্জমেন্ট সমেত বি.জি. বিভিসিএম ওয়াগন ইত্যাদির জন্য। ১৪,৭৬,৪২০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১৯.০৮.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে (ক্র নং ২৪ থেকে ৩০-এর জন্য)। **(৩১) ২১২৪১১৪৪এ,** বেয়ারিং (দূর ও নিকট প্রান্তের) ইত্যাদি। ০ টাকা। **(৩২) ২১২৪১৩৮৮এ,** লক লিফ্ট লিভার হুক ইত্যাদি। ৯৬,৭৫০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ২১.০৮.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে (ক্র নং ৩১ ও ৩২-এর জন্য)। **(৩৩) ০১২৪১১২৭,** হট ফোর্জড সলিড স্টিল রিভেট ইত্যাদি সংগ্রহের কাজ। ০ টাকা। **(৩৪) ০৮২৪১০৬৯,** ভোল্টেজ কন্ট্রোলার ইত্যাদি সমেত ইলেকট্রনিক রেকটিফায়ার-কাম-রেগুলেটিং ইউনিট (ইআরআরইউ) সংগ্রহের কাজ। ১,৭৮,৭৫০ টাকা। **(৩৫) ১০২৪১১২৫,** এন-৩২ ট্যাপ চেঞ্জার-এর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সাব কিট এওএইচ-১। ১,৪৬,৮৩০ টাকা। **(৩৬) ১১২৪১১১৫এ,** পিনস, বুশেস, ওয়ার প্লেট ইত্যাদির সেট। ১,২৭,৪১০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ২৬.০৮.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে (ক্র নং ৩৩ থেকে ৩৬-এর জন্য)। **(৩৭) ১০২৪১৪৬৭,** বন্ডেড স্যান্ডউইচ মাউন্টিং প্যাড ইত্যাদি ক্রয়। ১,১৫,৩১০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ০২.০৯.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে **(৩৮) ২০২৪১৯০২,** ১/২" ড্রেন কক অ্যাসেম্বলি, কেপিএ ড্রয়িং নং ইআর/কেপিএ/ইএল/এআর.৩এইচই.১৫৪০সি (শীট ১ ও ২)। ১,০৫,০৫০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১৬.০৯.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(৩৯) ১০২৪১৭৯২,** ট্র্যাকশন মোটর কুলিং ব্লোয়ার ইত্যাদি সংগ্রহের কাজ। ১,৫২,২৭০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ০১.১০.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ০ (ক্র. নং ১ থেকে ৩৯-এর জন্য)। **সংশোধনীঃ** নিম্নলিখিত টেন্ডারগুলির সংশোধনী দেখতে **www.ireps.gov.in** দেখুন ঃ ০৭২৪৫০১০-এর খোলার নির্ধারিত তারিখ ২৩.০৭.২০২৪-এ। **দ্রষ্টব্য ঃ** উপরোক্ত সকল টেন্ডারগুলি ই-টেন্ডার এবং **https://www.ireps.gov.in**-এ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে উক্ত টেন্ডারগুলির দরপ্রস্তাব দাখিল করতে সকল টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারগুলির সম্পর্কে আরও জানতে ও অন্যান্য সরবরাহ টেন্ডারের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন।
STORES-26/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

OFFICE OF THE
Mahalandi-1 Gram Panchayat
(Under Kandi Panchayet Samity)
P.O.- Mahalandi, Dist. – Murshidabad. (W.B.)
Sealed tender is hereby invited from the experienced bidders for execution of works. NIT Notice No- 05/MHND-I.G.P/2024-25, Tender ID: 2024_ZPHD_715635_1 (Construction a Mother & Child care centre to the Mahalandi-I GP office AMOUNT :- 1055000.00) & 2024_ZPHD_715635_2 (Upgradation Mother & Child care centre Under Mahalandi-I GP, AMOUNT- 1250000.00). For detals please visit website : www.wbtenders.gov.in.
Sd/-
Prodhan
Mahalandi-1 Gram Panchayat

NARUGRAM GRAM PANCHAYAT
(Raina-I Panchayat Samity)
NOTICE INVITING e-TENDER
No.: :WB/RAINA-I/NGP/eNIT- 10
E-Tender are invited by the Prodhan, Narugram Gram Panchayat Raina-I Panchayat Samity,for 7(Seven)different works. Date of closing of Submission Technical Bid & Financial Bid(Online): **31/07/2024 at 18:00 Hrs**. Bid Opening Date & Time for Technical Bid (online): **02/08/2024 18:00 Hrs**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Narugram Gram Panchayat

Tender has invited by the Executive Officer, Pursurah Panchayat Samity for **Construction for Installation of Solar Drinking Water ATM at Gholdigrui 3no Deep tubewell. NIT No. 09/PUR/24-25 Dt.-23.07.2024, Tender ID No 2024_ZPHD_719953_1 to 6**. Last date for submission of Tender: **31/07/24 up to 5.00 P.M. Wbtenders.gov.in**
Sd/- Executive Officer
Pursurah Panchayat Samity
PursurahHooghly**

Office of the Executive Officer
Balarampur Panchayat Samiti
P.O.-Rangadih, Dist.-Purulia, Pin-723143
Notice inviting e-tender office of the Executive Officer, Balarampur Balarampur Panchayat Samiti, Dist. Purulia. NIeT No. WB/EO BLR/PS/NIET-01/2024-25 SL. NO.1 to 27, Fund – 15 th FC/ 2024 25. Last date of dropping on 30.07.2024 up to 4.50 PM. For more details go to website: wbtenders.gov.in.
Sd/- Executive Officer
Balarampur Panchayat Samiti

E- tender notice
NIT No. 322/CGP/2024
&
323/CGP/2024
Online bids are invited from bonafide contractors for listed works under 15 TH FC (tied & Untied) Last date of online bid submission-30/07/2024 For details information contact
Sd/-
Prodhan,
Chaktentul Gram Panchayat
Rondia, Galsi-I, PurbaBardhaman

E- tender notice
NIT No. BGP / 314 / 2024
&
BGP / 315 / 2024
Online bids are invited from bonafide contractors for listed works under 15 TH FC (tied & Untied) Last date of online bid submission-01/08/2024 For details information contact
Sd/-
Prodhan,
Budbud Gram Panchayat
Budbud, Galsi-I, PurbaBardhaman

E-TENDER INVITING NOTICE
Tender Reference no.:- i) WB/HOW/BJPS/CGP/108/NIT-05/24-25
Electronic Tenders are hereby invited by the Pradhan,Chamrail Gram Panchayat, Bally Jagacha Block for implementation of Six (06) no. work within Chamrail Gram Panchayat, Howrah. Details are available in https://wbtenders.gov.in & https://etender.wb.nic.in and Office Notice Board.
Sd/-
Pradhan
Chamrail Gram Panchayat

Office of the Prodhan
GANGADHARPUR GRAM PANCHAYAT
Panchla, Howrah
NOTICE INVITING TENDER No. (1) GGP/106/2024
Scheme wise separate Online Tenders are hereby invited by the undersigned for total 11(Eleven) Nos. Similar works from reputed, bonafied & resourceful contractors. Submission of Bid through online will be started from 23/07/2024 up to 5 p.m. on 07/08/2024. The tender will be opened on 09/08/2024 after 1 PM. For details, please visit office of the undersigned on any working days.
Sd/- Prodhan
Gangadharpur Gram Panchayat

গুজরাট এনআরই কোক লিমিটেড - লিকুইডেশন

নিলামের পাবলিক নোটিশ

নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণের কাছে নোটিশ দেওয়া হল যে **গুজরাট এনআরই কোক লিমিটেড**-এর মালিকানাধীন নিম্নোল্লিখিত সম্পদ এবং আইটেমগুলি - লিকুইডেশনে (''জিএনসিএল''), ''ই নিলামের মাধ্যমে'' নিচে উল্লেখিত শর্তাবলীর অধীনে বিক্রি করা হচ্ছে। বিক্রয় কোন ওয়ারেন্টি বা ক্ষতিপূরণ ছাড়া হয়

১. নিলামের তারিখ এবং সময়	**বৃহস্পতিবার, ২২ জুলাই, ২০২৪, সকাল ১১.০০ থেকে বিকাল ৫.০০ পর্যন্ত।** প্রতিটি নিলামের ''৫ মিনিট'' সীমাহীন এক্সটেনশন থাকবে অর্থাৎ ই নিলামের শেষ সময় প্রতিবার ৫ মিনিট বাড়ানো হবে যদি নিলাম বন্ধ হওয়ার শেষ ৫ মিনিটের মধ্যে একটি বিড করা হয়।
২. বিক্রয়ের জন্য সম্পদ / আইটেম	ব্লক এ . ১,৬৮,০০৩.০০ বর্গ মিটার জমি (এতে কাঠামো সহ) প্লট নং ৫৮৭ থেকে ৫৯১ এবং ৫৯৪ থেকে ৫৯৮, KIADB ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, বেলুড়, ধারওয়াড়- ৫৮০০১১, কর্ণাটক। ব্লক বিঃ তালিকাবিহীন ইক্যুইটি শেয়ারে বিনিয়োগ (বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.gujaratnrecoke.com ওয়েবসাইটে প্রসেস মেমোরেন্ডাম দেখুন)
৩. সংরক্ষিত মূল্য	ব্লক এ. আইএনআর ৩৭,০২,৫৯,১০০ /- (সাঁইত্রিশ কোটি দুই উনষাট হাজার একশো টাকা মাত্র) ব্লক বি. আইএনআর ১,৭৩,৪৮,৪৩৪/- (এক কোটি তিয়াত্তর লক্ষ আটচল্লিশ হাজার চারশো চৌত্রিশ টাকা মাত্র)
৪. বায়না অর্থ জমা	ব্লক এ. আইএনআর ৩,৫০,০০,০০০ /- (তিন কোটি ৫০ লক্ষ টাকা মাত্র) ব্লক বি. আইএনআর ১৭,০০,০০০ /- (সতেরো লাখ টাকা)
৫. নিলামে অংশগ্রহণ	সমস্ত আগ্রহী ক্রেতাদের অবশ্যই www.gujaratnrecoke.com ওয়েবসাইটে হোস্ট করা প্রাসঙ্গিক এবং প্রযোজ্য নিয়ম ও শর্তাবলী বা প্রক্রিয়া স্মারকলিপি (যেমনটি হতে পারে) মেনে চলতে হবে।
৬. যোগ্যতা নথি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	শুক্রবার, জুলাই ০৯, ২০২৪
৭.যোগ্য দরদাতার ঘোষণা	সোমবার, আগস্ট ১২, ২০২৪
৮. ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	মঙ্গলবার, ২০ আগস্ট, ২০২৪ সন্ধ্যা ০৭.০০ বা তার আগে

সমস্ত আগ্রহী দরদাতাদের শুধুমাত্র ইমেলের মাধ্যমে আন্ডারসিয়ানদের সাথে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। liquidator.gnclgmail.com/ liquidator.gncldecoderesolvency.com এ লিখে

সুমিত বিনানী লিকুইডেটর
sumit_binani@hotmail.com
স্থানঃ কলকাতা
তারিখ ঃ জুলাই ২৪, ২০২৪
IBBI রেজিস্ট্রেশন নম্বর : IBBI/IPA-001/IP-N00005/2016-17/10025

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-I, BR-III, KMC invites e-tender online percentage bid system for the following work:
NIT No. : LTG/51/WD-32/BR-III/Z-I/24-25
Name of the work: **Repairing works of Bustee lighting arrangements system at Basanti Colony Bustee, Hatath Colony Bustee and other Bustee in Ward No.-32.** Estimated amount: **₹ 1,48,304.41.** Earnest money: **₹ 3,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date of submission of bid: **03.08.2024 (12 noon).** The bid forms and other details are available on & from **23.07.2024 (1 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-II, KMC invites e-tender by two bid system for the following works:
(1) NIT No. : LTG/43/47/VI/Z-II/24-25
Name of the work: **Supply and delivery of LED fittings for installation at various places in Ward No.-47.** Estimated amount: **₹ 4,98,211.00.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **10 days.**
(2) NIT No. : LTG/41/55/VI/Z-II/24-25
Name of the work: **Installation of LED light fittings arrangement at C.I.T Road, Convent Road and other various places in Ward No.-55.** Estimated amount: **₹ 1,96,369.25.** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Period of completion: **15 days.**
(3) NIT No. : LTG/45/62/VI/Z-II/24-25
Name of the work: **Miscellaneous repairing of street lighting system at Sariff Lane, Kumedan Bagan Lane and other places in Ward No.-62.** Estimated amount: **₹ 2,98,153.01.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **15 days.**
(4) NIT No. : LTG/53/55/VI/Z-II/24-25
Name of the work: **Miscellaneous repairing of street lighting system at Anand Palit Road, Chatubabu Lane and other places in Ward No.-55.** Estimated amount: **₹ 2,98,136.85.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **15 days.** Last date and time of submission of bid: **03.08.2024 up to 1 pm (For Sl. No. 1 to 4).** The bid forms and other details are available on and from **24.07.2024 (1 pm) (For Sl. No. 1 to 4)** from the website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 4).**

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-IV, BR-X, KMC invites tender online, two part bid system for the following work:
NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/48/24-25
Name of the work: **Installation of LED strips at Prince Anwar Shah Road in Ward No.-93, BR-X.** Estimated amount: **₹ 4,98,233.20.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **20 days.** Last date and time of submission of bid: **05.08.2024 up to 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **23.07.2024 from 5 pm** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Electrical), Lighting (CRM), KMC invites tender online, two bid system for the following works:
(1) NIT No. : KMC/NBG/LTG/CRM/e-03/23-24
Name of the work: **Restoration of impeller, strainers of mist eliminator, valves etc. in wooden pyres of Nimtala Burning Ghat.** Estimated amount: **₹ 3,83,960.00.** Earnest money: **₹ 8,000.00.** Period of completion: **10 days.**
(2) NIT No. : KMC/NBG/LTG/CRM/e-01/24-25
Name of the work: **Restoration of furnace no.-4 at Old Complex of Nimtala Burning Ghat.** Estimated amount: **₹ 4,44,188.00.** Earnest money: **₹ 9,500.00.** Period of completion: **7 days.**
(3) NIT No. : KMC/NBG/LTG/CRM/e-02/24-25
Name of the work: **Restoration of furnace no.-3 at New Complex of Nimtala Burning Ghat.** Estimated amount: **₹ 4,45,222.00.** Earnest money: **₹ 9,500.00.** Period of completion: **7 days.** Last date and time of submission of bid: **03.08.2024 at 5 pm (For Sl. No. 1 to 3).** The bid forms and other details are available on and from **24.07.2024 at 5 pm (For Sl. No. 1 to 3).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3).**

The Executive Engineer (Electrical), Lighting-HQ, KMC invites tender online, two bid system for the following works:
(1) NIT No. : KMC/LTG/EE(E)/CMO/11/24-25
Name of the work: **Comprehensive annual maintenance contract of AC machines installed at different sections of Finance & Account Department and switchgear room at CMO Building under KMC.** Estimated amount: **Open quotation.** Earnest money: **₹ 8,900.00.** Period of completion: **365 days.**
(2) NIT No. : KMC/LTG/EE(E)/CMO/36/24-25
Name of the work: **Annual maintenance contract for ductable air conditioning units at 3rd Floor of Hogg Market (Phase-II West Block) PD Building under KMC.** Estimated amount: **Open quotation.** Earnest money: **₹ 9,000.00.** Period of completion: **365 days.** Last date and time of submission of bid: **31.07.2024 (2 pm) (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **24.07.2024 (2 pm) (For Sl. No. 1 & 2).**
(3) NIT No. : KMC/LTG/EE(E)/CMO/23/24-25
Name of the work: **Renovation of electrical system at different places of CMO Building under KMC.** Estimated amount: **Open quotation.** Earnest money: **₹ 9,200.00.** Period of completion: **10 days.** Last date and time of submission of bid: **02.08.2024 (2 pm).** The bid forms and other details are available on and from **26.07.2024 (5 pm) (For Sl. No. 1 & 2).** The website: **https://wbtenders.gov.in/ (For Sl. No. 1 to 3).**

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-V, BR-XIII, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:
(1) NIT No. : KMC/LTGV/119/24-25/GSB (1st Call)
Name of the work: **Installation of LED acrylic glow sign board in two prime locations in Ward No.-119.** Estimated amount: **₹ 4,81,436.70.** Earnest money: **₹ 9,650.00.** Period of completion: **30 days.**
(2) NIT No. : KMC/LTGV/116/24-25/D-BSNL (1st Call)
Name of the work: **Installation of new steel tubular posts adjacent to BSNL posts at water logging areas of P. B. Road, Bamacharan Roy Road, Kolabagan and other areas in Ward No.-116.** Estimated amount: **₹ 4,96,936.32.** Earnest money: **₹ 9,950.00.** Period of completion: **40 days.**
(3) NIT No. : KMC/LTGV/117/24-25/D-REM (1st Call)
Name of the work: **Installation of energy efficient light fittings by replacing existing fittings, damaged due to Natural Wear and Tear and also by Cyclone "Remal" at Jyotish Roy Road, Roy Bahadur Road and other areas in Ward No.-117.** Estimated amount: **₹ 4,97,088.87.** Earnest money: **₹ 9,960.00.** Period of completion: **40 days.**
(4) NIT No. : KMC/LTGV/115/24-25/ILK (1st Call)
Name of the work: **Installation of LED sign board of "I Love Kolkata" at Karunamoyee More X-ing just behind of Gandhi Murti in Ward No.-115.** Estimated amount: **₹ 2,40,718.35.** Earnest money: **₹ 4,820.00.** Period of completion: **30 days.**
(5) NIT No. : KMC/LTGV/118/24-25/DECO2 (1st Call)
Name of the work: **Improvement of lighting system by installing of pole with energy efficient LED fittings at Buroshibtala Main Road (from Chanditala More towards S. N. Roy Road Xing) in Ward No.-118.** Estimated amount: **₹ 4,89,316.72.** Earnest money: **₹ 9,790.00.** Period of completion: **25 days.**
(6) NIT No. : KMC/LTGV/115/24-25/DECO (1st Call)
Name of the work: **Installation of decorative fittings due Natural Wear and Tear at Muchipara Xing, Raja Rammohan Roy Road and other areas in Ward No.-115.** Estimated amount: **₹ 2,89,154.11.** Earnest money: **₹ 5,790.00.** Period of completion: **30 days.** Last date & time of submission of bid: **05.08.2024 (4 pm) (For Sl. No. 1 to 6).** The bid forms and other details are available on & from **23.07.2024 (4 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 6).**
(277/24-25)

ভ্রমণ

ছবির মতো সুন্দর এই গ্রাম রোদের ঢেউয়ে কেন ভাসে, জানতে হলে পড়ুন

এক উপন্যাস আর আধা বিখ্যাত এক নির্মাতার আধা বিখ্যাত এক সিনেমার পথ অনুসরণ করতেই সেখানে যাওয়া। গ্রামটির নাম কর্টোনা। ইতালির তাস্কানি প্রদেশের ছোট্ট পাহাড়ি গ্রাম। যে আধা বিখ্যাত লেখকের কথা বলছিলাম, তাঁর নাম ফ্রান্সিস মায়েস। যুক্তরাষ্ট্রের এক বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি পড়াতেন, নিয়মিত ব্যাকপ্যাক বেঁধে বেড়িয়ে পড়তেন ভ্রমণে। সঙ্গে চলত কবিতা আর ভ্রমণকাহিনি লেখা। তেমনই একটি ভ্রমণকাহিনি 'আন্ডার দ্য তাস্কান সান' ১৯৯৬ সালে চলে এল 'নিউইয়র্ক টাইমস'এর বেস্ট সেলার লিস্টে। সে সম্পর্কে মায়েস নিজেই বলেন, 'বিখ্যাত লেখক হব বলে তো কখনো লিখিনি। তবে এই বইয়ের কল্যাণে অন্তত দুটো বছর খ্যাতির অম্লমধুর স্বাদ পেয়েছিলাম।' আদতে অবশ্য মাত্র দুই বছরমেয়াদী খ্যাতিতেই মায়েস থেমে থাকেননি। ২০০৩ সালে বইটি অবলম্বনে সিনেমা বানান অড্রি ওয়েলস। সিনেমাটি যে খুব দারুণ বিখ্যাত হলো, তা কিন্তু নয়। তবে এর খ্যাতির ধরনটা হলো খানিকটা অন্য রকম। 'ভ্যানিটি' ম্যাগাজিনের ভাষায়, 'অল্প কিছু মানুষেরই হয়তো সিনেমাটি ভালো লেগেছে। তবে যাঁদের ভালো লেগেছে, তাঁদের বেশির ভাগই সিনেমাটিকে ভালোবেসে ফেলেছেন।' ভালোবাসার কথাটা বোধ হয় মিথ্যে নয়। নইলে এই যে আমি, সাদাসিধে বাঙালি কন্যা, নিতান্তই ঝোঁকের বশে ইতালির এক দূর গ্রামে গিয়ে হাজির হব কেন? এই 'কেন'র গল্পটা জানতে হলে অবশ্য ফিরতে হবে অন্তত পনেরো বছর পেছনে। আমি তখন ভরদুপুরে ইতালিয়ান গ্রামে জলের মতো রোদ দেখি না। বরং দুপুরের খাওয়া শেষে লক্ষ্মী (!) মেয়ের মতো জিজ্ঞেস করি, আম্মা, একটু টিভি দেখে তারপর ঘুমাই? সে রকম দুপুরবেলায়ই তাস্কান সানের সঙ্গে আমার পরিচয়। সিনেমাটা দেখে মনে হলো, এমনটা আমি আগে কখনো দেখিনি। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে ফেললাম, বড় হয়ে এমন একা একা কর্টোনায় যাব। সঙ্গে থাকবে বাদামিরঙা ব্যাগ, ব্যাগে থাকবে সূর্যমুখী আঁকা পোস্টকার্ড। গ্রামের ঠিক মধ্যবর্তী যে চত্বরে বসে নায়িকা (ডায়ানা লেন) পোস্টকার্ড লিখলেন, সেখানে বসে আমিও কাউকে কিছু লিখেই ফেলব। তখন বয়স বড্ড কম, সিনেমার মূল শক্তিটা আমার চোখে পড়ল না। দেশি রক্ষণশীল সমাজে বড় হওয়া যেকোনো কিশোরীর মতো আমারও সব ভালো লাগা কেন্দ্রীভূত হলো একা ভ্রমণের অ্যাডভেঞ্চারে। এরপর বহুবার সিনেমাটি দেখেছি। কখনো মনে হয়েছে, পরিচালক আর দশটা হলিউডি সিনেমার মতো একা নারীর ভ্রমণকে 'প্রেম সন্ধানী ভ্রমণ'-এ পরিণত করেননি বলেই সিনেমাটিকে আমি ভালোবাসি। কখনো মনে হয়েছে, অভিনেত্রী ডায়ানা লেনই পুরো সিনেমাটির প্রাণ। এতক্ষণে নিশ্চয় বুঝতেই পেরেছেন যে 'আন্ডার দ্য তাস্কান সান' নারীর একক যাত্রার গল্প। অন্তত সিনেমায় তাই ছিল। সেখানে মূল চরিত্র সোনালি চুলের ফ্রান্সিস। সংসারের পাট চুকিয়ে, ভাঙা হৃদয় নিয়ে তিনি আমেরিকা থেকে ইতালিতে পাড়ি জমিয়েছেন। কদিন ঘুরেফিরে ভাঙা হৃদয়ের পরিচর্যা করাই তাঁর লক্ষ্য। কিন্তু কী এক মায়ায় পড়ে, একদিন ভরদুপুরে কর্টোনা গ্রামে তিনি একটা আস্ত বাড়ি কিনে ফেলেন। পুরোনো, ভাঙা একটা বাড়ি। বাড়ির নাম 'ব্রামাসোল'।

সেই বাড়িকে আপন করে নেওয়ার গল্প নিয়েই সিনেমা। বইয়ের গল্পও বাড়িটিকে ঘিরে। তবে বইটি ছিল আত্মজীবনীমূলক। তাই সেখানে লেখিকা ফ্রান্সিস লিখেছিলেন তাঁর সঙ্গী এডওয়ার্ডের সঙ্গে 'ব্রামাসোল'-এ ঘর বাঁধার গল্প। সিনেমা ও গল্পের অমিল আছে অনেক, তবে মিলেরও কমতি নেই। দুটোতেই প্রেম আছে, মায়া আছে, অভিমানে গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়া চোখের জলের কথা আছে। বইয়ের ফ্রান্সিস যেমন বুনো লেবুপাতার ঘ্রাণ পেয়ে আচ্ছন্ন হয়, সিনেমার ফ্রান্সিসও তেমনি কুড়িয়ে পাওয়া জলপাই বড় ভালোবেসে ঘরে আনে। মোট কথা, দুটো গল্পই সংবেদনশীল নারীর গল্প। সব ব্যস্ততা পেছনে ফেলে এসে তারা দুদণ্ড জিরিয়ে নিচ্ছে, জীবনকে ভালোবাসছে।পনেরো বছর আগে যখন সিনেমা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম, তখনো বইয়ের সন্ধান পাইনি। বই খুঁজে পেলাম এই যে কয়েক মাস আগে বেলজিয়ামের এক পুরোনো বইয়ের দোকানে। স্তূপ করে রাখা ধুলায় জর্জরিত বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে যেদিন বইটি পেলাম, ইতালির টিকিট কাটলাম ঠিক তার পরদিন দুপুরবেলায়। ততক্ষণে বইয়ের অর্ধেক অংশ পড়ে ফেলেছি। বুনো লেবুপাতা আর জলপাইবাগানের ঘ্রাণ যে এখনই নিতে হবে, সে সম্পর্কে আমার আর কোনো দ্বিধাই রইল না। কর্টোনায় যাওয়ার পথ অবশ্য খানিকটা সময়সাপেক্ষ। অর্থকড়ির হিসাবটিসাব করে আমস্টারডাম থেকে প্রথমে গেলাম ইতালির পিসা শহরে। সেখান থেকে পরদিন সকালবেলায় তিন ঘণ্টার ট্রেন। ট্রেন থামল 'কামুসিয়া কর্টোনা' নামের ছোট্ট এক ট্রানজিট স্টেশনে। সেই স্টেশন থেকে বাসে চেপে কর্টোনা গ্রামে পৌঁছাতে হবে বলেই জানতাম। কিন্তু চারপাশে কোনো বাস বা বাসস্টপ কিছুতেই খুঁজে পেলাম না।

তবে ছোট স্টেশনের ততোধিক ছোট ক্যাফে ঠিকই খুঁজে পেয়েছি। সেখান থেকে সদ্য বেক করা করনেটোর ঘ্রাণ আসছে। ফরাসি ক্রসাঁর ইতালিয়ান রূপ হলো 'করনেটো'। মূল পার্থক্য নাকি মিষ্টির মাত্রায়। আমার অবশ্য ধারণা, করনেটো আদতে স্বর্গীয় খাবার, পথ ভুলে ইতালিতে চলে এসেছে। যা হোক, স্টেশনের ক্যাফে থেকে স্বর্গীয় করনেটো আর বাসের সন্ধান দুটোই পাওয়া গেল। তবে মিনিট বিশেক পর বাস যখন আমার সামনে এসে দাঁড়াল, আমি নিতান্তই বুরবাকের মতো প্রশ্ন করলাম, ইয়ে মানে, এটা কি বাস?

পরবর্তী অংশ আগামী বুধবার।

ভিনদেশি

এক গ্রামে ভর দুপুরবেলায় হঠাৎ আমার মনে হলো, মার্কেজ বোধ হয় সত্যি। না... মানে...বলছি যে মার্কেজের অন্তত একটা ছোটগল্পকে আমি যেন চোখের সামনে স্পষ্ট দেখলাম। সেই গল্পের কথা বলছি, যে গল্পে দুই ভাই আলো দিয়ে পুরো ঘর ভর্তি করে ফেলল। এরপর আলোর ঢেউয়ে তারা নৌকা বাইছে।

এদিকে শহরজুড়ে জলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে উদ্ভাসিত ঢেউ। যে গ্রামের কথা বলছিলাম, সেখানে রোদ এমন জলের মতো। মনে হয় রোদকে কেউ জলরং বানিয়ে ছবি এঁকেছে। রোদের তীব্রতা নেই, তবে ঝকঝকে আলোর খেলা আছে। সেই আলোয় ভাসছে ঘড়িসমেত গির্জার চূড়া, ঝুড়িভর্তি কমলালেবু আর পাথুরে চত্বরে বসে থাকা বাদামি বুড়োর নীলচে টুপি। অথচ মার্কেজের মতো জগদ্বিখ্যাত লেখককে স্মরণ বা অনুভব করতে আমি সে গ্রামে যাইনি। বরং আধা বিখ্যাত এক লেখকের আধা বিখ্যাত

আলুর দাম বস্তা ৫০কিলো পিছু গড়ে ১৫০-২০০ টাকা বেড়ে গিয়েছে

দুরন্ত বার্তা, হুগলি , ২৩ জুলাই ঃ আলু নিয়ে চরম সঙ্কট। বাজারে আলু অমিল। যাও পাওয়া যাচ্ছে তাতে এক কিলো আলু কিনতেই হিমশিম মধ্যবিত্ত। গুচ্ছ কচকচে নোট নিয়ে বাজারে গেলে থলে ভরছে অর্ধেক। সোমবার থেকেই কর্মবিরতি ডেকেছে পশ্চিমবঙ্গ প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতি। মঙ্গলবার দ্বিতীয় দিন। এখনও পর্যন্ত সমাধান সূত্র বেরোয়নি। রাজ্য সরকারের সঙ্গে এদিনই বৈঠকে বসার কথা রয়েছে তাঁদের। সেখানে কিছুটা আশার আলো দেখার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ীদের কর্মবিরতিতে সোমবার পর্যন্তও সামিল হননি সিঙ্গুর ও হরিপালের আলু ব্যবসায়ীরা। তাতেই কিছুটা আশার আলো। বাজারে এখনও পর্যন্ত যা আলু দেখছেন, তা সিঙ্গুর ও হরিপালেরই। সোমবার সিঙ্গুর থেকে দিনে পাঁচশো বস্তা আলু বের হয়। এক বস্তায় থাকে ৫০ কিলো আলু। সোমবার সিঙ্গুর ও হরিপাল থেকে ২০ হাজার মেট্রিক টন আলু বেরিয়েছে। সেই আলুই এখন কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোতে পাওয়া যাচ্ছে। মঙ্গলবার থেকে তাঁরাও কর্মবিরতিতে সামিল। ফলে বাজারের চক্র অনুযায়ী, জোগান কম, চাহিদা বেশি, অতঃপর চড়া দাম। সোমবারও কলকাতার বাজারগুলোতে জ্যোতি আলুর দাম ৩৪ থেকে ৩৫ টাকা চন্দ্রমুখী ৩৮ থেকে ৪০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়েছে। মঙ্গলবার তা প্রতি ক্ষেত্রেই কিলো দরে অনেকটাই বেড়েছে। ৪৫ থেকে ৫০ টাকা কিলো দরে আলু বিকোচ্ছে। ব্যবসায়ীরাই বলছেন, বাজারে জোগানের অভাবে ইতিমধ্যেই আলুর দাম বস্তা (৫০কিলো) পিছু গড়ে ১৫০-২০০ টাকা বেড়ে গিয়েছে । এক বস্তা আলুর দাম ১২৫০ থেকে ১৩০০ টাকা। সঙ্গে জমি থেকে আলু হিমঘর ও হিমঘর থেকে মার্কেটে নিয়ে যাওয়ার খরচ বাবদ ৪৫০ টাকা অতিরিক্ত। উল্লেখ্য, এই ৪৫০ টাকা ধ্রুব থাকে। অর্থাৎ এক বস্তা আলুর দাম যদি ২০০ টাকাও হয়, তাহলে তার সঙ্গে ৪৫০ টাকা খরচ হবে বাজার পর্যন্ত সেই আলু পৌঁছতে। ফলে এক বস্তা আলুর দাম এখন ১৭০০ টাকার বেশি। কিন্তু তারপরেও পর্যাপ্ত আলো মিলছে না বলে দাবি পাইকারি ক্রেতাদের। ২০ হাজার মেট্রিক টন হিমঘর থেকে বেরি সিঙ্গুরের পাইকারি আলু ব্যবসায়ী বলেন, ''বনধে তো ব্যবসায়ীদেরও ক্ষতি। আলু তো স্টকে থেকে যাবে। আলু স্টোরেজ বেরিয়ে গেলেই ভালো। কিন্তু পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে, যে বন্ধ ডাকতে বাধ্য হয়েছে। তবে আমরা সাধারণ মানুষের কথা ভেবেই সেই বন্ধে সামিল নই। তবে দ্রুত সমস্যা সমাধান হওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতি। মঙ্গলবার রাজ্যের সঙ্গে ব্যবসায়ী সমিতির বৈঠক হওয়ার সম্ভবনা কথা জানিয়েছে প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতি। মন্ত্রী বেচারাম মান্না বললেন, ''সরকারি নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। বাজারে তাঁদের কর্মবিরতি নিয়ে নিশ্চয়ই আলোচনা করে একটা রাস্তা বেরোবে।

ট্রাকের ধাক্কায় কুকুরের মৃত্যু, অলৌকিক ভাবে সে সমাধি থেকে বেরিয়ে এসেছে

সিওল, ২৩ জুলাইঃ ট্রাকের ধাক্কায় কুকুরটির মৃত্যু হয়েছিল ভেবে মাটি খুঁড়ে সমাধিস্থ করা হয়েছিল। কিন্তু চার দিন পর অলৌকিকভাবে সে সমাধি থেকে বেরিয়ে এসেছে। দক্ষিণ কোরিয়ার ইয়েংচিউন শহরের কাছে একটি গ্রামে অবিশ্বাস্য এ ঘটনা ঘটেছে। গ্রামবাসীর কাছে এই কুকুর এখন 'দেবী' হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে সাত বছর আগে। দক্ষিণ কোরিয়ার এক টিভিতে 'হোয়াট অন আর্থ' অনুষ্ঠানে হোসুন নামের এই কুকুরের অলৌকিকভাবে বেঁচে ওঠার কাহিনি উঠে এসেছে তার মালিকের বর্ণনায়। গ্রামের মানুষ বিশ্বাস করেন, কুকুরটি নিজেই সমাধির মাটি সরিয়ে বেরিয়ে এসেছে। এর মাধ্যমে সে নতুন এক জীবন পেয়েছে। সাত বছর আগে বাড়ির বেষ্টনী ডিঙিয়ে পালানোর সময় হোসুন ট্রাকের ধাক্কায় মারাত্মকভাবে আহত হয়। প্রতিবেশী এক ব্যক্তি ঘটনাটি দেখে দ্রুত কুকুরটিকে উদ্ধার করেন। কিন্তু তিনি দেখতে পান, তার কোনো হৃৎস্পন্দন নেই। তখন তিনি ভেবেছিলেন, কুকুরটি মারা গেছে। ফলে বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে তিনি মালিকের পক্ষে গর্ত খুঁড়ে কুকুরটিকে সমাহিত করেন। কুকুরটির মালিক কিম-সান-হ সে সময়ের ঘটনা স্মরণ করে বলেন, 'এই ঘটনা আমার হৃদয় ভেঙে দিয়েছিল। হোসুনের জন্য আমার প্রার্থনা করা ছাড়া আর কিছু করার ছিল না।' কিম বলেন, তাঁর প্রার্থনা কাজে এসেছে। কুকুরটিকে সমাধিস্থ করার চার দিন পর তিনি হোসুনের গোঙানির শব্দ শুনতে পান। দ্রুতই তাঁর স্বামী শব্দের উৎস খোঁজা শুরু করেন। তিনি দেখতে পান, কুকুরটি একটি গর্তে পড়ে আছে। তার পুরো দেহ কাদায় আবৃত। কিমের স্বামী ওই মুহূর্তের কথা স্মরণ করে বলেন, 'হোসুনকে এ অবস্থায় দেখে আমার শরীরের লোম খাড়া হয়ে যায়। কারণ, আমি জানি, সে মারা গেছে। এটা সত্যিই এক রহস্য।' ট্রাকের ধাক্কায় কুকুরটির দেহের বেশ কয়েকটি হাঁড় ভেঙে গিয়েছিল বা মারাত্মক আঘাত পেয়েছিল। ফলে সে হাঁটতে বা ঠিকমতো নড়াচড়া করতে পারছিল না। তাঁরা দ্রুত কুকুরটিকে জল খাওয়ান ও পশুচিকিৎসকের কাছে নিয়ে যান। কিছুটা সমস্যা থাকলেও কুকুরটি এখন মোটামুটি সুস্থ। কিম ও তাঁর স্বামী কুকুরটিকে তাঁদের সন্তানের মতো যত্ন করেন। তাকে সব ধরনের খাবার দেন। তাকে নিয়ে হাঁটতে বের হওয়া ছাড়া বাকি সময় বেঁধে রাখেন, যাতে সে আবার ব্যথা বা কোনো দুর্ঘটনার শিকার না হয়।

আর এস পির প্রাক্তন মহিলা উপপ্রধানের রক্তাক্ত দেহ ঘিরে চাঞ্চল্য সুন্দরবনে

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২৩ জুলাইঃ আর এস পির প্রাক্তন মহিলা উপ প্রধানের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য এলাকায়। আর এসপি র প্রাক্তন মহিলা উপ প্রধানের রক্তাক্ত অবস্থায় বাড়ির মধ্য থেকে দেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে জয়নগর লোকসভার অধীন সুন্দরবনের গোসাবার বাগবাগান এলাকায়। মৃতার নাম অমিতা পাত্র(৬১) তিনি রাঙাবেলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ২০০৩ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত উপ প্রধান ছিলেন আর এস পির। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার রাতে। ঘটনার খবর পেয়ে মঙ্গলবার সকালে দেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য নিয়ে গিয়েছে গোসাবা থানার পুলিশ। অমিতা পাত্রের শরীরের একাধিক জায়গায় ধারালো অস্ত্রের কোপের আঘাত রয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান তাঁকে খুন করা হয়েছে। বাড়ির মধ্যে ওই বৃদ্ধার দেহের পাশ একটি ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করেছে গোসাবা থানার পুলিশ। মঙ্গলবার একটি অস্বাভাবিক মৃত্যু র মামলা রুজু করেছে গোসাবা থানার পুলিশ। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে এই ঘটনার সঙ্গে কোন রাজনীতির যোগ নেই বলে স্থানীয় সূত্রে খবর।

বিধায়কের উদ্যোগে সঙ্গীত মেলার সূচনা বর্ধমানে

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৩ জুলাই ঃ বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাসের উদ্যোগে মঙ্গলবার থেকে পূর্ব বর্ধমান জেলায় শুরু হয়ে গেল ৯ দিনব্যাপী সংগীত মেলার অনুষ্ঠান। এদিন বর্ধমানের সংস্কৃতি লোকমঞ্চে এই সঙ্গীত মেলার শুভ উদ্বোধন করলেন বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী শান্তনু রায় চৌধুরী। সঙ্গীত শিল্পী ছাড়াও এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাটোয়ার বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার, বর্ধমান পৌরসভার চেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকার , জেলা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক রামশংকর মন্ডল সহ একাধিক আশ্রমের স্বামীজি, বর্ধমান পৌরসভার একাধিক কাউন্সিলর, সহ বর্ধমান জেলার বিশিষ্ট গুণীজনরা। এদিন জেলার পাঁচ বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পীকে বিশেষ সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। ওই পাঁচ সঙ্গীত শিল্পীরা হলেন সঙ্গীত গবেষক মানস বসু, রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী ভারতী দাস, সেতারবাদক রাধাকৃষ্ণ পোদ্দার, তবলাবাদক মানিক মজুমদার ও রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী হৈমন্তী হাজরা। বিধায়ক খোকন দাস জানিয়েছেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় বাংলার ঐতিহ্য ও সুস্থ্য ও সংস্কৃতির ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখতেই এই সঙ্গীত মেলার আয়োজন। গত দুবছর এই মেলায় মানুষের প্রচুর সাড়া পেয়েছেন তারা। এবছর এই সঙ্গীত মেলা তৃতীয় বছরে পদার্পন করলো। রাজ্যের বিভিন্ন নামি দামী শিল্পীদের পাশাপাশি জেলার শিল্পীরা এই মঞ্চে তাদের প্রতিভা প্রকাশের সুযোগ পাবেন।

Khanakul-I Gram Panchayat
Khanakul, Hooghly

Notice Inviting e-Tender

Tenderer are invited by the undersigned for 15 nos. work Vide **NIT No : 363, 364 & 365/ Khanakul-I GP/15th CFC/2024** & 03 nos work Vide **NIT No : 366/ Khanakul-IGP/5th SFC/2024, Dated : 22/07/2024, (e-Tender ID : 2024_ZPHD_718937, 2024 _ZPHD_718952, 2024_ZPHD_ 718969 & 2024_ZPHD_ 718975).** Last Date of Submission of Tender Paper **02/ 08/2024.** Intending bidders may Contact at the office of the undersigned & also details are available in Websites: **http:// wbtenders.gov.in**

Sd/-
Pradhan
Khanakul-I Gram Panchayat

নাম পরিবর্তন

আমি, Shriya Agarwal (পুরাতন নাম) পিতা Rajesh Agarwal, ঠিকানা- 5/2, V-1st Floor, Panditia Road, Sarat Bose Road, Kolkata- 700029, P.S.- Gariahat, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 23.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Shreya Agarwal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Shreya Agarwal (নতুন নাম) এবং Shriya Agarwal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Sekh Raju (পুরাতন নাম) পিতা Md Israil, ঠিকানা- 39G, Ekbal Pore Lane, Kolkata- 700023, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 23.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Md Aslam (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Md Aslam (নতুন নাম) এবং Sekh Raju (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Srabani Dasgupta (পুরাতন নাম) স্বামী Abhijit Dasgupta, ঠিকানা- IC/9 Indira Bhavan V C T Rajarhat Gopalpur, Aswini Nagar, P.S. Baguiati, Bidhannagar, 700159, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 23.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Shrabani Dasgupta (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Shrabani Dasgupta (নতুন নাম) এবং Srabani Dasgupta (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Dr. Avijit Dasgupta & Avijit Dasgupta (পুরাতন নাম) পিতা Asok Ranjan Dasgupta, ঠিকানা- IC/9 Indira Bhavan V C T Rajarhat Gopalpur, Aswini Nagar, P.S. Baguiati, Bidhannagar, 700159, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 23.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Abhijit Dasgupta (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Abhijit Dasgupta (নতুন নাম) এবং Dr. Avijit Dasgupta & Avijit Dasgupta (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I TARAMANI DEVI KANDOI, W/O SANT LAL KANDOI, R/O CL-135, SECTOR -2, C . K MARKET , SALT LAKE, PO SECH BHAWAN , KOLKATA - 700091, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TARAMANI KANDOI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/06/2024, THAT TARAMANI KANDOI AND TARAMANI DEVI KANDOI, ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, MANAS KUMAR BANERJEE (OLD NAME), SON OF SUSHIL BANERJEE, RESIDING AT SATIN SEN PALLY,NATUN PUKUR ROAD, PO & PS- BARASAT, NORTH 24 PARGANAS - 700124, WEST BENGAL, INDIA, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MANAS BANERJEE (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/07/2024.THAT MANAS KUMAR BANERJEE AND MANAS BANERJEE BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON PERSON.

Name Change

I ABHAI KUMAR JAISWAL, S/O MAHADEO JAISWAL, R/O 77H/16, KAILASH BOSE STREET, KOLKATA 700006, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ABHAY JAISWAL,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/07/2024, THAT ABHAI KUMAR JAISWAL AND ABHAY JAISWAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I RAKESH KUMAR JAISWAL, S/O RAJENDRA PRASAD JAISWAL, R/O 12A, RAJA RAJ KRISHNA STREET , KOLKATA 700006,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAKESH JAISWAL,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/07/2024,THAT RAKESH KUMAR JAISWAL AND RAKESH JAISWAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, (Old Name) ABDUL MAJIBAR RAHAMAN S/o- ABDUL GOFUR MONDAL, Residing at, Vill- Teinpur, Post- Dighalkandi, Ps- Murutia, Dist- Nadia, Pin- 741152, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from ABDUL MAJIBAR RAHAMAN To ABDUL MAJID MONDAL (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) ABDUL MAJID MONDAL in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 11 Jun 2024, ABDUL MAJID MONDAL and ABDUL MAJIBAR RAHAMAN both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) NIMAI CHANDRA SADHUKHA S/o- NIRANJAN SADHUKHAN, Residing at, Vill- & Post- Dighalkandi, Ps- Murutia, Dist- Nadia, Pin- 741152, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from NIMAI CHANDRA SADHUKHA To NIMAI SADHUKHAN (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) NIMAI SADHUKHAN in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 11 Jun 2024, NIMAI SADHUKHAN and NIMAI CHANDRA SADHUKHA both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) SK NAZRUL ISLAM S/o- SK ABU BAKKAR, Residing at, Vill- Rozi-Suravi, Fuldanga, Post- Santiniketan, Ps- Santiniketan, Dist- Birbhum, Pin- 731235, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from SK NAZRUL ISLAM To SK NOZRUL ISLAM (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SK NOZRUL ISLAM in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 11 Jun 2024, SK NOZRUL ISLAM and SK NAZRUL ISLAM both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) PARTHANA SARKAR (BISWAS) D/o- KHAGEN SARKAR, W/o- GOPAL BISWAS Residing at, Vill- Salalpur, Post- Pakuahat, Ps- Bamangola, Dist- Malda, Pin- 732138, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from PARTHANA SARKAR (BISWAS) To PRATHANA SARKAR (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) PRATHANA SARKAR in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 11 Jun 2024, PRATHANA SARKAR and PARTHANA SARKAR (BISWAS) both are Same and one identical person.

Name Change

I MEENA JAISWAL, W/O RAKESH KUMAR JAISWAL, R/O 12A, RAJA RAJ KRISHNA STREET, KOLKATA 700006, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MINA JAISWAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/07/2024, THAT MEENA JAISWAL AND MINA JAISWAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, HADICHHABIBI MANDAL, WIFE OF ABU HANIF MANDAL, RESIDING AT PATDANGA, NORTH 24 PARGANAS - 743234, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN HADICHHA BIBI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/07/2024. THAT HADICHHABIBI MANDAL AND HADICHHA BIBI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, YESHA DIPAK GATHANI, DAUGHTER OF DIPAK J GATHANI, RESIDING AT 15/B EARLE STREET, PS-BALLYGUNGE, KOLKATA - 700026, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS YESHA D GATHANI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/07/2024. THAT YESHA DIPAK GATHANI AND YESHA D GATHANI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, DIPAK JAYANTILAL GATHANI, SON OF JAYANTILAL POPATLAL GATHANI, RESIDING AT 15/B EARLE STREET, PS-BALLYGUNGE, KOLKATA -700026, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DIPAK J GATHANI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/07/2024.THAT DIPAK JAYANTILAL GATHANI AND DIPAK J GATHANI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I NOOR E - SABA, W/O MD FAROOQUE, R/O 5/G,TOPSIA 2ND LANE, PS-TILJALA, KOLKATA-700039, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NOORE SHABA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/07/2024, THAT NOOR E - SABA AND NOORE SHABA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I AJOY ROY, S/O LATE AJIT KUMAR ROY, R/O 65/3, SEKH PARA LANE,PO-B GARDEN, PS-CHATTERJEEHAT, HOWRAH-711103,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AJOY KUMAR ROY,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/07/2024,THAT AJOY ROY AND AJOY KUMAR ROY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MAHUYA DUTTA, W/O CHANCHAL DUTTA, R/O PACHIM TENTULBERIA, RAJPUR SONARPUR, GARIA, SOUTH 24 PARGANAS, 700084, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MAHUA DUTTA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/07/2024,THAT MAHUYA DUTTA AND MAHUA DUTTA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I UDAI KUMAR , S/O KAPIL MUNI SHAW, R/O KASTO DANGA ROAD, UNIQUE TOWN, PS-SARSUNA, KOLKATA-700061,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS UDAY PRASAD, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/07/2024,THAT UDAI KUMAR AND UDAY PRASAD ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I RAJU CHOWDHARY, S/O LATE KAMALAKANT RAJU CHOWDHURY,R/O MAHISGOTE, PO-KRISHNAPUR,PS-NEWTOWN, BIDHANNAGAR-700102, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAJU CHOWDHURY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/07/2024, THAT RAJU CHOWDHARY AND RAJU CHOWDHURY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I AFSANA BIBI, W/O SAMIM HALDER, R/O V-87 AKRA ROAD, PO BARTALA, Kolkata, 700018, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AFSANA BIBI HALDAR,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/07/2024,THAT AFSANA BIBI AND AFSANA BIBI HALDAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MOHIUDDIN MOLLA, S/O ALAUDDIN MOLLA, R/O Y-166, KHALDHARI MALLICK LANE PO BARTALA, KOLKATA-700018, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD MOHIUDDIN MOLLA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/07/2024,THAT MOHIUDDIN MOLLA AND MD MOHIUDDIN MOLLA,ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, ASHMA BIBI, WIFE OF SHAIKH MOHIM, RESIDING AT KANTABANI, PO-GOBRA, EAST MEDINIPUR - 721441, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ASMATUN BIBI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/07/2024. THAT ASHMA BIBI AND ASMATUN BIBI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, GOBINDA CHANDRA KUNDU,SON OF LATE GOPAL KUNDU, RESIDING AT VILL & P.O-ASANNAGAR PS-BHIMPUR DIST-NADIAPIN-741161, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS GOBINDA KUNDU VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/07/2024. THAT GOBINDA CHANDRA KUNDU AND GOBINDA KUNDU BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, LALITA JAYANTILAL GATHANI, WIFE OF JAYANTILAL GATHANI, RESIDING AT 15/B EARLE STREET, PS-BALLYGUNGE, KOLKATA -700026, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS LALITA J GATHANI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/07/2024. THAT LALITA JAYANTILAL GATHANI AND LALITA J GATHANI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,PALI DIPAK GATHANI,WIFE OF DIPAK J GATHANI, RESIDING AT 15/B EARLE STREET, PS-BALLYGUNGE, KOLKATA -700026,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PALI D GATHANI,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/07/2024.THAT PALI DIPAK GATHANI AND PALI D GATHANI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,PARTH DIPAK GATHANI, SON OF DIPAK J GATHANI, RESIDING AT 15/B EARLE STREET, PS-BALLYGUNGE, KOLKATA -700026,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PARTH D GATHANI,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/07/2024.THAT PARTH DIPAK GATHANI AND PARTH D GATHANI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, CHINTAMONI NASKAR, WIFE OF SANTOSH NASKAR, RESIDING AT MATHURAPUR, PO & PS-SONARPUR, SOUTH 24 PARGANAS - 700150, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUSAMA NASKAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT KOLKATA ON 19/07/2024.THAT CHINTAMONI NASKAR AND SUSAMA NASKAR BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, SHIBAYAN KUMAR SEN,ADDRESS UTTARAYAN APARTMENT 4TH FLOOR, 40, GORIA STATION ROAD,KOLKATA-700084,WEST BENGAL.THAT MY FATHER SANTANU KUMAR SEN SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHANTANU KUMAR SEN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE ON 23/07/2024.THAT SANTANU KUMAR SEN AND SHANTANU KUMAR SEN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

নাম পরিবর্তন

আমি Md. Nasiruddin Mistry (পুরাতন নাম) পিতা Ruhul Amin Mistry ঠিকানা Vill. & P.O. Chandi, P.S. - Bishnupur, 24 Pgs. (S), Pin- 743503, W.B. কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 23-07-2024 এর Affidavit no.20/2024 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Nasiruddin Mistry (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Nasiruddin Mistry (নতুন নাম) ও Md. Nasiruddin Mistry (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, GAGAMAYA KAR (old name) W/O Late Atal Bihari Kar resident of Gitanjali Park, Sarat Bose Lane, P.O. Rajbari, P.S. Airport, Kolkata-700081 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) JOGOMAYA KAR (new name), vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 23/07/2024. GAGAMAYA KAR (old name) and JOGOMAYA KAR (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I, SAMPURNA SAHOO(old name) W/O AMIYA KUMAR SAHOO resident of Vindhyachal 107, Godrej Prakriti, 187 F/1, B.T. Road, Sukchar, Panihati(M), P.O.-Sukchar, Dist-North 24-Pgs, Pin-700 115 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SAMPURNA ROY CHOUDHURY, vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 23/07/2024. SAMPURNA SAHOO and SAMPURNA ROY CHOUDHURY both are same and one identical person.

Name Change

I, NAGINA RAY S/O DURGA RAY resident of 1/4, Motilal 1st Lane, P.S.-Lake, Kolkata-700029, WB,India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name NAGINA RAY resident of 1/4, Motilal 1st Lane, P.S.-Lake, Kolkata-700029 instead of NAGINA PR. YADAV resident of 1/4, Motilal Nehry Road, Kolkata-700029 which is wrongly recorded in my driving license, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore on 19/03/2024. NAGINA RAY and NAGINA PR. YADAV both are same and one identical person.

Name Change

I, Salini Agrahari W/o Monish Agrahari residing at 32B Ganesh Chandra Avenue, Kolkata – 700013, West Bengal, India have changed my name from Shalini Gupta/Shalini Agrahari (Old Name) to Salini Agrahari (New Name) and henceforth shall be known as Salini Agrahari (New Name) vide affidavit dated 22.07.2024 sworn before the Notary Public at Kolkata. Shalini Gupta/Shalini Agrahari and Salini Agrahari all are the same and one identical person

Name Change

I, Monish Agrahari W/o Ram Karan Shaw residing at 32B Ganesh Chandra Avenue, Kolkata – 700013, West Bengal, India have changed my name from Manish Gupta/ Manish Agrahari (Old Name) to Monish Agrahari (New Name) and henceforth shall be known as Monish Agrahari (New Name) vide affidavit dated 22.07.2024 sworn before the Notary Public at Kolkata. Manish Gupta/ Manish Agrahari and Monish Agrahari all are the same and one identical person.

Name Change

I, Sahida Begum W/o. Late Md. Siraj R/o. Flat No.- 302, 3rd Floor 290, G.T. Road, P.O. + P.S.- Shibpur, Dist.- Howrah, Pin-711102 shall henceforth be known as Sahida Begam. I declare that Sahida Begam and Sahida Begum is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 23-07-2024.

Name Change

I, Sirajul Sekh S/o. Late Samad Sekh R/o. Vill.- Pindira, Majherpara, P.O.- Pindira, P.S. – Mongalkot, Dist.- Purba Bardhaman, Pin-713143 that my deceased father who previously known as Late Saikh Abdul Samad shall henceforth be known as Late Samad Sekh. I declare that my deceased father Late Samad Sekh and Late Saikh Abdul Samad is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 23-07-2024.

Name Change

I, Saikh Sirajul S/o. Late Samad Sekh R/o. Vill.- Pindira, Majherpara, P.O.- Pindira, P.S. – Mongalkot, Dist.- Purba Bardhaman, Pin-713143 shall henceforth be known as Sirajul Sekh. I declare that Sirajul Sekh and Saikh Sirajul is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 23-07-2024.

Name Change

I, Madhabi Dutta W/o. Abhijit Nag R/o. 2/60, Viveknagar, P.O. - Santoshpur, P.S. - Garfa, Kolkata-700075, W.B., India shall henceforth be known as Madhabi Nag. I declare that Madhabi Nag and Madhabi Dutta is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 19-07-2024.

বর্ষা মৌসুমে কাশী ভ্রমণ আর ব্যারাম

কাশী, ২৩ জুলাই ঃ বর্ষা মৌসুমে কাশী ভ্রমন কালে ব্যারাম যদি হয়ে তা হলে কি করণীয়? অন্তত হোমিপ্যাথি হলেও কিছুটা সুরাহা। পাবেন কোথায়, সে নিয়েই এই লেখা। বর্ষা মানে তীব্র দাবদাহের পর একরাশ স্বস্তি। তাই গোটা গ্রীষ্ম জুড়ে রাজ্যবাসী তাকিয়ে থাকে বর্ষার আশায়। তবে এই বছর বর্ষা দ্বৈত নীতি নিয়ে এসেছে। একদিকে কাশীর পাশাপাশি অঞ্চলে তীব্র বৃষ্টিতে বন্যা পরিস্থিতি তো উল্টোদিকে কাশীতে বৃষ্টির ঘাটতি। সবমিলিয়ে পরিস্থিতি বেজায় জটিল। কিন্তু বর্ষার এমন খামখেয়ালিপনাতেও জ্বর-সর্দি-কাশি-গলাব্যথার কোনও বিরাম নেই। কাশী ভ্রমণে এই সমস্যায় পড়লে, আপনার থাকার পাশেই বাঙালি টোলা অঞ্চলেই পেয়ে যাবেন হোমিপ্যাথি ডাক্তার, দোকান এমন কি দাতব্য প্রতিষ্ঠান গুলি। প্রথমেই বোলতে হয় গোদৌলিয়া অঞ্চলের কথা। জানেন নিশ্চই এই গোদৌলিয়া শব্দ কিন্তু গোদাবরী শব্দের অপভ্রংশ। গোদাবরী নদীর শাখা এক সময় এখান থেকে বয়ে গঙ্গায় মিলিয়ে যেত। একাধিক নদী যেখানে সঙ্গম হয় সেই স্থান কে প্রয়াগ বলা হয়। তাই দশাশ্বমেধ ঘাটের পাশেই আছে প্রয়াগ ঘাট। গোদৌলিয়ার কাছেই এম ভট্টাচার্য্য হোমিপ্যাথিক প্রতিষ্ঠান। এম ভট্টাচার্য্য হলেন মহেশ চন্দ্র ভট্টার্য্য। হোমিপ্যাথির পাশাপাশি বিংশ শতকের প্রথম দিকেই ভট্টাচার্য্য মহাশয় কাশীতে এক টোল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩৩ স্ত্রী হরসু ন্দরী দেবীর নামে একটি ধর্মশালা স্থাপন করেন। ঙ্মহেশ ভট্টাচার্যের জন্ম বৃটিশ ভারতের তৎকালীন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির ত্রিপুরার অন্তর্গত (বর্তমানে বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর উপজেলার) বিটঘরে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ১ লা ডিসেম্বর (১৭ ই অগ্রহায়ণ, ১২৬৫ বঙ্গাব্দ)। তার পিতা ঈশ্বরদাস তর্কসিদ্ধান্ত সুপণ্ডিত ছিলেন এবং মাতা রামমালা দেবী দেব দ্বিজে ভক্তিপরায়ণ নারী ছিলেন। পিতা-মাতার সত্য ও ন্যায়ের আদর্শ তার জীবনে প্রভাব বিস্তার করেছিল বেশি। ছয় বৎসর বয়সে তার পিতৃবিয়োগ ঘটে। দারিদ্রের কারণে তাই প্রথাগত শিক্ষায় বেশিদূর এগোতে পারেন নি। তবে পিতার আদর্শ সম্বল করে মানব জীবনের মহ উদ্দেশ্য সাধনে নিজে অক্লান্ত পরিশ্রম করে জীবন সাধনায. সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, জনগণের মঙ্গলের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। নিঃসম্বল অবস্থায় ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলকাতায় চলে আসেন এবং দীর্ঘ সময় ধরে চেষ্টা করে ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে স্বল্পমূল্যে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ বিক্রয়ের প্রতিষ্ঠান এম ভট্টাচার্য অ্যান্ড কোম্পানি গড়ে তোলেন। পরে কুমিল্লা ও ঢাকাতে এর শাখা খোলেন এবং বিপুল ধনসম্পদের অধিকারী হন।ঙকিন্তু নিজে কৃচ্ছ্রসাধন করে জীবন কাটিযে. মহেশচন্দ্র জনহিতকর কাজে লিপ্ত ছিলেন। বৈষয়িক উন্নতির চেয়ে জ্ঞানচর্চার উন্নতিকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়ে নিজের আয়ের বড় অংশ নিয়মিত ব্যয় করে গেছেন প্রজন্মের শিক্ষা বিস্তারের পেছনে। পিতার স্মৃতিতে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে গরিব ছাত্রের জন্য কুমিল্লা শহরে প্রতিষ্ঠা করেন ঈশ্বর পাঠশালা। ১৯১২ এবং ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে কুমিল্লা শহরের শাকতলায় মায়ের নামে

স্থাপন করেন রামমালা গ্রন্থাগার ও রামমালা হস্টেল। অবিভক্ত ভারতে এই গ্রন্থাগার অজানা ইতিহাসের উজ্জ্বল নিদর্শনের সাক্ষী হয়ে আছে। নারী শিক্ষার জন্য ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে তার আনুকূল্যে কুমিল্লায় স্থাপিত হয় নিবেদিতা গার্লস স্কুল ও নিবেদিতা ছাত্রী নিবাস। নিজ গ্রামে শুরু করেন শিক্ষা সংসদ। ভারতের বারাণসীর কাশীধামে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠা করেন ঈশ্বর পাঠশালা টোল। পানীয় জলের অভাব দূর করতে সেসময় নিজ গ্রামে বহু পুস্করিণী খনন করিয়েছিলেন। যখন তীর্থভ্রমণে বৈদ্যনাথধাম গেলেন, দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। প্রতিদিন চারশত-পাঁচশত মানুষের আহার্য্যের ব্যবস্থা করেন। শীতকালে গরীব মানুষের জন্য শীত বস্ত্র প্রদানের ব্যবস্থা করতেন। ভ্রমণেচ্ছুক যাত্রীদের চার-পাঁচ দিন থাকার জন্য ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় কালীঘাট হস্টেলের ব্যবস্থা করেন। বারাণসীতে স্ত্রী হরসু ন্দরীর নামে এক ধর্মশালা প্রতিষ্ঠা করেন। মহেন্দ্রলাল সরকার, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয় কুমার দত্ত এবং বটকৃষ্ণ পাল প্রমুখ বাংলার পুণ্যলোক ব্যক্তিত্বের মত মহেশচন্দ্র তার ব্যবসায় অর্জিত অর্থের বড় অংশ গরিবদের চিকিৎসায়, বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণে এবং অন্যান্য সামগ্রী প্রদানে নিঃস্বার্থভাবে দান করতেন। রাণী ভবানী স্টেট বাঙালি টোলার মাঝেই অবস্থিত। ঐতিহাসিক তথ্য অনুসারে, রাণী ভবানী ব্রিটিশ ভারতের অর্ধবঙ্গেশ্বরী। নাটোরের জমিদার রামকান্ত একদিন জঙ্গলে শিকার করতে গিয়ে দেখেন, একটি ফুটফুটে মেয়ে গাছ থেকে ফুল তুলছে। জমিদারের মনে ধরে গেল তাঁকে। জেদ ধরলেন, ওই মেয়েকেই তিনি বিয়ে করবেন। নাটোরের কুলবধূ হিসেবে এলেন অবিভক্ত পূর্ব বাংলার বগুড়া জেলার আদমদীঘি থানার ছাতিয়ান এলাকার জমিদার আত্মারাম চৌধুরীর কন্যা ভবানী।১১৫৩ বঙ্গাব্দে অকালে মারা গেলেন স্বামী রামকান্ত। বিশাল জমিদারীর ভার এসে পড়লো রাণী ভবানীর ওপর। ১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দে কাশীধাম বারাণসীতে প্রতিষ্ঠা করেন ভবানীশ্বর শিব ও দুর্গাবাড়ি। তৈরি করেন দুর্গাকুণ্ড ও কুরুক্ষেত্রতলা জলাশয়। এছাড়া হাওড়া থেকে কাশীধাম পর্যন্ত তৈরি করে দেন পাকা রাস্তা, যা রাণী ভবানী রোড বা বেনারস রোড নামে পরিচিত হয়। এটি এখন বোম্বে রোডের অংশ হিসেবে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাঙালি টোলা অঞ্চলে রাণী ভবানী স্টেট এর তারা বাড়ি প্রাঙ্গণে হোমিপ্যাথিক বিশেষজ্ঞ বিকেল বেলায় উপস্থিত থাকেন। তাঁর সঙ্গেও নিজের সমস্যার সমাধান পেয়ে যাবেন। পান্ডে হাভেলী স্থিত ভোলা গিরি আশ্রমের হোমিপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় বিকেল ছটায় খোলা হয়। বাঙালি টোলা স্কুলের পাশেই ঘাটের দিকে রাস্তা ধরে এগিয়ে এসে স্থানীয .কাউকে জিজ্ঞেস করলেই পেয়ে যাবেন ভোলা গিরি আশ্রম। কেদার ঘাটের কাছেই পেয়ে যাবেন হোমিপ্যাথি বিশেষজ্ঞ অভিজি ভট্টাচার্য্য মহাশয় কে। তাঁর বাড়িতেই চেম্বার। স্থানীয় কাউকে জিজ্ঞেস করলেই, আপনাকে তাঁর বাড়ি দেখিয়ে দেবে। এক সময় কাশী তে লকনাথ মৈত্র মহাশয়য়ের এক হোমিপ্যাথি চিকিৎসক রূপে খুব খ্যাতি ছিল। এখন সম্মদার মহাশয়য়ের নাম ডাক। তাঁর সন্তানেরাও সেই নাম দিয়ে কাশীর অনেক অঞ্চলেই হোমিপ্যাথি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। পাতালেশ্বর মহাদেব মন্দিরের কাছেই হোমিপ্যাথিক বিশেষজ্ঞ বিকেল বেলায় উপস্থিত থাকেন। তাঁর সঙ্গেও নিজের সমস্যার সমাধান পেয়ে যাবেন। কাশী তে যদি এই সময় কোন ব্যারাম ঘটে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

এমজেএন মেডিকেল কলেজে এক্স-রে মেশিন বিকল

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৩ জুলাই ঃ এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে এক্স-রে মেশিন বিকল। ফলে গুরুত্বপূর্ণ বেশকিছু এক্স-রে করা যাচ্ছে না। ফলে বিপাকে পড়তে হচ্ছে রোগীদের। এক রোগী সিরাজুল হক কোচবিহারের জেলাশাসকের দপ্তরে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। তাঁর দাবি, তাঁর পায়ে ব্যথা থাকায় তিনি ১৮ জুলাই থেকে ঘুরছেন, তবুও এক্স-রে করাতে পারেননি। হাসপাতালের এমএসভিপি রাজীব প্রসাদ বলেন, 'এক্স-রে মেশিন বিকল হয়েছে ঠিকই। তবে এমারজেন্সি রোগীদের ক্ষেত্রে এনালগ পদ্ধতিতে এক্স-রে করা হচ্ছে।' যদিও হাসপাতাল সূত্রেই জানা গিয়েছে, ডিজিটাল এক্স-রে মেশিনে গোলযোগ দেখা দিয়েছে। অন্য এক্স-রে বন্ধ থাকলেও বুক সংক্রান্ত এক্স-রে স্বাভাবিকভাবেই করা যাচ্ছে।

নাগেরবাজারে হকার উচ্ছেদ অভিযান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ জুলাই ঃ নাগেরবাজার ফ্লাইওভারের তলায় থাকা সমস্ত হকারদের জিনিসপত্র সরিয়ে উচ্ছেদ অভিযান চালালো দক্ষিণ দমদম পৌরসভা ও নাগেরবাজার থানার পুলিশ মঙ্গলবার সকাল থেকেই বিশাল পুলিশ বাহিনীর উপস্থিতিতে এই হকার উচ্ছেদ অভিযানে নামে দক্ষিণ দমদম পৌরসভা মূলত ফ্লাইওভারের তলায় প্রচুর হকার ব্যবসার জন্য বসেন যার ফলে যানজট সৃষ্টি হয় তাই ফ্লাইওভারের তলায় থাকা সমস্ত দোকানপাট বুলডোজারের মাধ্যমে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়.অন্যদিকে হকারদের দাবি তাদের পুনর্বাসন না দিয়ে কোনরকম উচ্ছেদ করা যাবে না এটার জন্য দক্ষিণ দমদম পৌরসভার চেয়ারম্যান কে কৈফিয়ত দিতে হবে।

তিস্তাপারে সরকারী জলা ভুমি দখল মুক্ত অভিযান

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৩ জুলাই ঃ জঙ্গলে অবৈধ রিসোর্ট ভাঙার পর এবার জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি থানার অন্তর্গত তিস্তা নদী পারের দোমোহনীতে রাজ্যে সরকারের পি ডাব্লিউ ডি দপ্তরের অধীনে থাকা জলা জমি দখল মুক্ত করতে অভিযানে নামলো প্রশাসন। মঙ্গলবার দুপুরে ময়নাগুড়ির বিডিও সহ পূর্ত দপ্তর এবং পুলিস দোমোহনীর মরিচবাড়ি সংলগ্ন এলাকায় জলা ভূমি দখল করে গড়ে ওঠা দোকান ভেঙে দেয়, এর পাশাপাশি এই এলাকায় সরকারি জমি এবং জলা ভূমি দখল করে দোকান গোডাউন তৈরি করা ব্যবসায়ীদের আগামি সাত দিনের মধ্যে জায়গা থেকে সরে যাবার নোটিশ জারি করে। এই প্রসঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দা সুনীল সরকার বলেন, আজকে প্রশাসনের লোকজন এসে দোকানটি ভেঙে দেয় এবং জলা ভুমি দখল করে যারা দোকান ঘর তৈরি করছে তাঁদের আগামী সাত দিনের মধ্যে জায়গা খালি করার নির্দেশ দিয়ে গেছেন।।

নেভরা চাবাগানে ফের খাঁচায় আটকে গেল একটি চিতাবাঘ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৩ জুলাই ঃ মাল বমল ব্লকের নেভরা চাবাগানে খাঁচায় আটকা পড়ে আরও একটি চিতাবাঘ। ব্লকের নেভরা চাবাগানে আরেকটি চিতাবাঘকে খাঁচায় আটকে থাকতে দেখা গেছে। আজ চাবাগানের তিন নম্বর সেকশনে খাঁচায় বদি অবস্থায় দেখা গেল চিতাবাঘটিকে। শ্রমিকরা কাজে গেলে খাঁচায় চিতাবাঘটিকে জীবিত দেখে বন বিভাগকে খবর দেয়। মালবাজার বন দফতরের কর্মীরা খাঁচায় বন্দী চিতাবাঘটিকে উদ্ধার করে গরুমারায় নিয়ে যান। প্রাথমিক চিকিৎসার পর চিতাবাঘটিকে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে।

নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ জমি মামলায় গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৩ জুলাই ঃ জমি মামলায় গ্রেফতার নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ এক তৃণমূল নেতা। নকশালবাড়ি ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিকের অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার আসরফ আনসারী। ধৃত নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ। গত ১২ই জুলাই নকশালবাড়ির সেবদেল্লা মৌজায় সরকারি জমি সংক্রান্ত বিষয়ে নকশালবাড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করে নকশালবাড়ি ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক। এই ঘটনায় তদন্তে নেমে প্রথমে ১৯ জুলাই ২জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃত তৃণমূল নেতা ও পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ আসরফ আনসারী জানান, আমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আমি নাকি জমির দালাল এবং মুখ্যমন্ত্রীকে অভিযোগ করেছি বলেই গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক অসুবিধায় পড়ে আমাকে গ্রেফতার।

বাংলাদেশী গরু পাচারকারী কে ধরতে এসে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের মুখে পড়লো পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৩ জুলাই ঃ প্রতিনিয়ত গ্রামে চুরি হয়ে যাচ্ছে গরু। যার ফলে অতিষ্ঠ এলাকাবাসী। গভীর রাতে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত ফাঁসিদেওয়া ব্লকের জালাস নিজামতারা অঞ্চলের রাবভিটা গ্রামে।এদিন রাতে পাঁচ জন বাংলাদেশী গরু পাচারকারী। গ্রামে ঢুকে গরু চুরি করার উদ্দেশ্যে। এরপরে গ্রামবাসীদের হাতে ধরা পড়ে যায় এক বাংলাদেশী গরু পাচারকারী যুবক। সেই যুবককে উদ্ধার করতে এসে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের মুখে পড়তে হলো পুলিশ প্রশাসনকে। দীর্ঘ দু ঘণ্টা ধরে পুলিশ প্রশাসনের সাথে তর্কে জড়িয়ে পড়েন গ্রামবাসীরা। কোনমতেই সেই বাংলাদেশী যুবককে নিয়ে যেতে দেবেন না গ্রামবাসীরা। জানা যায় বেশ কিছুদিন ধরেই এলাকার বেশ কয়েকজন গরু পাচারকারী। বাংলাদেশীদের নিয়ে এসে গরু পাচার করে নিয়ে বাংলাদেশে পাচার করছে। এ বিষয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ করার পরও পুলিশ প্রশাসন কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলে দাবি গ্রামবাসীদের। পরবর্তীতে পরিস্থিতি সামাল দিতে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান এলাকার বেশ কয়েকজন পাচারকারী যুবকের নাম বলেছেন। এই বাংলাদেশি গরু পাচারকারী যুবক। তাদেরকে অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে। পরবর্তীতে পুলিশের লিখিত নিয়ে সেই যুবককে পুলিশের হাতে তুলে দেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এরপরই তাকে গ্রেফতার করে ফাঁসি দেওয়া থানায় নিয়ে আসা হয়। ধৃত বাংলাদেশি যুবকের নাম হাসিবুল(২৮), বাংলাবান্দা বাংলাদেশের বাসিন্দা। আজ ধৃতকে শিলিগুড়ি মহাকুম আদালতে পাঠানো হবে। তবে প্রশ্ন উঠছে সীমান্ত এলাকায় কাঁটাতার থাকা সত্বেও। বিএসএফের নজর এড়িয়ে কিভাবে বাংলাদেশীরা ভারতে প্রবেশ করছে। এর পিছনে কারা কারা যুক্ত রয়েছে ইতিমধ্যে ই তদন্ত শুরু করেছে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ।

চুরির ঘটনায় এক যুবককে গ্রেফতার করেছে প্রধান নগর থানা পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৩ জুলাই ঃ চুরির ঘটনায় এক যুবককে গ্রেফতার করেছে প্রধান নগর থানা পুলিশ। অভিযুক্তের নাম আব্দুল সালাম। তিনি চম্পাসরি সার্কিট হাউস সাংলান মসজিদ পাড়ার বাসিন্দা বলে জানা গেছে। তথ্য পাওয়া গেছে যে প্রধান নগর থানা এলাকার এক স্কুল শিক্ষক পারিবারিক কাজে সিকিম গিয়েছিলেন। ১৩ জুলাই তার বাড়িতে চুরির খবর পান চোর তার প্রধান দরজা ভেঙে ঘরের শোকেসে রাখা পিতল ও তামার বাসনপত্র চুরি করে নিয়ে যায়। ঘটনার বিষয়ে তিনি ১৪ জুলাই প্রধান নগর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে সোমবার গভীর রাতে চুরি হওয়া মালামাল সবজি বাজারের আড়ালে রেখে চোরকে গ্রেফতার করে বাজেয়াপ্ত করা হয় চম্পাসারি এলাকায়। আজ অভিযুক্তকে শিলিগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়েছে।

নিউ জলপাইগুড়ি থানা এলাকার শ্রীনগর কলোনিতে চুরি গেল ইরিক্সা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৩ জুলাই ঃ চুরির ঘটনা ঘটেছিল শিলিগুড়ির নিউ জলপাইগুড়ি থানা এলাকার শ্রীনগর কলোনিতে। গত ১০ তারিখ রাতে শ্রীনগর কলোনী এলাকা থেকে চুরি গিয়েছিল ওই ইরিক্সা। অনেক খোঁজাখুঁজির পরেও ওই ইরিক্সা উদ্ধার করতে ব্যার্থ হন রিক্সার মালিক যুগল হালদার। শহরসহ পার্শ্ববর্তী এলাকাতেও অনেক খোঁজাখুঁজি করেন তার ইরিক্সা। কিন্তু কোন লাভ হয়নি। তার নতুন ই রিক্সা চুরি যাওয়ায় বিপাকে পড়ে গিয়েছিলেন যুগল বাবু। অবশেষে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশের দ্বারস্থ হন তিনি। ২২ তারিখ শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের নিউ জলপাইগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন যুগল হালদার। এরপরই সোমবার ঘটনার তদন্তে নামে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। আর সোমবার রাতেই মিলে গেল সাফল্য। শিলিগুড়ির তিন বাত্তি মোর এলাকা থেকে চুরি যাওয়া ঐ ইরিক্সা সহ এক যুবককে গ্রেফতার করল নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ।। নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ধৃতের নাম বিরাজ বর্মন ওরফে বিল্লা। ধৃত ফুলবাড়ীর মার্ডার মোড় এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ চুরি যাওয়া ওই ইরিকশা উদ্ধারের পর ইরিক্সার মালিক যুগল হালদারকে বিষয়টি জানান। চুরি যাওয়া ইরিক্সা উদ্ধার হওয়ায় খুশি ইরিক্সার মালিক যুগল হালদার। ধৃত বিরাজ বর্মন ওরফে বিল্লা কে মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠায় নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ।

ইচ্ছা ছিল নামী প্রতিষ্ঠান থেকে গবেষণা করার ওয়াশিংটনে যাচ্ছেন তুফানগঞ্জের সুরভি

দুরন্ত বার্তা, তুফানগঞ্জ, ২৩ জুলাইঃ তুফানগঞ্জ থেকে ওয়াশিংটন। স্বপ্ন অনেকেই দেখে, কিন্তু সেগুলো পূরণ করার ইচ্ছেশক্তি থাকা চাই। এই ইচ্ছেশক্তি এবং অধ্যবসায়কে পুঁজি করে কীভাবে সফল হতে হয়, দেখিয়ে দিলেন সুরভি সরকার। তুফানগঞ্জে ব। হয়ে ওঠা সুরভি পরের মাসে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ওপর গবেষণা করতে পাড়ি দিচ্ছেন ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটিতে। সুরভির এই সাফল্যে খুশি আত্মীয় থেকে এলাকাবাসী। নাককাটিগাছ গ্রাম পঞ্চায়েতের কামাতফুলবাড়ির বাসিন্দা সুরভির বাবা সন্তোষচন্দ্র সরকার টিউশনি পড়ান। মা রাখি পোদ্দার গৃহবধূ। মা-বাবা এবং এক ভাইকে নিয়ে ছোট্ট পরিবার। মা বললেন, ' ছোটবেলা থেকে পড়াশোনায় ভালো ছিল। ওর মেধা দেখে শিক্ষকরা বিনা পারিশ্রমিকে প।য়িছেন। আমাদের সবার বিশ্বাস ছিল, একদিন মেয়ে নিজের লক্ষ্যে পৌঁছাবেই।' সুরভি জয়েন্ট এন্ট্রান্স পাশ করার পর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০১৭ সালে প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে বিটেক পাশ করেছেন। তারপর এমটেকে ভর্তি হন আইআইটি বোম্বেতে। স্বপ্ন ছিল, কোনও বড় প্রতিষ্ঠান থেকে গবেষণা করার। সেই ইচ্ছে এবার পূরণ হবে। আগামী ২১ অগাস্ট ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটিতে প্রথমবার প্রোগ্রামে যোগ দেবেন। গবেষণায় সুযোগ পাওয়ার পর বছরে ৩৮ হাজার ৫০০ ডলার স্কলারশিপ দেওয়া হবে বলে জানান তিনি। এছাড়া ৬৬ হাজার ডলার করে টিউশনি ফি পাবেন। সুরভির কথায়, 'ইচ্ছা ছিল নামী প্রতিষ্ঠান থেকে গবেষণা করব। সেই ইচ্ছে এভাবে পূরণ হবে, সেটা ভাবিনি। ওয়াশিংটনের সুযোগ পেয়েছি, ভাবতেই ভালো লাগছে।' তিনি জানান, পরিবার, শিক্ষকরা সবসময় তাঁর পাশে থেকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সাহস জুগিয়েছেন। কিন্তু এই স্বপ্নের জার্নিতে তাঁর গাইড তাঁর বড়মামা কমল পোদ্দার। তিনি আইআইটি কানপুরের অতিথি শিক্ষক।

বাড়ছে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা! মৃত্যুর পর নড়েচড়ে বসল শিলিগুড়ি পুরনিগম

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৩ জুলাই ঃ শিলিগুড়ির ৭ নম্বর ওয়ার্ডে ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয় এক নাবালিকার। ঘটনার পর নড়েচড়ে বসল শিলিগুড়ি পুরনিগম। মঙ্গলবার পুরনিগমে ডেঙ্গু মোকাবিলা নিয়ে বিশেষ বৈঠকে বসলেন মেয়র গৌতম দেব। এদিনের এই বৈঠকে যেমন উপস্থিত ছিলেন এসডিও, জেলা শাসক সহ প্রশাসনিক আধিকারিকদের পাশাপাশি শিলিগুড়ির ৪৭টি ওয়ার্ডের কাউন্সিলারেরা। যদিও ডেঙ্গুতে নাবালিকার মৃত্যুর তথ্য সঠিক নয় বলেই দাবি করেছেন মেয়র। ডেঙ্গুতেই এই নাবালিকার মৃত্যু হয়েছে কি না তা তদন্ত করার জন্য একটি বিশেষ টিম গঠন করা হয়েছে। পাল্টা শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগ তুলেছে মৃতার পরিবার। জানা গিয়েছে শিলিগু।তিতে রয়েছে প্রায় ৩০টি অ্যাক্টিভ কেস এবং মাটিগাড়ায় ৪৬টি অ্যাক্টিভ কেস রয়েছে। যার ফলে বিশেষ নজর রাখতে চলেছে পুরনিগম। শিলিগুড়ির মোট ৭টি ওয়ার্ডে বিশেষ নজর থাকবে বলে খবর। এদিন বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই জানালেন মেয়র গৌতম দেব।

পুণ্ডীবাড়ী থানার কর্তব্যরত মেজ বাবুর বিরুদ্ধে মারধরের আভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৩ জুলাই ঃ সিভিক ভলেন্টিয়ার কে লাঠি দিয়ে মারধরের আভিযোগ উঠলো পুণ্ডীবাড়ী থানার কর্তব্যরত মেজ বাবু চন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে। কাল রাতে কর্মরত অবস্থায় সিভিক ভলেন্টিয়ারকে মারধর করার অভিযোগ সামনে এনেছেন সন্তোষ দাস নামে একজন সিভিক ভলেন্টিয়ার। তাকে মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে মারধর করা হয়ে থাকে।এই বিষয়ে সন্তোষ দাস আরো জানান কাল রাতে কোনো দোষ ছাড়াই, পুন্ডিবাড়ি থানার মেজোবাবু সহ আরও দুই জন আধিকারিক মিলে আমাকে মারধর করে এবং পুণ্ডিবাড়ি সরকারি হাসাপাতালে নিয়ে গিয়ে তারা ডাক্তার'কে দিয়ে ভুয়ো রিপোর্ট তৈরি করে। আমি নাকি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিলাম। আমার উপর হওয়া অত্যাচারের প্রতিবাদ জানাতে আজ আমার পুন্ডিবাড়ী থানার সামনে এর সঠিক বিচার চাইতে বসেছি, সমস্ত আধিকারিকের কাছে লিখিত অভিযোগও করবেন বলে এদিন জানান অভিযোগকারীরা।

Khanakul-II Gram Panchayat
Ramnagar, Khanakul, Hooghly

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are invited from the resourceful and experienced bidders for execution of different development works under vide **Memo No.: 187/KH-II GP/2024, 188/KH-II GP/2024 & 189/KH-II GP/2024, Date: 22.07.2024.** Date of online Submission of Tender: **From 24.07.2024 to 31.07.2024 up to 09:00 AM (IST).** The Technical bid & Financial Bid will be opent after: **02.08.2024, 10:30 AM (IST) onwards.** For details visit www.wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.

Sd/-
Pradhan
Khanakul-II Gram Panchayat

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDERS

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer(Civil)/Br-XVI, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works :–
1. NIT No.: **KMC/E.E(C)/BR-XVI/126/021/24-25** Name of work: **Const. of surface drain at Ananda Nagar C-Block near Pre. No.-C25/14/9 in Ward No.-126.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹ **4,84,874.72**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion : **30 Days**. Last date and time of submission of bid: **05.08.2024–12.00 Noon.** TheTender will be opened on: **07.08.2024–12.00 noon.** The bid forms and other details are available on and from **27.07.2024 (5.00 p.m.)**
2. NIT No.: **KMC/EE(C)/XVI/125/005/24-25** Name of work: **Desilting of surface drain at Merry Land, Ramkrishna Park, Netaji Nagar, 2 No. Bacharpara Road etc. near Pre. No.-621 in Ward No.-125.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **4,83,663.77**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion : **30 Days.** Last date and time of submission of bid: **31.07.2024–12.00 Noon.** Tender will be opened on : **02.08.2024–12.00 noon.** The bid forms and other details are available on and from **23.07.2024 (5.00 p.m.).** The website **https://etender.wb.nic.in.** (for Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer(Civil)/Br-XI, KMC** invites percentage rate tenders in two bid system for the following works :–
1. NIT No.: **KMC/EEC/XI/113/012/24-25/R** Name of work: **Supply of Labour for Repair of Depression with Milling Materials as and when Require at Sitala Park, Bansdroni Park Diff. Places Ward No.-113.** Estimated Value (Incl. GST & CESS): ₹ **2,85,804.75.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Time of Completion : **35 Days.**
2. NIT No.: **KMC/EEC/XI/113/002/2024-2025/R** Name of work: **Imp. of C.C. Road at Pirpukur Adjacent to H/O Ganesh Karmakr, Mohon Singh Chettri, G.K. Gupta in Ward No.-113.** Estimated Value (Incl. GST & CESS): ₹ **2,91,762.72.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Time of Completion : **35 Days.**
3. NIT No.: **KMC/EEC/XI/111/003/2024-2025/R** Name of work: **Removal of Silt from Drain & other Allied Works at Diff. Places viz. Atabagan, Gostatala, Bidhanpally & Surrounding Area in Ward No.-111, Br.-XI.** Estimated Value (Incl. GST & CESS): ₹ **2,37,158.47.** Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Time of Completion: **120 Days.** Last date and time of submission of bid: **06.08.2024–12.00 Noon** (for Sl. No. 1 to 3). Date and Time of opening of Bid: **08.08.2024–12.00 noon** (for Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **27.07.2024 (from 5.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 3). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 3).

The **Executive Engineer(C), Borough-III, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following work :–
1. NIT No.: **KMC/EE-III/29/B3/24-25/BUSTEE (1st Call)** Name of work: **Repairing of Bustee Passage at 3/11, 6/13 Kasai Bustee 2nd Lane, 15/6 to 15/9 Patuapara Lane, 35/H/8 Canal East Road and different Location in Ward No.-29.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,62,288.00.** Earnest Money: ₹ **5,500.00.** Period of Completion : **30 Days.** Last date and time of submission of bid: **01.08.2024–upto 12.00 Noon.** Date and Time of opening of Bid: **03.08.2024–after 12.00 noon.** The bid forms and other details are available on and from **24.07.2024 (5.00 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in.**

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-XIII, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following work :–
1. NIT No.: **KMC/XIII/122/8/24-25 (1st Call)** Name of work: **Maintenance of Road with C.C. Pavment works at Bye lane of Sodepur Brick Field Road near Pr. No.-125, 505 in Ward No.-122.** Work Value: ₹ **3,91,046.26.** Earnest Money: ₹ **7,900.00.** Period of Completion : **25 Days.** Last date and time of submission of bid: **05.08.2024 (upto 11.00 a.m.)** Tender will be opened on: **07.08.2024 (11.00 a.m.).** The bid forms and other details are available on and from **24.07.2024 (from 5.00 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in.**

The **Executive Engineer(Civil), Borough-IX, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works :–
1. NIT No.: **KMC/IX/079/001/2024-2025/A** Name of work: **Renovation of I.P. Passage at 15 Hossain Shah & Coal Berth Bustee in Ward No.-79.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **1,99,564.84.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion : **45 Days.**
2. NIT No.: **KMC/IX/079/002/2024-2025** Name of work: **Renovation of I.P. Passage at 49/5/2E to 49/5/H/125 (Rampur Gali) and Goragacha Bustee in Ward No.-79.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **1,99,387.76.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**
3. NIT No.: **KMC/IX/073/010/2024-2025** Name of work: **Repairing of Bustee Passages at 2/1C, B.B. Ghat Road, 60, 61, 63 H.C. Street & etc. in Ward No.-73.** Estimate Amount(Incl. GST & CESS): ₹ **1,99,839.63.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**
4. NIT No.: **KMC/IX/073/009/2024-2025** Name of work: **Repairing of Bustee Privy at 7/1, 7/2 M.P. Lane, 3, 5, 7 Bijoy Bose Road in Ward No.-73.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **1,99,906.44.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**
5. NIT No.: **KMC/IX/075/004/2024-2025** Name of work: **Maintenance of Open Surface Drain by Desilting Near 20, Munshigunge Road to 94, Garden Reach Road in Ward No.-75.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **1,89,202.20.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion : **200 Days.**
6. NIT No.: **KMC/IX/075/002/2024-2025** Name of work: **Maintenance of Open Surface Drain by Desilting from 28, Munshigunge Road to 14C, Kabitirtha Sarani in Ward No.-75.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **2,36,735.18.** Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion : **200 Days.** Last date and time of submission of bid: **06.08.2024–12.00 Noon** (for Sl. No. 1 & 2) & **03.08.2024–12.00 Noon** (for Sl. No. 3 to 6). Tender will opened on: **08.08.2024–12.00 noon** (for Sl. No. 1 & 2) & **05.08.2024–12.00 Noon** (for Sl. No. 3 to 6). The bid forms and other details are available on and from **27.07.2024 (5.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 & 2) & **24.07.2024 (5.00 p.m.)** (for Sl. No. 3 to 6). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 6).

CORRIGENDUM
(1) NIT No.- KMC/IX/080/015/2024-2025
(2) NIT No.- KMC/IX/080/010/2024-2025/BUSTEE
(3) NIT No.- KMC/IX/079/022/2024-2025
(4) NIT No.- KMC/IX/079/021/2024-2025
Published in this Newspaper on **17.07.2024** (Key No. **234/24-25**) of **Engineering(Civil), Borough-IX** Department (Sl. No. 1 to 4). The last date of submission of bid will be read as **07.08.2024** instead of 29.07.2024 (for Sl. No. 1 to 4). Tender will be open on **09.08.2024** instead of 31.07.2024 (for Sl. No. 1 to 4) and date of website will be read as **27.07.2024 (5.00 p.m.)** instead of 19.07.2024 (5.00 p.m.) (for Sl. No. 1 to 4).

272/24-25

প্রথম অ্যাসাইনমেন্টে গৌতম গম্ভীরের চিন্তা ধোনির 'ছেলে'!

মুম্বই, ২৩ জুলাইঃ ভারতীয় ক্রিকেটে শুরু হতে চলেছে গুরু-গম্ভীর অধ্যায়। শ্রীলঙ্কার মাটিতে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি ও ওয়ান ডে সিরিজ খেলবে ভারত। গৌতম গম্ভীরের প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট। শুরুটা ভালো করাই লক্ষ্য। একই ভাবে সূর্যকুমার যাদবের জন্যও নতুন শুরু বলা যায়। অতীতে রোহিতের অনুপস্থিতিতে ভারতকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেই এই ফরম্যাটে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বিদায় জানিয়েছেন রোহিত শর্মা। পরবর্তী অধিনায়ক হিসেবে হার্দিক পান্ডিয়াকে এগিয়ে রাখা হলেও নেতৃত্ব দেওয়া হয়েছে সূর্যকুমার যাদবকে। ভারতীয়দের মধ্যে বিশ্বের এক নম্বর টি-টোয়েন্টি ব্যাটার। শ্রীলঙ্কা সিরিজে ভারতীয় ব্যাটারদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারেন মহেন্দ্র সিং ধোনির 'ছেলে'! ভারতীয় ব্যাটিং আক্রমণে রয়েছেন যশস্বী জয়সওয়াল, শুভমন গিল, সূর্যকুমার যাদব, রিঙ্কু সিং, ঋষভ পন্থ, রিয়ান পরাগ, সঞ্জু স্যামসনরা। এ ছাড়াও রয়েছেন পেস বোলিং অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া ও শিবম দুবে। স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার হিসেবে অক্ষর প্যাটেল ও ওয়াশিংটন সুন্দর। ভারতীয় ব্যাটিংয়ের গভীরতা অনেক এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে বিশ্বের অন্যতম সেরা ব্যাটার সূর্যকুমার যাদব। ভুললে চলবে না যশস্বী জয়সওয়াল-শুভমন গিলদের কথা। তেমনই ফিনিশারের ভূমিকায় রিঙ্কু সিং, শিবম দুবেরা। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে শ্রীলঙ্কার অনেকেই খেলেন। তবে তাঁদের বোলারদের চাহিদাই বেশি আইপিএলে। ভারতের বিরুদ্ধে

টি-টোয়েন্টি স্কোয়াডে রয়েছেন মহেশ থিকসানা, মাতিসা পাথিরানা, নুয়ান তুষারা, দুষ্মন্ত চামিরা। এর মধ্যে চেন্নাই সুপার কিংসে নিয়মিত সুযোগ পান মাতিসা পাথিরানা। ফিট থাকলে সিএসকে একাদশে অটোমেটিক চয়েস। তরুণ মাতিসাকে নিয়েছিলেন মহেন্দ্র সিং ধোনিই। তাঁকে আন্তর্জাতিক মানের বোলার গড়ে তুলতে ধোনির অবদান অনিস্বীকার্য। পাথিরানা যে কারণে বলেছেন, ধোনি তাঁর কাছে বাবার মতো। ক্রিকেট কেরিয়ারে যিনি সঠিক পথ দেখিয়েছেন। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে পাথিরানার পারফরম্যান্স চোখ ধাঁধানো। বিশেষ করে বলতে হয় তাঁর নিখুঁত ইয়র্কারের কথা। ভারতীয় ব্যাটারদের কাছে যা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে পারে। বোর্ড সচিব জয় শাহের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল নয় গৌতম গম্ভীরের। এটি ভারতীয় ক্রিকেটে ওপেন সিক্রেট। এর আগে বারবার তাঁদের মধ্যে নানা সংঘাত লেগেছে। জয় কোনওদিন এই নিয়ে উচ্চবাচ্য না করলেও একতরফা বলে গিয়েছেন গম্ভীরই। ভারতীয় দলের নয়া কোচ এর আগে বলেছিলেন, জয় ক্রিকেটের কী বোঝে! যাঁরা কোনওদিন ক্রিকেট খেলেননি, তাঁরাই ক্রিকেটের পদে বসে রয়েছেন। তাঁর কথার তির যে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ছেলের দিকে, সেটি না বললেও চলে। শ্রীলঙ্কা সফরে রওনা হওয়ার আগে গম্ভীরকে এই নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল। গম্ভীরকে প্রশ্ন করা হয়, আপনার সঙ্গে জয়ের এত সমস্যা হয় কেন? তিনি এগুলিকে নস্যাৎ করে জানিয়েছেন, ''কে বলেছে জয়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভাল নয়? আমাদের মধ্যে কোনও বিষয়ে মতান্তর হতে পারে, তার মানে এই নয় যে, আমাদের মধ্যে সম্পর্ক ভাল নয়। বরং ওঁর সঙ্গে আমার পুরনো সম্পর্ক, সবসময় ওঁর সঙ্গে আমার কথা হয়। যেগুলি রটছে, সবটাই বানানো।'' এমনকী এও শোনা গিয়েছিল গম্ভীর ভারতের মূল কোচ নির্বাচিত হওয়ার পরে বাকি সাপোর্ট স্টাফদেরও তালিকা পাঠিয়েছিল বোর্ডের কাছে। তাও মানেননি জয়। তিনি শুধু কেকেআরের সহকারী কোচ অভিষেক নায়ারকে নিয়েছেন জাতীয় দলে। তাঁর সঙ্গে আবার রোহিতেরও দারুণ সম্পর্ক। অনেকেই মানছেন, গম্ভীর নয়, অভিষেকের বিষয়ে বোর্ডকে প্রথমে জানান রোহিতই।

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে বিশ্বজয়ী রাহুল দ্রাবিড়ের রয়্যাল প্রত্যাবর্তন!

বেঙ্গালুরু, ২৩ জুলাইঃ রাজকীয় প্রত্যাবর্তন হতে চলেছে রাহুল দ্রাবিড়ের! সব কিছু ঠিক থাকলে, পরিস্থিতি এমনটাই। আইপিএলে প্লেয়ার হিসেবে রাহুল দ্রাবিড়ের কেরিয়ার শুরু হয়েছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুতে। এরপর রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে খেলেছেন। রাহুল দ্রাবিড়ের নেতৃত্বে ২০১৩ সালে আইপিএল প্লে অফ এবং চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টি-টোয়েন্টির ফাইনালে উঠেছিল রাজস্থান রয়্যালস। ২০১৪ সালে মেন্টরের দায়িত্ব নেন রাহুল দ্রাবিড়। দু মরসুম এই ভূমিকায় ছিলেন। ভারতীয় যুব দল এবং জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির দায়িত্ব নেওয়ার পর রাজস্থান রয়্যালস ছাড়েন রাহুল দ্রাবিড়। ফের এই ফ্র্যাঞ্চাইজিতে দেখা যেতে পারে রাহুল দ্রাবিড়কে। এ বার হেড কোচের ভূমিকায়। ভারতের যুব দলের দায়িত্ব নিয়ে ২০১৮ সালে অনূর্ধ্ব ১৯ আইসিসি বিশ্বকাপ জিতেছিলেন কোচ রাহুল দ্রাবিড়। ২০২১ সালে ভারতের সিনিয়র টিমের দায়িত্ব নেন। তাঁর কোচিংয়ে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল এবং গত বছর ওয়ান ডে বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেছিল

ভারতীয় ক্রিকেট টিম। যদিও দুই টুর্নামেন্টেই ফাইনালে হার। আমেরিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে হওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপই ছিল ভারতের কোচ হিসেবে রাহুল দ্রাবিড়ের শেষ অ্যাসাইনমেন্ট। বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত। বিশ্বজয়ী কোচকে নিয়ে আইপিএলের বেশ কিছু ফ্র্যাঞ্চাইজি আগ্রহ দেখিয়েছিল। তবে তাঁকে নেওয়ার বিষয়ে এগিয়ে রাজস্থান রয়্যালস। নিজের পুরনো টিমে নতুন ভূমিকায় ফেরা যেন সময়ের অপেক্ষা। শুধু একটা বিষয়েই ধোঁয়াশা থাকছে। রাজস্থান রয়্যালসের ক্রিকেট ডিরেক্টর কুমার সাঙ্গাকারা। তাঁকে রেখেই রাহুল দ্রাবিড়কে কোচ করা হবে নাকি সাঙ্গাকারাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। তবে রাহুল দ্রাবিড়ের সঙ্গে রাজস্থানের কথা পাকা। শীঘ্রই ঘোষণা হতে পারে তাঁর নাম।

ভারতের বিরুদ্ধে স্কোয়াড ঘোষণা, শ্রীলঙ্কা টিমে জোড়া 'মালিঙ্গা'

কলম্বো, ২৩ জুলাইঃ ভারতের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের স্কোয়াড ঘোষণা করল শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ব্যর্থতার জেরে এই সিরিজের আগেই টি-টোয়েন্টি ক্যাপ্টেন্সি ছেড়েছিলেন ওয়ানিন্দু হাসারঙ্গা। স্পিন বোলিং অলরাউন্ডারের জায়গায় ভারতের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের সিরিজে শ্রীলঙ্কাকে নেতৃত্ব দেবেন ব্যাটার চরিত আসালঙ্কা। শ্রীলঙ্কার দায়িত্ব নেওয়া চরিত আসালঙ্কা প্রথম বার নেতৃত্ব দিচ্ছেন তা নয়। নেতৃত্বের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। বছরের শুরুতে বাংলাদেশ সফরে ওয়ানিন্দু হাসারঙ্গার দু-ম্যাচের নির্বাসন থাকায় সে সময় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আসালঙ্কা। এ ছাড়াও অনূর্ধ্ব ১৯ স্তরে শ্রীলঙ্কা জাতীয় দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগে জাফনা কিংসেরও অধিনায়ক তিনি। আসালঙ্কার নেতৃত্ব চ্যাম্পিয়নও হয়েছে জাফনা কিংস। শ্রীলঙ্কা টি-টোয়েন্টি টিমে প্রত্যাবর্তন হয়েছে দীনেশ চান্ডিমলের। তেমনই স্কোয়াডে নতুন মুখ চামিন্দু বিক্রমসিংহে। শক্তিশালী বোলিং আক্রমণও বেছে নিয়েছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড। রয়েছেন জোড়া মালিঙ্গা। মাতিসা পাথিরানা এবং নুয়ান তুষারা দু-জনের স্লিং অ্যাকশন। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগেও খেলেছেন। এ ছাড়াও রয়েছেন অভিজ্ঞ বাঁ হাতি পেসার বিনুরা ফার্নান্ডো এবং ডান হাতি পেসার দুষ্মন্ত চামিরা। পেস বোলিং অলরাউন্ডার হিসেবে রয়েছেন প্রাক্তন ক্যাপ্টেন দাসুন শানাকা। স্পিন বোলিংয়ে অভিজ্ঞ মহেশ থিকসানা, ওয়ানিন্দু হাসারঙ্গার পাশাপাশি তরুণ বাঁ হাতি স্পিনার দুনিথ ওয়েলালাগে। ভারতের বিরুদ্ধে এই সিরিজে শ্রীলঙ্কার অন্তর্বর্তী কোচ বিশ্বজয়ী সনৎ জয়সূর্য। তেমনই ভারতের হেড কোচ হিসেবে প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট জোড়া বিশ্বজয়ী ওপেনার গৌতম গম্ভীরের।

ভারতের টি-টোয়েন্টি স্কোয়াড-সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), শুভমন গিল (সহ-অধিনায়ক), যশস্বী জয়সওয়াল, রিঙ্কু সিং, রিয়ান পরাগ, ঋষভ পন্থ (উইকেটকিপার), সঞ্জু স্যামসন (উইকেটকিপার), হার্দিক পান্ডিয়া, শিবম দুবে, অক্ষর প্যাটেল, ওয়াশিংটন সুন্দর, রবি বিষ্ণোই, অর্শদীপ সিং, খলিল আহমেদ ও মহম্মদ সিরাজ।

শ্রীলঙ্কার টি-টোয়েন্টি স্কোয়াড- চরিত আসালঙ্কা (ক্যাপ্টেন), পাথুম নিশাঙ্ক, কুশল পেরেররা, অবিস্কা ফার্নান্ডো, কুশল মেন্ডিস, দীনেশ চান্ডিমল, কামিন্দু মেন্ডিস, দাসুন শানাকা, ওয়ানিন্দু হাসারঙ্গা, দুনিথ ওয়েলালাগে, মহেশ থিকসানা, চামিন্দু বিক্রমসিংহে, মাতিসা পাথিরানা, নুয়ান তুষারা, দুষ্মন্ত চামিরা, বিনুরা ফার্নান্ডো

কল্যাণীতে হতশ্রী সবুজ-মেরুন, জোড়া পেনাল্টি হাতছাড়ায় এগিয়েও ড্র!

দুরন্ত বার্তা, কল্যাণী, ২৩ জুলাইঃ তারিখটি ছিল গত ১৮ জুলাই। চলতি কলকাতা লিগে প্রথম জয়ের মুখ দেখেছিল মোহনবাগান। নৈহাটিতে থুমসল টংসিনের গোলে সবুজ-মেরুন ১-০ গোলে হারিয়েছিল পিয়ারলেস স্পোর্টস ক্লাবকে। কলকাতা পুলিসের বিরুদ্ধে রাজ বাসফোররা জয়ের ধারাবাহিকতা রাখতে মরিয়া ছিল। কিন্তু কোথায় কী! মঙ্গলবার কল্যাণীতে হতশ্রী ফুটবল খেলে পয়েন্ট খোয়াল ডেগি কার্ডোজোর শিষ্যরা। এগিয়ে থেকেও ১-১ ড্র করল মেরিনার্স! আর এই পুলিসকেই ঘরের মাঠে গত ১৯ জুলাই ইস্টবেঙ্গল ৬-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছিল। তাদের কাছেই মোহনবাগান আটকে গেল! শুরুর দিকে আক্রমণাত্মক খেলে ৪০ মিনিটে প্রথম গোলের দেখা পেয়ে যায় মোহনবাগান। ফারদিন আলি মোল্লার মাপা কর্নার থেকে লাফিয়ে হেড করে দুরন্ত গোল করেন সুহেল ভাট। কিন্তু বিরতির আগেই মোহনবাগান ২-০ করতে পারত। ৪৪ মিনিটে বক্সের মধ্যে সুহেলকে ফাউল করেন পুলিসের রঞ্জিত সর্দার। রেফারি সঙ্গে সঙ্গে পেনাল্টির বাঁশি বাজান। কিন্তু ফারদিন পেনাল্টিতে গোল করতে ব্যর্থ হন। এরপর দ্বিতীয়ার্ধে অভিষেক সূর্যবংশীও পেনাল্টি মারেন ক্রসবারের উপর দিয়ে! ফের গোলের সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট বাগানের। ম্যাচের ৫৫ মিনিটে রবি দাসের গোলে সমতা ফেরায় পুলিস। এদিন মোহনবাগান শুধু পেনাল্টিই হাতছাড়া করেনি। একাধিক গোলের সুযোগ নষ্ট করেও ম্যাচ মাঠে রেখে আসে। নির্ধারিত সময়ের পর ৯ মিনিট অতিরিক্ত দেওয়া হলেও কোনও দলই আর গোল করতে পারেনি।

'তু আয়া, মুঝে লে গ্যয়া', ধোনির এক লাইনেই ড্রেসিংরুমে আতঙ্ক!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

স্টাম্প মাইকে মহেন্দ্র সিং ধোনির অনেক কথাই কানে আসে। কিছু মজার। কিছু আবার মজা করে বকুনির। ক্যাপ্টেন থাকাকালীন যেমন বলতেন, তেমনই ক্যাপ্টেন্সি ছাড়ার পরও। উইকেটের পিছন থেকে প্লেয়ারদের নানা নির্দেশ দিতে থাকেন। ভারতীয় দলের অনেক বোলারই এ কথা স্বীকার করে নিয়েছেন, মহেন্দ্র সিং উইকেটের পিছনে থাকা মানে তাঁদের কাজ সহজ হয়ে যেত। কোন লাইন, লেন্থে বল করলে সেই ব্যাটারকে ফাঁদে ফেলা যাবে, কেমন ফিল্ডিং প্রয়োজন, ব্যাটারের মস্তিষ্ক খুব ভালো ভাবে পড়তে পারেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছিলেন সেই ২০১৪ সালেই। সিরিজের মাঝপথে মহেন্দ্র সিং ধোনির ঘোষণা অবাক করেছিল। এর মধ্যে অক্ষর প্যাটেল পড়েছিলেন মহা সমস্যায়। বা বলা যেতে পারে, মাহি-সমস্যায়। কী ঘটেছিল? সালটা ২০১৪। অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেট দল। ক্যাপ্টেন ছিলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। চোটের জন্য প্রথম ম্যাচে খেলতে পারেননি। সহ-অধিনায়ক বিরাট কোহলি ভারতকে নেতৃত্ব দেন। বিরাট কোহলি সেঞ্চুরি করলেও হারে ভারত। দ্বিতীয় টেস্টে ফেরেন ধোনি। সেটিতেও হার। মেলবোর্নে সিরিজের তৃতীয় টেস্ট হয়। সেই ম্যাচ ড্র হয়। আর এই ম্যাচের পরই হঠাৎ টেস্ট থেকে অবসর ঘোষণা করেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। চতুর্থ টেস্টে নেতৃত্ব দেন বিরাট কোহলিই। সেই সফরে মূল স্কোয়াডের পাশাপাশি টিমের সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল অনেক তরুণ ক্রিকেটারকেই। অস্ট্রেলিয়া সফরে যেহেতু অনেক ম্যাচ থাকে, দীর্ঘ সফর হয়, সে কারণেই বিকল্প প্লেয়ার রাখা হয় টিমের সঙ্গে। তেমনই একজন ছিলেন তরুণ ক্রিকেটার অক্ষর প্যাটেল। দ্বিতীয় টেস্টের পর চোটে ছিটকে যান রবীন্দ্র জাডেজা। ফলে বাকি দুই টেস্টের জন্য স্কোয়াডে পরিবর্ত হিসেবে যোগ করা হয় অক্ষর প্যাটেলকে। মেলবোর্ন টেস্টের পর ধোনি অবসর নেওয়ার পর ড্রেসিংরুমে নানা কথা বলেন রবি শাস্ত্রী। স্বাভাবিক ভাবেই ড্রেসিংরুমে গম্ভীর পরিস্থিতি। সদ্য স্কোয়াডে আসা অক্ষর প্যাটেল চুপচাপ দাঁড়িয়ে। হঠাৎই মহেন্দ্র সিং ধোনি বলেন, 'বাপু তু আয়া অউর মুঝে লে গ্যয়া'! ধোনি বোঝাতে চেয়েছেন, অক্ষর প্যাটেল এলেন আর তিনি টেস্ট দল থেকে বিদায় নিলেন। অক্ষর প্যাটেলের মতো তরুণ ক্রিকেটার স্বাভাবিক ভাবেই এই কথায় চাপে পড়ে যান। নিজেকে ধোনির অবসরের জন্য দায়ী করতে শুরু করেন। ভেবেছেন, সত্যিই হয়তো এমনটা হয়েছে। তাঁর চোখে মুখে এমন অস্থির পরিস্থিতি দেখে ধোনিই বোঝান যে, তিনি মজা করেই এমনটা বলেছেন। চূড়ান্ত স্বস্তি পান অক্ষর। ব্রেকফাস্ট উইথ চ্যাম্পিয়নে ড্রেসিংরুমের এই অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়েছেন ভারতীয় দলের অলরাউন্ডার অক্ষর প্যাটেল।

সচিনের রেকর্ড ভাঙবেন! তুরুপের তাস পেয়েছেন ইংল্যান্ড কিংবদন্তি

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

বিশ্ব ক্রিকেটে সচিন তেন্ডুলকর এমন কিছু রেকর্ড গড়েছেন, যা ভাঙা আপাত দৃষ্টিতে অসম্ভব। ঠিক যে ভাবে মুথাইয়া মুরলিধরনের ৮০০ টেস্ট উইকেটের রেকর্ড। ওয়ান ডে ক্রিকেটে সচিন তেন্ডুলকর করেছেন ১৮৪২৬ রান। সক্রিয় ক্রিকেটারদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন বর্তমান প্রজন্মের সেরা ব্যাটার বিরাট কোহলি। তবে তাঁর রান ১৩৮৪৮। পার্থক্যটা পরিষ্কার। এই গ্যাপ পূরণ আদৌ সম্ভব কিনা, এ নিয়ে বিতর্ক চলতেই পারে। বিরাট কোহলি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নিয়েছেন। ফলে ওয়ান ডে ক্রিকেটে আর কত বছর খেলা চালিয়ে যাবেন, টিম ম্যানেজমেন্টও তাঁর উপর ভরসা দেখাবেন কিনা, প্রশ্ন থাকেই। টেস্ট ক্রিকেটেও সর্বাধিক রানের রেকর্ড সচিন তেন্ডুলকরের দখলেই। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক মাইকেল ভন মনে করছেন, জো রুট ছাপিয়ে যেতে পারেন সচিনকে। টেস্ট ক্রিকেটেও রানের শিখরে সচিন তেন্ডুলকর। তাঁর মোট রান ১৫৯২১। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক রিকি পন্টিং। তাঁর সংগ্রহে ১৩৩৭৮। সক্রিয় ক্রিকেটারদের মধ্যে সচিন তেন্ডুলকরের পর রয়েছেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ক্যাপ্টেন জো রুট। তাঁর রান ১১৯৪০। মাস্টার ব্লাস্টার সচিন তেন্ডুলকরের সঙ্গে রানের নিরিখে এখনও প্রায় ৪ হাজারের পার্থক্য। জো রুট এখনও খেলছেন। দুর্দান্ত ছন্দেও রয়েছেন। ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলছে ইংল্যান্ড। প্রথম দু ম্যাচে একটি করে সেঞ্চুরি ও হাফসেঞ্চুরি করেছেন রুট। ইংল্যান্ডের কিংবদন্তি মাইকেল ভন মনে করছেন, জো রুটই ছাপিয়ে যেতে পারেন সচিন তেন্ডুলকরের টেস্ট রানকে। রুটের দক্ষতা, তাগিদ এবং সাম্প্রতিক ছন্দ দেখেই তাঁর এই সম্ভাবনার কথা মনে হয়েছে। ভন বলছেন, ''খুব তাড়াতাড়িই হয়তো টেস্ট ক্রিকেটে ইংল্যান্ডের সর্বাধিক রান সংগ্রহকারী হবে জো রুট। আমার তো মনে হয়, সচিন তেন্ডুলকরকেও ছাপিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ওর মধ্যে।'' কেরিয়ারে ইতিমধ্যেই ৩২টি টেস্ট সেঞ্চুরিও হয়ে গিয়েছে রুটের। তাঁর বয়স ৩৩। আরও অন্তত ৪টা বছর অনায়াসে খেলে দিতে পারেন। এই ছন্দ ধরে রাখতে পারলে হয়তো সচিনের কাছাকাছি পৌঁছনো সম্ভব।

প্যারিস অলিম্পিকেও কোভিড, আইসোলেশনে অ্যাথলিট!

প্যারিস, ২৩ জুলাইঃ গত বারের অলিম্পিক হয়েছিল কোভিড পরিস্থিতিতে। কোভিডের কারণে পিছিয়ে গিয়েছিল অলিম্পিক। নামে টোকিও ২০২০ হলেও আসলে অলিম্পিক হয়েছিল ২০২১ সালে। এখন পরিস্থিতি এক নয়। কিন্তু কোভিড হানা প্যারিসেও। অলিম্পিক শুরুর ঠিক আগে কোভিড আক্রান্ত এক অ্যাথলিট। তাঁকে আইসোলেশনে রাখা হয়েছে। প্যারিস অলিম্পিকে এটিই কোভিডের প্রথম কেস। তাঁর নাম প্রকাশ্যে আনা হয়নি। অস্ট্রেলিয়ার ওয়াটার পোলো টিমের সদস্য কোভিড পজিটিভ। এমনটাই জানিয়েছেন অস্ট্রেলিয়া টিমের এক কর্তা অ্যানা মিয়ার্স। সেই অ্যাথলিটের বাকিদেরও পরীক্ষা করা হয়েছে। তবে ট্রেনিং সেশন চালু থাকবে বলেই নিশ্চিত করেছেন অ্যানা। টোকিও অলিম্পিকে

কোভিডের কারণে কড়া বিধিনিষেধ ছিল। দর্শক উপস্থিতির ক্ষেত্রেও কড়াকড়ি ছিল। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, মাস্কের ব্যবহার। এ বার অবশ্য পরিস্থিতি তেমন নয়। প্যারিস অলিম্পিকে এটিই প্রথম। অস্ট্রেলিয়া অলিম্পিক টিমের সংশ্লিষ্ট কর্তা অ্যানা মিয়ার্স সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, ''আমাদের ওয়াটার পোলো টিমে দু'জন ছিল। আপাতত একজন। গত রাতেই একজনের কোভিড পজিটিভ ধরা পড়েছে। সে কারণেই বাকি একজনও অনুশীলনে নেই। তবে সেই অ্যাথলিট ফিট রয়েছেন। ঝুঁকি এড়াতে প্রত্যেককে আলাদা রাখা হয়েছে।'' অস্ট্রেলিয়া টিমের বাকি সদস্যদের ক্ষেত্রে মাস্ক ব্যবহার, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, এই নিয়ম মানা হচ্ছে। সেই অ্যাথলিট ইভেন্টে নামবেন কিনা, তা এখনই নিশ্চিত করা হয়নি। অস্ট্রেলিয়া টিমের মুখ্য মেডিক্যাল অফিসার গ্রিন সিগন্যাল দেওয়ার পরই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। ফ্রান্সের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ফ্রেডেরিক ভ্যালেতো অবশ্য আশ্বস্ত করেছেন, চিন্তার কোনও কারণ নেই। তিনি বলেন, ''কোভিড ধরা পড়েছে এটা ঠিক। তবে আতঙ্কিত হওয়ার মতো পরিস্থিতি নয়। ঝুঁকি এড়াতে নানা ব্যবস্থাই নেওয়া হয়েছে।''

ছয় মারলেই বাড়ি বয়ে কানমলা! দুই বড় ক্লাবে আশ্চর্য নিয়ম

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

এ যেন ছেলেবেলার গল্প! গলি ক্রিকেটে সাবধানী থাকতে হত ব্যাটারদের। চারে ক্ষতি নেই। কিন্তু ছয় মারলেই সর্বনাশ। কার বাড়ির জানলার কাচ যে ভেঙে যাবে, কে জানে! বিপত্তিও কম নেই তাতে। কাচ ভাঙলেই বল হাপিশ, কানমলা থেকে খেলা বন্ধ, সবই থাকত। বাড়িতে তুমুল বকাঝকার সঙ্গে দিন কয়েকের জন্য বন্ধ থাকত খেলা। তা সেই ছেলেবেলা যে বড়বেলাতেও ফিরে আসতে পারে, কে জানত! তাও কিনা এ ভাবে? ক্রিকেট এখন ছয়ের সঙ্গে নিবিড় প্রেম করে বসেছে। যে যত বেশি ছয় মারেন, তাঁর ভক্তের সংখ্যা তত বেশি। তা এই ছয় মারাই কাল হল বিলেতে। ঠিকই শুনছেন। ক্রিকেটে জন্ম যেখানে, সেই ইংল্যান্ডে ছয় মারলেই আর উল্লাস নয়! চলুন দেখি তো ব্যাপারটা কী! ইংল্যান্ডের দুটো ক্লাব সাউথউইক আর সোরহ্যাম ছক্কার ঠেলায় একেবারে বিপর্যস্ত। এই দুই ক্লাবের চারপাশেই সাধারণ লোকজনের বাড়ি। অনেকটা ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের মতো। পাড়ার মধ্যেই মাঠ। আর তাতেই যত বিপত্তি। ক্রিকেটারদের

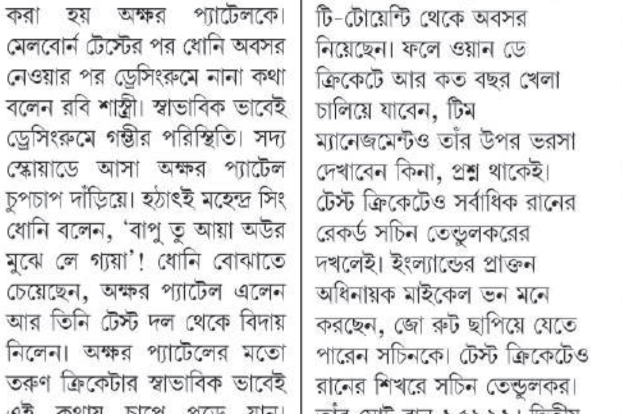

মুহুর্মুহু ছক্কায় প্রায় সব বাড়ির জানলা, দরজা, ব্যালকনির কাচ অহরহ ভেঙে পড়ছে ঝনঝনিয়ে। এতেই শেষ নয়, গাড়ির উইন্ডস্ক্রিনের কাচ পর্যন্ত ভেঙেছে বারবার। প্রথম প্রথম ক্রিকেট প্রেমী মানুষজন মেনে নিয়েছিলেন। কাঁহাতক আর গ্যাটের কড়ি খসিয়ে জানলা-দরজা, গাড়ির কাচ বসাবেন বা লাগাবেন পড়শিরা? তাই একজোট হয়ে নেমেছিলেন প্রতিবাদে। তাতেই মিলল সুফল। সাউথউইক ও সোরহ্যাম ক্লাবের কর্তারা যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন। ছয় মারলেই নির্বাচনে পাঠানোর ফতোয়া দেওয়া হয়েছে ক্রিকেটারদের। একেবারে নিয়ম করে বন্ধ করা হয়েছে ছয়। বারণ সত্ত্বেও যদি কাজ না হয়? কেউ যদি লোভ সামলাতে না পারেন? বা কোনও ব্যাটার যদি খেলার গতির মধ্যে মেরে ফেলেন ছয়? তার জন্য রয়েছে চরম দাওয়াই। প্রথম ছয়ের ক্ষেত্রে মিলবে না কোনও রান। দ্বিতীয় ছয় মারলে আউট বলে ধরা হবে। এক ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ মার্ক ব্রক্সাপ খানিকটা আক্ষেপ নিয়েই বলেছেন, ''অতীতে ক্রিকেটে ছয়-টয় ছিল না। কিন্তু এখন তো টি-টোয়েন্টি যুগ। যে কারণে খেলাটা অনেক বিস্ফোরক হয়ে গিয়েছে।'' কেন এমন নিয়ম করা হল ওই দুই ক্লাবে? প্রতিবাদী পড়শিরা এই দুই ক্লাবকে পরিষ্কার জানিয়েছে, যদি গাড়ির বা জানলা-দরজার কাচ ভাঙে বিমার টাকা ক্লাবকে দিতে হবে। না দিলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মাঠের ধারে বাড়ি, এমন এক ৮০ বছরের এক বৃদ্ধ বলেছেন, ''মাঠটা খুব ছোট। যে তরুণরা আগ্রাসী, তারা একের পর এক ছয় মেরে যাবে, এটা চলতে পারে না।'' ব্যাস, গল্প এখানেই শেষ। প্রতিবেশিদের চাপে ইংল্যান্ডের দুই ক্লাব ফিরে গিয়েছে অতীতে। ক্রিকেট মানেই তো আর ছয় নয়! ক্রিকেটে কভার ড্রাইভ তো রয়েছে। ভুলে গেলে চলবে?

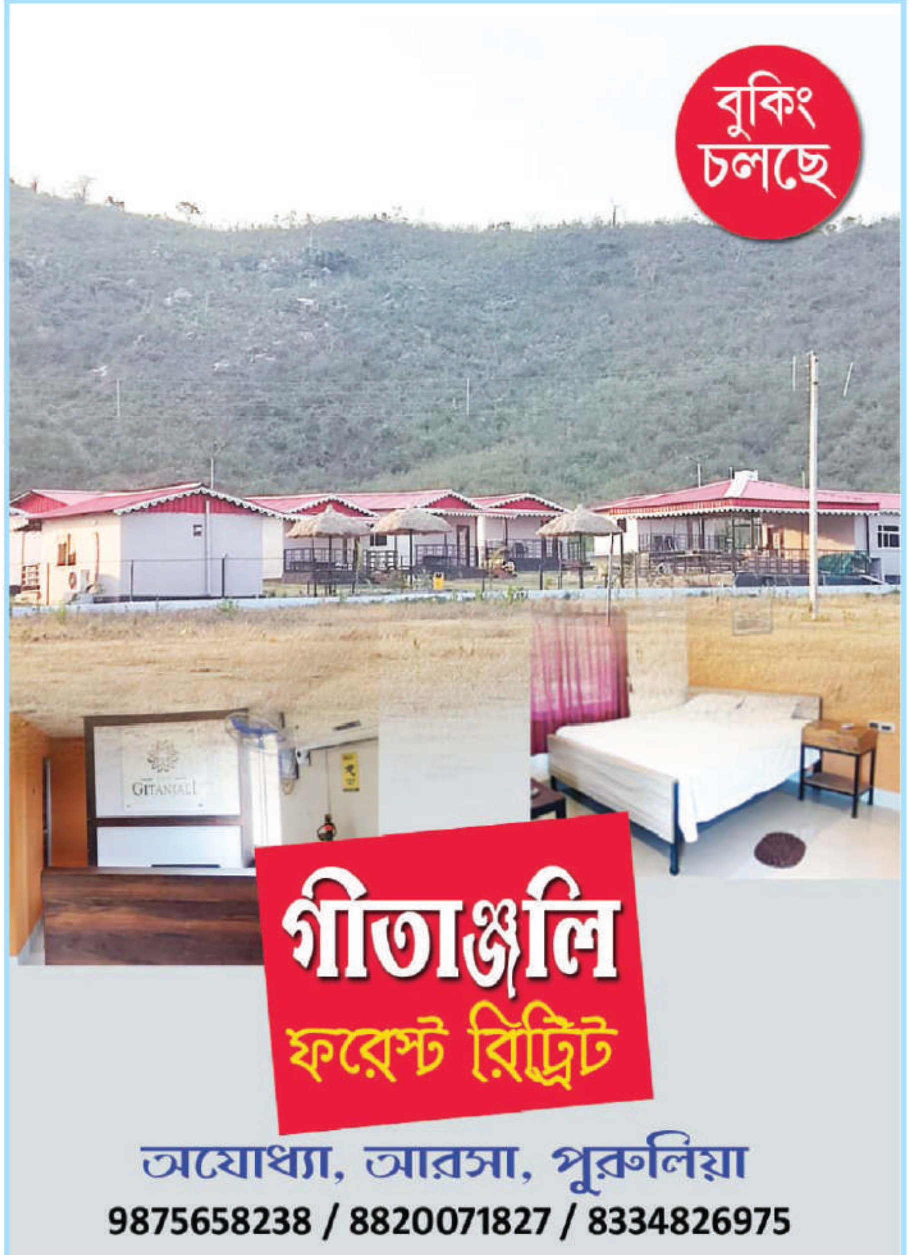

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com